উৎসর্গ পত্র।

কবিরত্ন

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আর্য্য!

আজ মহানদী পদ্মার তীরে বসিয়া আমার এই কাব্য খানি শেষ করিয়া ভাবিতেছিলাম ইহা কাহার করে অর্পণ করিব। দেখিলাম পদ্মাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে পরিণত করিয়া বিশাল সময়-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। দেখিতে দেখিতে বিংশতি শতাব্দীর সূর্য্য সেই সময়-সাগরে ডুবিয়া গেল। তখন ফিরিয়া দেখিলাম বঙ্গের অসংখ্য জোনাকীর রাশি একে একে নিবিয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটী নক্ষত্র মাত্র ইহার অদৃষ্ট-আকাশে জ্বলিতেছে। তাহাদের কিরণ যতই সুদূর-নিঃসৃত হইতেছে, ততই উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করিতেছে। ইহার একটীকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া আমি একটী সামান্য উপহার প্রদান করিলাম। বলিতে হইবে কি সেই নক্ষত্রটী—আপনি? আমার সেই সামান্য উপহার—এই রঙ্গমতী?

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল রঙ্গমতী লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথম তিন সর্গ লিখিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বিপুল কানন-রাজ্য নয়ন ভরিয়া

দেখিয়া কাব্যের অবশিষ্টাংশ লিখিব। কিন্তু কতিপয় বন্ধুর কল্যাণে—তাঁহাদের ছায়া অক্ষয় রহুক!—আমার সেই আশা পূর্ণ হইল না। শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী-চরিত্রের সেই ঘৃণিত চিত্র, যাহা আমি চরণে দলিত করিয়াছি, তাহা আপনার সমক্ষে উপস্থিত করিব না। নীচতার এবং বিশ্বাস-ঘাতকতার ঘূর্ণ চক্রে পড়িয়া ঘোরতর বিপদগ্রস্ত, ততোধিক পীড়িত, হইয়া কলিকাতা যাই। যখন শিরোপরে মেঘ-বজ্র-মন্দ্রে ঝটিকা গর্জ্জিতেছিল, তখন রোগ-শয্যায় রঙ্গমতীর চতুর্থ সর্গ লিখিত হইল। সেই ঝটিকায় পুরুষোত্তমের সমুদ্র-সৈকতে নিক্ষিপ্ত হইলাম; জীবনের এক মাত্র সুখ, এক মাত্র স্নেহ, এক মাত্র আশা, অনাথ-কনিষ্ঠ শিশু ভ্রাতাটী ভাসিয়া গেল; রঙ্গমতীর পঞ্চম সর্গ সেই সমুদ্র-সৈকতে, সেই ভ্রাতৃ-শ্মশানে লিখিত হইল। অদৃষ্টের অন্য তরঙ্গে এই ভয়াবহা পদ্মার তীরে বিক্ষিপ্ত হইলাম: এক মাত্র শিশু পুত্রটী অঙ্ক শূন্য করিয়া খসিয়া পড়িল; রঙ্গমতীর শেষ সর্গ লিখিত হইল। এরূপ জীবন কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কতদূর কবির উপযোগী বলিতে পারি না। অতএব রঙ্গমতীর প্রতিভা-সাধ্য চিত্র যদি মনোহারী না হইয়া থাকে, সে দোষ চিত্রিতের নহে, যে দোষ চিত্র-করের, সে দোষ তাহার অদৃষ্টের। ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে, আমার বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া, এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে। রঙ্গমতী আমার জীবনের একটী বিষাদপূর্ণ অঙ্কের ইতিহাস। যাহা হউক আপনি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিলে, এই বিষাদ-রাশির মধ্যে আমার একটী সুখ-স্মৃতি থাকিবে।

মাদারিপুর ১লা শ্রাবণ ১২৮৭ সাল।	স্নেহাকাঙ্ক্ষী নবীন।

রঙ্গমতী।

প্রথম সর্গ।

নদীতীরে।

নবীন নিদাঘ আভা, প্রখর উজ্জ্বল,
পড়িয়াছে বসন্তের কম কলেবরে,—
ভাঙ্গিল বিলাস-স্বপ্ন; ঋতুকুলপতি
জাগিল ফাল্গুন শেষে কুসুমশয্যায়
প্রণয়িনী উরঃ স্বর্গে, প্রভাতে যেমতি,
জাগিল প্রেমিক, নিশি-বিলাসে বিহ্বল
সরোষে কুসুমাকর বলিতে লাগিলা,—
"বসুন্ধরে! ছি! ছি! একি রীতি তব। যেই
সরস কুসুম দামে, শ্যামাঙ্গ তোমার
সাজাইনু শ্যামাঙ্গিনি! সেই পুষ্পচয়
না হইতে শুষ্ক,—না হইতে শেষ মম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১১৩	১৮	ধরাতলে	ধরাতল
১১৪	১২	অপাঙ্গে-দৃষ্টি	অপাঙ্গে দৃষ্টি
১১৫	১৩	অসি	অসি,
,,	,,	তাহারা	তাহার
১১৭	২০	শ্রবণে	শ্রবণে।
১২৫	৬	পাইত	গাইত
১৩৬	৫	রিজয়	বিজয়
১৩৭	১৬	নিশিথ	নিশীথ
১৪০	১১	নরাধম। যুবা	নরাধম।
"	১২	দূরে	যুবা
১৪১	৯	এই	ওই
১৪৩	৬	যদি	যদি,
১৪৪	৫	রাখিল	রাখিলি
,,	১৭	করিল	করিলা
১৪৮	১৪	চীৎকার	চীৎকার,
১৫০	১১	স্রোতস্বতী	স্রোতস্বতী—
১৫২	৩	পুষ্পঝার	পুষ্পঝাড়
১৭০	১২	বামা	সখী
১৮৬	১৪	দুইটী	একটী
২০৪	২০	তেই	সেই
২১১	১১	রবেকর	রবিকর
২২৮	১৩	থাকিলে এ দুঃখিনীরে,	থাকিলে, এ দুঃ

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	জাগিল	জাগিলা
,,	,,	শয্যায়	শয্যায়।
,,	৬	বিহ্বল	বিহ্বল।
৪	৩	করে	কর
৬	২১	পড়িতেছিল	পড়িতেছিলা
১০	১১	গতি	গতি।
২৪	১	হুঁহুঁ	হুহু
২৮	১৯	সলিপী	সলিলী
৪৫	১৩	দুর্ব্বাদল	দুর্ব্বাদল,
৫৫	১৭	পঞ্চশত	পঞ্চাশত
৬১	৩	নিশাথিনী	নিশীথিনী
৭৫	৬	বীরেন্দ্র !	‘ বীরেন্দ্র !’
৮৪	৪	লবণাক্ষ ; জলে	লবণাক্ষ জলে ;
৯১	১৭	দেবতার গীত	দেবতার গীত
৯৮	৩	ক্ষতকায়	ক্ষতকম
১০৪	৪	ভিষণ	ভীষণ
,,	৬	গদাধর রণ !	গদাধর বন !
[illegible]	৭	কাম	রূপ
১১১	৫	শশি	শশী
,,	১২	বিস্ফারণে	বিস্ফুরণে

কেলি অভিনয়,—বল আসিল কেমনে
উগ্র-মূর্ত্তি এ অতিথি বিলাস-মন্দিরে
মম ? কিন্তু বৃথা গর্জ্জি, ষড় প্রভু তব !
হায় মূর্খ আমি। ষড় স্রোতঃ প্রবাহিনী
চঞ্চল সলিলে, নির্ম্মাইনু সুকোমল
বিচিত্র কুসুমে, চারু প্রমোদ-প্রাসাদ।
মূর্খ আমি ! কিন্তু বৃথা ! চলিলাম আমি,—
দেখ তীব্র তেজ, তব নব অতিথির
দহে মম কম কান্তি, চলিলাম আমি
মম চিরবাস যথা, নন্দন কাননে,—
নিত্য পারিজাত-ধাম ! অনন্ত রমণে,
নিত্য নিত্য রমে যথা ত্রিদিব আমারে।
কৌস্তুভ রতন ছাড়ি করিনু যতন
এ পার্থিব পিণ্ডে আমি,—ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে !
এ মুহূর্ত্তে, বসুমতি, পারি দেখাইতে
বসন্তের বীরপনা ; সখা মন্মথের
পঞ্চশরে, পঞ্চ ঋতু, পারি উড়াইতে।
কিন্তু বৃথা।—যেই শর না পারে সহিতে
দেবগণ, ক্ষিপ্রগতি না পারে দেখিতে
দিব্য চক্ষে ত্রিলোচন, সহস্র-লোচন !
কেন কলঙ্কিব হানি অন্ধ অনুচরে ?

চলিলাম আমি; কিন্তু সাজাইনু যেই
অনুপম বেশে ওই শ্যামাঙ্গ তোমার,
না রাখিব সেই বেশ, ঋতুপতি আমি,
মম কিঙ্করের তরে; না রাখিব মম
শ্যামল নিকুঞ্জ, শ্যাম প্রমোদ-কানন
মম অনুচরগণ করিতে বিহার।
যাই আমি"—ঋতুপতি সরোষ অন্তরে
কেড়ে নিলা বসুধার কবরী কুসুম;
হস্তের বলয় লতা; কণ্ঠের কোকিল;
বল্লরী লহরী-পঞ্চ; মলয় গহ্বরে
করি অবরুদ্ধ স্নিগ্ধ মলয় অনিল;
শুকাইয়া কুঞ্জলতা, নব পত্রাবলি;
শীতল শ্যামল শোভা করিয়া হরণ;
কৌমুদী, আতপ বাসে, করি স্থানে স্থানে
নীল নিরদের ছায়া, কালিমা অর্পণ;
চলিলা সবেগে। হেন কালে বসুন্ধরা
ধরিয়া চরণে, মেঘে মলিনিয়া মুখ,
কল কল্লোলিনী নাদে যুড়িলা ক্রন্দন;—
"বারেক ফিরিয়া প্রভো! দেখ একবার,
এই অভাগিনী প্রতি; নহে দোষী দাসী।
ষড় ঋতু-আজ্ঞাধিনী করিলা দাসীরে

বিধাতা ; কেমনে বল খণ্ডিবে তাঁহার
সে নির্ব্বন্ধ, এ কিঙ্করী ? এই রঙ্গভূমে
ক্রমে ক্রমে ছয় ঋতু করে অভিনয়।
রক্ষয়িত্রী মাত্র দাসী ; যখন যে বেশে
সাজাও দাসীরে আসি, সাজে দাসী ফলে,
জলে, মেঘে, চন্দ্রলোকে। দাসীর কি দোষ?
বৃথা গঞ্জ তারে প্রভু !"
বসন্ত তখন
ফিরায়ে বদন ,চাহি বসুন্ধরা পানে
বলিলা—"ধরিত্রি ! নহে মার্জ্জনীয় দোষ
তব, কিন্তু আছে এই প্রায়শ্চিত্ত তার ;—
জ্বলিয়া নিদাঘে ; ভাসি বরিষার জলে ;
কাঁদিয়া সমস্ত নিশি শরতে, শিশিরে ;
অনাবৃত অঙ্গে দীর্ঘ হেমন্ত নিশীথে ;
কর ধ্যান দশ মাস, কর অন্বেষণ
মম, ঘুরিতে ঘুরিতে ; একাদশ মাসে
মম পাবে দরশন।"—চলিলা বসন্ত
পুষ্পরথে, পুষ্পাকীর্ণ পথে ; উড়াইয়া
মলয় অনিলে, চারু মকর-কেতন !
নবীন নিদাঘ দিবা, হেলায়ে পশ্চিমে
ভাস্কর মুকুট, যেন বঙ্কিম গ্রীবায়,

(নিরখিয়া প্রতিযোগী বসন্ত নিগ্রহ)
ঈষদে হাসিতেছিল, বিতরিয়া মুক্ত
করে স্বর্ণ রাশি রাশি—তরল উজ্জ্বল !
সেই স্বর্ণ কারু কার্য্যে—হীরক মার্জ্জিত,—
রঞ্জিয়া ধবল বাস ; রঞ্জি প্রান্তদ্বয়
তীরস্থিত অবিচ্ছিন্ন কানন শ্যামলে ;
ওই স্রোতস্বতী ওই, নাচিয়া নাচিয়া
চলেছে সাগরোদ্দেশে। হিল্লোলে হিল্লোলে
নাচিছে তরণী ওই, চলেছে ভাসিয়া,
যেন ক্ষুদ্র জলচর, মন্থর গমনে।
তরণী হৃদয়ে বসি, বিষণ্ণ বদনে
বীরেন্দ্র বিনোদ যুবা,—সরল, সুন্দর !
শুক্তির হৃদয়ে মুক্তা শোভিতেছে যেন।
যুবার বিশাল বক্ষে, সুন্দর ললাটে,
সুদৃঢ় যুগল ভুজে, বিস্তৃত নয়নে,
অতুল সৌন্দর্য্য, বীর্য্য, দ্বন্দ্বে পরস্পরে।
মরি কি বিচিত্র রণ ! সারথি যৌবন
উভয়ের, যোগাইছে শর তীক্ষ্ণতর।
কেবল বিনয় দয়া, অজস্র ধারায়
শান্তির সলিল রাশি করিছে বর্ষণ !
প্রফুল্ল বদনচন্দ্র ! মরি দরশনে

সুকোমল ভাবসিন্ধু দর্শকের মনে
হয় উচ্ছ্বসিত ; চারুবর্ণ চন্দ্রিকায়
বিষাদ-নীরদ ছায়া, পড়ে যেন হায়!
করেছে প্রফুল্লতায়, গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।
যুবার যুগল নেত্র, স্থির সমুজ্জ্বল,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ,—বিদ্যার দর্পণ!
বীরত্বের রঙ্গভূমি! তরল অনলে
চিত্রিয়া নয়ন যেন, বিধাতার তুলি,
প্রেম-পদ্ম-রাগে, দুই নয়ন কোণায়
করেছে বিশ্রাম ; আহা! মরি কি সুন্দর!
কি নয়ন, কি বদন, কুঞ্চিত অধর,
কিম্বা অনির্ব্বচনীয় অঙ্গের মহিমা,
কহিছে দর্শকে যেন ইতিহাস মত,
উচ্চবংশ্য রক্তস্রোত, উন্নত মানস।
আজি সে মানস ওই স্রোতস্বতী মত,
একদিকে সমুজ্জ্বল প্রেম রবিকরে
অনুক্ষণ, অন্যদিকে নিবিড় কানন
ছায়া পড়িয়াছে তাহে!
তরণীর পার্শ্বে
অবলম্বি পৃষ্ঠ, বসি চিন্তাকুল মনে,
যুবক পড়িতেছিল ; করে মেঘদূত।

উজ্জয়িনী কোকিলের কণ্ঠ সুললিত,
কিছুক্ষণ যুবকের মানস চঞ্চল
মোহিল ; দ্রবিল চিত্ত যক্ষের উচ্ছ্বাসে—
নির্ব্বাসিত, প্রণয়িনী বিরহে বিধুর !
কবির কল্পনা-স্রোতে, প্রণয়-হিল্লোলে,
না পারিল বহুদূর নিতে ভাসাইয়া
মুগ্ধচিত্ত ; সেই স্রোত হতে ধীরে
উপজিয়া চিন্তা স্রোত অজ্ঞাতে কেমনে
নিল ভাসাইয়া হায় ! যুবকের মন,
তৃণপ্রায় । সেই স্রোতবেগে ভেসেগেল
মেঘদূত,—কালিদাস,—যক্ষের বিরহ !
কবির কল্পনা-সৃষ্টি নন্দনের শোভা
হইল অন্তর ! কবি, কাব্য, সকলই
হইল অদৃশ্য ক্রমে । তখন যুবার
শ্লথ কর হতে গ্রন্থ পড়িল খসিয়া,
তরী বক্ষে ক্রমে ক্রমে । উঠিল আকাশে
নয়ন যুগল । কিন্তু দেখিল কি হায় !
রবিকরে শ্বেতোজ্জ্বল আকাশের শোভা ?
দেখিল কি গগনের বিস্তৃতি ভীষণ,—
দূর মরুভূমি সম ? পশ্চিমাংশে ওই,—
দুর্নিরীক্ষ্য, প্রজ্বলিত মার্ত্তণ্ড-কিরণে,—

বিধূমিত মেঘপূঞ্জে ? দেখিল কি যুবা
ওই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, পশ্চিম কোণায়,—
কৃষ্ণবর্ণ ? কৃষ্ণতিল, আহা মরি যেন,
প্রকৃতি-ললাটে ! তাহা নহে। যুবকের
চঞ্চল মানস, চিন্তারথে আরোহিয়া,
অতিক্রমি দৃষ্টিচক্র, গিয়াছে কোথায়,—
কোন্ কাল্পনিক দৃশ্য দেখিতেছে ওই,—
কে বলিবে ? কি দেখিবে নয়ন দর্পণে
আকাশের প্রতিবিম্ব, দর্শক বিহনে !
এইরূপে ধ্যানে যুবা বসি কিছুক্ষণ,
প্রবেশিল পুনর্ব্বার কবিতা-কাননে,
যুড়াইতে চিন্তাজ্বালা। কুসুমে কুসুমে,
করি ভাব-মধুপান যুড়াল মানস।
যুড়াল নয়ন দেখি মেঘদূত অঙ্গে
কল্পনা-বিজলি-খেলা, ইন্দ্রধনু-শোভা !
একে সংস্কৃত ভাষা ! তাহাতে গায়ক
নবরত্ন-শিরোরত্ন কবি কালিদাস।
ভাষার ঝঙ্কারে, ভাব-সমুদ্র-তরঙ্গে
ভেসে গেল যুবকের বিমুগ্ধ মানস।
নন্দন কাননে যেন, শুনিতে লাগিল
ত্রিদিব সঙ্গীত যুবা নিশার স্বপনে !

কিন্তু স্বপ্ন কতক্ষণ ? চিন্তা মায়াবিনী
আবার যে কুঝ্‌ঝটিকা সৃজিতে লাগিল,
আঁধারিল যুবকের মানস নয়ন।
হলো কাব্য অনক্ষর ! বিরক্তে তখন
বিদাইয়া কালিদাসে, বসিলা বিষাদে
তরী-বাতায়নে যুবা। দেখিলা সম্মুখে,
ধবল গগন তলে, ধবলা তটিনী
তীব্র স্রোতে প্রবাহিত,—সুদূর বাহিনী !
নিবিড় সুন্দর বন—অনন্ত ব্যাপিনী,—
দাঁড়াইয়া দুই তীরে,—অবিচ্ছিন্ন, ঘন,
ঘনবর যথা ! কাঁপে না একটী পত্র
কানন শরীরে ; কাঁপে না একটী ঊর্ম্মি
তটিনী সলিলে ; চলেনা একটী মেঘ
গগনমণ্ডলে। স্থির অচঞ্চল সব,—
গগন, কানন, নদী ! দেখিলা যুবক
এই বিশ্বে,— নদী, বন, গগন, কেবল !
সকলই মরুভূমি ! মরু নদী, মরু
বন, মরু নভঃস্থল ! দেখিলা যুবক
উদাসিনী প্রকৃতির শোভা ! কলেবর
ধূসর আকাশে ; জলে বিভূতিমণ্ডিত ;
জটাভার বনরাজি ! পশ্চিম ভাস্করে

করিয়াছে দেহ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত।
মরি কি উদাস মূর্ত্তি;
যুবক তখন
চাহিলা অন্তর পানে। দেখিলা তথায়,—
দেখিলা হৃদয় বিশ্ব প্রণয়-কিরণে,
সৌর করজালে যেন, পূর্ণ বিভাসিত।
এই রূপে অনিশ্চিত কানন ভিতরে
পড়িয়াছে সেই কর, যেই করে হায়,
ফুটায় নলিনী ফুল্ল চিত্ত-সরোবরে।
এরূপে বহিছে বেগে মাতৃ-স্নেহ-আশা—
সুপবিত্র স্রোতস্বতী,—অনিশ্চিত গতি
যুবক ভাবিতেছিল এই আশা হায়,
পরলোকে জননীর প্রেমপারাবারে
হইবে কি লয় কভু! এই সৌর করে
বিকাসিবে কভু এই জীবন-উদ্যানে
প্রেমপুষ্প! দাড়ীগণ এমন সময়ে
উচ্চৈঃস্বরে একতানে কণ্ঠ মিলাইয়া
আরম্ভিল সারিগান। নির্জ্জন কাননে,
নির্জ্জন নদীর বক্ষে, কত মধুময়
এই সরল সঙ্গীত আহা!—অকৃত্রিম
হৃদয়ের, অকৃত্রিম ভাব মনোহর!

৩

একবার——তিনবার,
প্রাণ বঁধু——অবলার !

১

একবার——একবার,
বিরহেতে——বঁধুয়ার,

২

একবার——দুইবার,
প্রাণ যায়——অবলার !

৩

একবার——তিনবার,
বঁধু নাহি——এল আর !

১

একবার——একবার,
গাঙ্গে আর——নাই জোয়ার !

২

একবার——দুইবার,
মিছে আশা——বঁধুয়ার !

৩

একবার——তিনবার,
প্রাণে নাহি——সহে আর !

৪

একবার——এইবার,
এল নৌকা——বঁধুয়ার।

আনন্দের ধ্বনি শেষে ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে,
দৃঢ়তর করে দাঁড় ফেলাইয়া বেগে
প্রভূত সলিল তলে, সশক্তি টানিয়া
পৃষ্ঠে করি ভর. দাঁড়িগণ নীরবিল
অকস্মাৎ। তীরবেগে ছুটিল তরণী
সেই টানে, তর তরে কাঁদিল তটিনী
ভীমাঘাতে; প্রতিধ্বনি জাগিল চৌদিকে!
কিন্তু তরীবাতায়নে যুবকের কাণে
পশিল না এই ধ্বনি। ভাঙ্গিল না তার
চিন্তার লহরী,—চিন্তামুগ্ধ যুবা! ওই
ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড পশ্চিম গগনে,
যুবক দেখিতেছিলা বাড়িছে কেমনে
তিল, তিল; ক্রমে উর্দ্ধে উঠিছে ব্যাপিয়া,-
ভীমকায় যেন এক ভীষণ রাক্ষস,
তুলিছে বিশাল শির কানন হইতে!
যুবক দেখিতেছিলা, শ্বেত মেঘচয়—
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যাহা প্রভাকর-করে
শ্বেত পুষ্পপুঞ্জ সম, স্থানে স্থানে ওই

অম্বরে শোভিতেছিল, সূর্য্যদেবে যেন
পূজেছে ত্রিদিববাসী, ধবল কুসুম
বরষিয়া রাশি রাশি! কিম্বা সিন্ধুনীরে
ধবল সৈকত যেন!—মিলিতে লাগিল
ক্রমে ক্রমে ওই কৃষ্ণ রাক্ষসের সনে;
আচ্ছাদিল দিনমণি; নিবিড় তমস-
ছায়া বসিলেক হায়, নিবিড় কানন-
বক্ষে, তটিনী-হৃদয়ে। যুবক ভাবিলা,—
এই রূপে হতভাগ্য মানব জীবনে,
শত শত বাসনার ক্ষুদ্র স্রোত মিলি,
হেন প্রবাহেতে শেষে হয়ে পরিণত,
দুঃখের অরণ্য ময় করি দুই তীর,
ছুটে কালসিন্ধু মুখে! এই রূপে, হায়!
প্রেম-সৌর-করে তারে করি আলোকিত,
দেখায় দুর্গম পথ;—
এমন সময়ে,—
"আজ্ঞা হয় যদি তবে ফিরায়ে তরণী
ধরি এক কূল। ওই ভাসিল কুমেঘ!
আসিবে তুমুল ঝড়!" ঘ্রাণিয়া পবন,
ডাকিয়া বলিল মাজি।—নিরুত্তর যুবা।
আবার আবার মাজি বলিতে লাগিল—

"কুলক্ষণ! ধরি কূল!"—যুবা নিরুত্তর!
মাজির আশঙ্ক কণ্ঠে, জাগিয়া সত্রাসে
বলিল প্রাচীন এক—"জিজ্ঞাসিস্ কারে ?
ফিরা তরী! ফিরা তরী!"
যুবক ভাবিলা,—
এইরূপে ক্রমে ওই নীরদের মত,
জীবন-আকাশে হয় দুর্ভাগ্য সঞ্চার!
দুর্ভাগ্যে দুর্ভাগ্য আসি হয় সংমিলিত
এই রূপে! এই রূপে করি আচ্ছাদিত
প্রণয়-ভাস্করে, জীববাসনার স্রোত
করে তমোময়। করে দুঃখের কানন
দ্বিগুণ ভীষণাবহ আচ্ছাদি তিমিরে।
রুদ্ধ হ'ল চিন্তাস্রোত! ভীষণ স্বননে
ঝটিকা বহিতেছিল তটিনী হৃদয়ে।
গর্জ্জিছে তরঙ্গগণ ফণা আস্ফালিয়া—
অনন্ত বাসুকী যেন! কিম্বা প্রভঞ্জন
কর্ষিতেছে দৈববলে তরঙ্গিণী যথা!
গগনে ঘর্ঘর ধ্বনি; ঘন ঘটাজালে
আচ্ছন্ন আকাশ এবে! জীমূত বিগ্রহে
বিধূমিত!—প্রজ্বলিত তাড়িতাস্ত্রে!—ঘন
বিলোড়িত প্রভঞ্জন বলে! ঊর্দ্ধে ভীম

অম্ভোদ নির্ঘোষ! নীচে তরঙ্গ নির্ঘাত!
আঘাতে আঘাতে তরী দুলিতে লাগিল;
এই উঠিতেছে যেন আকাশ উপরে,—
দৃশ্যমান বনরাজি! এই পড়িতেছে
পুনঃ সলিল গহ্বরে,—অদৃশ্য কানন!
ভীম আবর্ত্তনে ঊর্ম্মি বিস্তারিয়া কায়,
পড়িতেছে আছাড়িয়া তরী পুরোভাগে
বজ্রনাদে!—প্রতিঘাতে মাজিগণ শিরে
ছিটাইয়া জলরাশি। ব্যস্তে কর্ণধার
"জোরে মোর বাবা!"—বলি অতি উচ্চৈঃস্বরে,
করি'ছে চীৎকার! প্রাণভয়ে দাঁড়ীগণ
সজোরে টানি'ছে দাঁড় পৃষ্ঠে ভর করি!
কিন্তু প্রতিকূল বাতে স্থিরভাবে তরী
আছে দাঁড়াইয়া!—দাঁড়ে নাহি পায় জল,
কি করিবে দাঁড়ী? ভীম আন্দোলনে
আপন আসন হ'তে পড়িতেছে ঘুরি।
কি করিবে সেক্ত্র, জল ঝলকে ঝলকে
উঠিতেছে চারিদিকে? সমুদ্র কেমনে
শুকাবে সিঞ্চনে শুক্তি? এখনও তীর
বহুদূর, প্রাণপণে নাহি হয় তরী
অগ্রসর একপদ,—সহস্র কুঞ্জরে

রেখেছে ঠেলিয়া যেন ! মাজিদের, হায়,
কর ফাটি রক্তধারা ঝরিতে লাগিল।
একা প্রভঞ্জন-বল না পারে সহিতে
অচল পর্ব্বত চূড়া, একা তরঙ্গিণী
না পারিল ঐরাবত জিনিতে বিক্রমে ;
দুর্ব্বল মানব করে কি করিবে, হায়,
সেই প্রভঞ্জন সহ তরঙ্গিণী যবে
মিলিয়াছে ঘোর রণে,—ভৌতিক আহবে !
কাঁদিতে লাগিল সবে —দাঁড়ী কর্ণধার।
কর্ণ নাহি মানে তরী ; কাঁদিতে লাগিল
বীরেন্দ্রের বৃদ্ধ ভৃত্য—সরল **শঙ্কর** ।
হতবুদ্ধি যুবা,—স্থির নেত্রে দেখিতেছে
দৃশ্য ভয়ঙ্কর, দৃশ্য চিত্ত-দ্রবকর !
নিরুপায় যুবা, নহে মানবীয় রণ,—
নহে শত্রু নর, কিম্বা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
কুঞ্জর, কেশরী, ব্যাঘ্র,—সকৃপাণ করে
হ'তে সম্মুখীন ; শত্রু অনন্ত, অজেয়
অম্বু, শত্রু মহাবল প্রভঞ্জন ; যুবা
ছাড়িলা নিশ্বাস দীর্ঘ। তথাপি শঙ্করে—
রুদ্যমান—আশ্বাসিতে, ফিরায়ে বদন,
বলিলা—"শঙ্কর ! স্থির হও, কেন কাঁদ ?

এখনি পাইব কূল। কি হবে কাঁদিয়া ?
ডাক কুলমাতা, সেই বিঘ্ন-বিনাশিনী
দশভূজা।”—হতভাগ্য ধরিয়া বীরেন্দ্রে
নিজ তনয়ের মত, লাগিল কাঁদিতে।—
“নাহি কাঁদি আমি, মম জীবনের তরে,
বৎস! বৃদ্ধ আমি, আর বাঁচিব ক’দিন।
কিন্তু তোর এইদশা দেখিব কেমনে!
অভাগিনী মাতা তোর, কাশী যাত্রা দিনে,
কাঁদিতে কাঁদিতে সঁপি মোর কোলে তোরে,
বলিল—‘শঙ্কর’ আমিদুঃখিনীর এই
একটি রতন, আজি দিলাম তোমারে।
দুঃখিনীর বাছা মোর, ননীর পুতুল,
রাখিয়াছি বুকে বুকে এপঞ্চ বৎসর।
রাখিনি শয্যায়, বাছা ব্যথা পায় পাছে
কোমল শরীরে! আজি সেই বাছা মোর,
হৃদয়ের মণি, আমি সঁপিনু তোমারে।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরে, হৃদয় শোণিতে
করিয়া মানস পূজা, এ পুত্ররতন
পাইয়াছি আমি; কাল হতেছে উত্তীর্ণ,
তাই চলিলাম কাশী। আসি যদি ফিরে’—
দুঃখিনী চুম্বিল তোর অশ্রুসিক্ত মুখ-

চন্দ্র, সজল নয়ন, মায়ের কাঁদনে
আপনি কাঁদিলি তুই। ‘আসি যদি ফিরে,
বুকের বাছনি মম পাই যেন বুকে।
অপনি অপুত্র তুমি! পুত্রের মতন
পালিও বাছায় মোর। ভিখারিণী আমি
কি দিব তোমারে ? যদি ফিরে আসি ঘরে-
ফিরে আসি অন্ধকার খনির ভিতরে,
এই পুত্ররত্ন তরে, বাছারে লইয়া
কোলে, ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ভিখারিণী
বেশে, করি অঙ্গ মম অভরণহীন,
শোধিব তোমার ঋণ।’—কতবার তোরে
অর্পিয়া আমার কোলে যাই’ কতপদ,
কতবার নিল কোলে ফিরিয়া আবার!
চুম্বিল দুঃখিনী তোর মুখচন্দ্র, আহা!
কত শত বার!—চুম্বে বিষাদিনী উষা,
বরষি শিশির অশ্রু, কলিকা কমলে
যথা—অবশেষে তোরে ধরিয়া হৃদয়ে,
বলিল,—‘শঙ্কর! আমি যাইব না কাশী;
বাছার এ চন্দ্রমুখ কাশী কাঞ্চী মম!
বীরেন্দ্র আমার দুই নয়নের মণি।
তাহারে ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে,—

কেমনে দেখিব পথ ? এই দুঃখিনীর
ধন আহা'—যাত্রাকাল যেতেছে বহিয়া ;
তোরে লইলাম কেড়ে। দুঃখিনীরে হায়,
পূরিলাম শিবিকায় ধরা ধরি করি।
'বাছারে। বাছারে!'—করি কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,
চলিল জননী তোর!—'মা মা' বলি তুই
ঘোর আর্ত্তনাদ করি' কাঁদিতে লাগিলি।
যথা ধৃত বিহঙ্গিনী নিষাদ পিঞ্জরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে যায়; মাতৃ হাহাকার
শুনি, দূরে কাঁদে বৃক্ষ-কোটরে শাবক ;
কাঁদিল জননী তোর! কাঁদিলি আপনি!
সেই দিন হতে তোরে, কত যত্নে, কত
কষ্টে পালিয়াছ আমি, দেশ দেশান্তরে,
দেখিতে কি এই দশা এ বৃদ্ধ বয়সে ?
অভাগিনী মাতা তোর ফিরিল না ঘরে,
বুকের বাছনি আর, লইল না বুকে!"—
ভীষণ তরঙ্গ এক, ঠেলিয়া সম্মুখে
অর্দ্ধ স্রোতস্বতী বারি!—চঞ্চল পর্ব্বত-
খণ্ড আসিতেছে যেন!—আঘাতি তরণী,
অষ্টধা বিদারি' কাষ্ঠ, তুলিয়া আকাশে,
নিক্ষেপি' পাতালে পুনঃ, চলিল হুঙ্কারি।

হুঁ হুঁ শব্দে বারিরাশি উঠিতে লাগিল
শত চিরে! দ্রুত হস্তে বীরেন্দ্র তখন
টানিয়া ফেলিলা দূরে অঙ্গের বসন;
পরিধেয় বস্ত্রখানি, সঙ্কোচিত ভাবে
কটিতে আঁটিয়া দৃঢ়।—এইরূপে হায়,
মুক্ত-সঞ্চালন-যোগী করি কলেবর,—
বলিলা শঙ্করে—"তুমি, সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ধর কটিবাস মম! যদবধি মম
থাকিবে নিশ্বাস, কভু মরিবে না তুমি।"
"এ কেমন উন্মত্ততা!"—একি শব্দ হায়?
দ্বিগুণ ভীষণতর তরঙ্গ দ্বিতীয়
আঘাতিল বজ্রনাদে। হাহাকার করি
কাঁদিয়া বলিল মাজি—"ভেঙ্গেগেল হালি!
হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!"—ঝাঁপ দিল মাজি!
বীরেন্দ্র ধরিবে ভয়ে ঝাঁপিল শঙ্কর,—
প্রভু-গত-প্রাণ বৃদ্ধ! বাহু প্রসারিয়া,
বিলম্বিত কলেবরে, শঙ্কর পশ্চাতে,
পড়িলা বীরেন্দ্র! মগ্ন হইল তরণী
অতল সলিল তলে—ডুবিল সকল!
অদূরে তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া যখন
দেখিলা বীরেন্দ্র,—মৃত্যু বক্ষেতে শঙ্কর,

নক্রবেগে সাঁতারিয়া ধরিলা তাহারে।
"ছাড় ছাড়"—উচ্চৈঃস্বরে বলিল শঙ্কর;
"না—না"—বলিলা বীরেন্দ্র। আবার তরঙ্গ-
তলে ডুবিল দুজন! আবার ভাসিয়া
উঠিল তরঙ্গশিরে মুহূর্ত্তেক পরে।
এইবার বীরেন্দ্রের উত্তরীয় এক
অগ্রে বাঁধিয়া শঙ্করে,—অন্য অগ্রবন্ধ
নিজ কটিবন্ধে,—যুবা চলিলা সাঁতারি,
তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবি' ভাসিয়া আবার।
বীরেন্দ্র মুহূর্ত্ত পরে উঠিলা ভাসিয়া
লঘুতর; উত্তরীয় টানিলা সত্রাসে;
বস্ত্রাগ্র আসিল করে! কোথায় শঙ্কর!
মস্তক তুলিয়া যুবা দেখিলা চৌদিকে,—
ঊর্ম্মির পশ্চাতে ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি তার পর,
অনন্ত, অসঙ্খ্য!—কিন্তু কোথায় শঙ্কর?
উত্তুঙ্গ তরঙ্গাকীর্ণ তরঙ্গিণী তলে,
অনন্ত শয্যায়! প্রভুভক্ত হতভাগা,
বস্ত্রের বন্ধন খুলি, ডুবিয়াছে জলে!
"হতভাগ্য বৃদ্ধ!"—বলি ছাড়িলা যুবক
সুদীর্ঘ নিশ্বাস—নিল উড়াইয়া ঝড়ে।
বিপদে বিশুষ্ক নেত্রে দুই বিন্দু বারি

ঝরিল,—লইল ঊর্ম্মি মস্তক পাতিয়া।
চলিলা সাঁতারি যুবা, নির্ভয় হৃদয়ে;
সরল মৃণাল ভুজে, চরণ যুগলে,
যুঝিয়া তরঙ্গ সহ;—চলিয়াছে যথা
রণোন্মত্ত বীরবর, কৃতান্ত কিঙ্কর,
দু'হাতে কাটিয়া পথ শত্রুদল মাঝে!
কভু বক্ষোপরি যুবা বঙ্কিম গ্রীবায়,—
স্বর্ণ রাজহংস যেন মানস সরসে!
কভু পার্শ্বে,—হায় সেই সরোবরে যেন
ভাসিছে হিল্লোলে ওই কনক কমল!
কভু পৃষ্ঠোপরি যুবা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,
ভাসমান; ধীরে ধীরে তালে তালে যেন
উঠিতেছে, পড়িতেছে, চারু ভুজদ্বয়
আলিঙ্গিয়া বীচিগণে;—মরি মদনের
সুবর্ণ প্রমোদ তরী চলিয়াছে যেন,
যুগল সুবর্ণ দাঁড়ে, নাচিয়া নাচিয়া!
বীরেন্দ্র বিক্রমে যেন, দেব প্রভঞ্জন,
হুঙ্কারি সরোষে, পুনঃ পশিলা সংগ্রামে—
বিশ্ব বিনশ্বর! ধিক্ দেব বায়ুপতি,—
নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, ভীরু! বাসনা তোমার
দেখাতে বিক্রম যদি, যাও বীর ভরে

যথায় হিমাদ্রি চূড়া,—অচল, অটল,—
বসি অহঙ্কারে ;—তব রণ-যোগ্য বীর !
তব পৃষ্ঠারোহী ওই জলধর দল,
চুম্বিতেছে নিরন্তর চরণ যাহার,—
যেন রাজা দুর্য্যোধনে ! গিয়া তথা, বীর,
ভীম প্রহরণে দেখি ওই হিমাচলে,
সমূলে উপাড়ি ফেলি ভারত উপরে,
(চির দাসত্বের বাস, জগত কলঙ্ক !)
অনন্ত জলধি জলে কর নিমজ্জিত।
এই বীরোচিত কার্য্য। কিন্তু ভীরু তুমি !
হিমাদ্রি শিখরে তুমি যাইবে না কভু,
পদাঘাত ভয়ে ! তুমি যাইবে যথায়
দরিদ্রের পর্ণ জীর্ণ কুটীর দুর্ব্বল ;
ফল পুষ্পোদ্যান যথা ; যথা ক্ষুদ্র তরী
তটিনী সলিলে ভাসে ; ভাসে যথা, হায়,
(নদীগর্ভে নিপতিত, উত্তাল তরঙ্গে
তোমার কৃপায়,) ওই হতভাগ্য যুবা—
মানব গৌরবাধার, জগতের শোভা !—
দেখাইতে পরাক্রম ! বধির শ্রবণ
তব ! নাহি শুন কাণে, দরিদ্র রোদন-
ধ্বনি ; ডুবাও তাহারে ভীষণ স্বননে।

একে অন্ধ, তাহে জড়, হৃদয়-বিহীন,
বিপন্ন সৌন্দর্য্যে তব নাহি হয় দয়া।
তুমি তরঙ্গিণি! আর তরঙ্গ তোমরা!—
পূজি বৃটনীয়া, শ্বেত পাদ-পদ্ম-রেণু
লইয়া মস্তকে, এই কানন ভিতরে
আসিয়াছ দলে বলে, দেখাতে বিক্রম?
তটিনি, নীচগা তুমি, নীচ মতি তব!
উচ্চ ঘরে জন্ম তব; উচ্চ বংশ্য ওই
যুবক অতিথি তব। অতিথি সৎকার
এই কি তোমার, নদি, কুল-কলঙ্কিনি?
তোমরা জীমূতবৃন্দ! তোমরা সকল
গিরি চূড়া পদাঘাত সহিয়া নীরবে,
এসেছ কি সবাহন গর্জ্জিতে, স্বনিতে,
কানন ভিতরে? ওই অভাগা যুবায়
দেখাতে বিক্রম? স্বন তবে প্রভঞ্জন;
গর্জ্জ জলধর দল; হুঙ্কারি, তটিনি,
উত্তাল তরঙ্গময় কর বক্ষ তব!
স্বনিল পবন; ঘন গর্জ্জিল অম্ভোদ;
মাতিল তরঙ্গগণ সলিলী সংগ্রামে।
শম্বর, শম্বর, যুবা। প্রমোদ সরসী
নহে এই স্রোতস্বতী; বিকচ কমল-

দল নহে বীচিমালা ;   মলয় অনিল
নহে ভীম প্রভঞ্জন ;   জীমূত-নির্ঘোষ
নহে বামা-কণ্ঠ-ধ্বনি ।   শম্বর, শম্বর!
পর্ব্বত আকার ওই উচ্চ বীচিচয়
আসিছে ভীষণ বেগে!—ডুবিল অভাগা!
ঊর্ম্মির পশ্চাতে ঊর্ম্মি, গেল হুঙ্কারিয়া—
সংখ্যাতীত! হায়, যেন না পারে যুবায়
তুলিতে মস্তক পুনঃ ; মত্ত তরঙ্গিণী
ঊর্ম্মির পশ্চাতে ঊর্ম্মি প্রেরিতেছে বেগে!
অদৃশ্য বীরেন্দ্র হায়!—বিজয় কামান
ধ্বনিল অম্বরে মেঘ, বিদ্যুৎ অনলে!
কিন্তু প্রতিধ্বনি তার না হইতে শেষ,
ওই তরঙ্গের বক্ষে ও কি ভাসে হায়?—
বীরেন্দ্র?—বীরেন্দ্র! যুবা কি ভয় তোমার!
কালান্তক রণে তুমি শুনেছ গর্জ্জন
কামানের; শুনিয়াছ অস্ত্র ঝনৎকার;
সহিয়াছ বক্ষ পাতি লৌহ অস্ত্রাঘাত;
কি ভয় তোমার তবে তরল সলিলে?
সাহস! সাহস যুবা! বিস্তারিয়া কর,
বিদারি তরঙ্গ দল, হও অগ্রসর!
এক বীচি বক্ষ হ'তে দেখিলা যখন

সন্নিকট তীর, অস্ত জীবনের আশা—
মেঘান্তরে রৌদ্র যেন—হইল উদয় ;
সঞ্চারি নবীন বল শ্লথ ভুজে, শ্লথ
কলেবরে, নিমজ্জিত নিরাশ অন্তরে!
তরঙ্গে পাতিয়া বক্ষ, স্নুবর্ণ কবচ,
ভুজদ্বয় যেন দীর্ঘ স্নুবর্ণ কৃপাণ,
চলিলা বীরেন্দ্র পুনঃ যুঝিতে যুঝিতে
প্রাণপণে, ক্ষিপ্রকরে কাটিয়া দু'দিকে
বারিরাশি; এই চড়ি ঊর্ম্মি পৃষ্ঠে; এই
পড়ি তরঙ্গের তলে। দেখা যায় তীর;
কিন্তু তীরবাহী স্রোত অতি ভয়ঙ্কর !
না পারে লঙ্ঘিতে বলে ; নাহি পায় কূল
হইলা নিরাশ পুনঃ—এই রূপে, হায়,
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া তরী মগ্ন হয় ঘাটে!
মৃত্যুঞ্জয় মহৌষধি থাকিতে নিকটে,
তবু মৃত্যু, হায়, কত ভয়ঙ্কর! যুবা
সন্তরণ-শ্রমে, বাত্যা তরঙ্গ আঘাতে
অবসন্নকায় ! নাহি চলে ভুজদ্বয় আর !
হতাশ হইয়া পুনঃ ছাড়িলা নিশ্বাস
দীর্ঘ ! মৃত্যুমুখে, হায়, আনিলা একটী
নাম, স্মরিলা অন্তরে একটী রমণী-

মূর্ত্তি! হেন কালে ভীমকায় ঊর্ম্মি এক,
সফেণ মস্তকে আসি, অঙ্গ আস্ফালিয়া,
এক লম্ফে যুবকের আরোহিয়া শিরে,
সলিলী সমাধি দান করিয়া যুবায়,
আছাড়ি' পড়িল গিয়া তরঙ্গিণী তটে।
আঘাতে কাঁপিল কূল, কাঁপিল কানন।
ফেণময় করি তীর আবার যখন
বারিরাশি গেল সরি, পড়ে আছে, হায়,
সৈকতে বীরেন্দ্র ওই, বালুকা-শয্যায়।
ভক্তিভরে ধন্যবাদ করিয়া ঈশ্বরে,
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া ত্রস্তে উঠিল যুবক।
অমনি হইল মনে—কোথায় শঙ্কর ?
ভাবিলা তখন, প্রাণপণে সন্তরিয়া
নিমজ্জন স্থান হতে এত নিম্নে আমি
পাইলাম কূল,—এত স্রোতবেগ! বৃদ্ধ
নিশ্চয় গিয়াছে ভাসি, আরো দূরে তবে।
চিন্তা মাত্র দ্রুত পদে চলিলা যুবক
সৈকতে সৈকতে, ভ্রমি সলিলসীমায়।
গেলা বহুদূর যুবা। দেখিলা কোথায়
তরণীর ভগ্ন কাষ্ঠ, ভগ্ন চাল কোথা!
স্থানে স্থানে পড়ে আছে দাঁড়ী মাজিগণ,

কেহ বক্ষে, কেহ পৃষ্ঠে,—অনন্ত শয্যায় !
চিত্ত বিদারক দৃশ্য ! এখনো কোথায়
ভাসে কাষ্ঠ, দাঁড়, দাঁড়ী ; তরঙ্গে তরঙ্গে
ওই উঠিতেছে, ওই পড়িতেছে তলে—
হতভাগ্য নর ! কিন্তু কোথায় শঙ্কর ?
আরো দূরে গেলা যুবা। ক্রমে ক্রমে এবে
অদৃশ্য হইল মগ্ন-তরী-চিহ্ন-চয়।
নাহি জলে, নাহি স্থলে, অভাগা শঙ্কর !
নিরাশ হইয়া যুবা বসিয়া সৈকতে
বলিলা—“ শঙ্কর ! এই পরিণাম তব
লিখিলা বিধাতা ? প্রভুভক্ত তুমি ;
তব প্রভুভক্তির কি এই পুরস্কার
পাইলা অন্তিমে ? হায় হতভাগ্য বৃদ্ধ,
মরণেও প্রভুভক্ত ! তব ভারে আমি
ডুবি পাছে নদীগর্ভে, খুলিলা বন্ধন,
বাঁচাইতে প্রাণ মম। কিন্তু হতভাগ্য
বীরেন্দ্রের জীবনের অর্দ্ধেক শঙ্কর !
অর্দ্ধেক জীবন আজি ডুবিল আমার !
মাতৃহীন এ জীবন, অঙ্কুর হইতে
তোমারে আশ্রয় করি উঠেছে শঙ্কর—
ক্ষুদ্র তৃণ তুমি, আজি সে আশ্রিতে তুমি

ছাড়িলে কেমনে ? ছায়ারূপে অনিবার
থাকিতে নিকটে মম. সুখে দুঃখে তুমি।
অস্ত্রাঘাতে যবে আমি মুমূর্ষু শয্যায়
ছিলাম শায়িত ; দিবা বিভাবরী তুমি
ঔষধির সহ অঙ্গে থাকিতে লাগিয়া।
ক্ষত চিহ্নে কত অশ্রু ঝরিয়াছে তব,—
প্রভুভক্ত হৃদয়ের পবিত্র ঔষধি !
শঙ্কর, আজি কি তুমি ছাড়িলে আমায় ?
এক তিল ছাড়ি' নাহি থাকিতে আমায়
রণে, বনে,—সর্ব্বশেষে তটিনী হৃদয়ে ;
এতক্ষণ ছাড়ি' আজি রহেছ কেমনে
সলিল শয্যায় ? উঠ, বৎস ! এই দেখ,
বীরেন্দ্র তোমার কাঁদে অবসন্ন প্রাণে,
তরঙ্গ আঘাতে ক্লান্ত, নির্জ্জন সৈকতে।
এস, বৎস, শ্রম শান্তি কর আসি তার
গায়ে বুলাইয়া হাত,—মহৌষধি মম !
পুষি অভাগিনী মম স্বর্গীয়া জননী
মাতামহ গৃহে, মাতৃ যৌতুকের সহ,
(যৌতুকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অমূল্য রতন !)
আসিলে জনক ঘরে। সেই হেতু মাতৃ-
গন্ধ মম, ছিল অঙ্গে তব, ভাবিতাম

মনে। জননী বিরহে কাঁদিলে পরাণ ;
যুড়া'তাম, তব বক্ষে রাখিয়া মস্তক,
শৈশবে সে শোক! শঙ্কর! আজি কি
তুমি ছাড়িলে আমারে ? কি কুক্ষণে যাত্রা
করি' আসিনু বিদেশে! না পূরিল, হায়,
মনোরথ। দুর্ভাগ্যের কত অস্ত্রাঘাত
সহিলাম অকারণে। ভাবী সুখ-পথ
হইল কণ্টকাকীর্ণ। হারা'লাম শেষে
শঙ্কর তোমারে আজি—বিদরে হৃদয়!—
অভাগিনী জননীর শেষ নিদর্শন।
ভেবেছিনু মনে, তুমি ত্যজিলে শরীর
আপনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিব তোমার,
প্রক্ষালিব ভস্মরাশি সুরধুনি জলে।
শ্মশানে সমাধি দিব্য করিয়া নির্ম্মাণ,
তব নামে শিব তাহে করিয়া স্থাপন,
পূজিব তাঁহারে নিত্য। কিন্তু হতভাগ্য
আমি, জানি নাই কভু, এই নদীগর্ভে,
শঙ্কর! তোমারে আজি যাইব রাখিয়া ;
জানি নাই প্রভুভক্ত শরীর তোমার,
খাইবে সলিলে মৎস্য, সৈকতে গৃধিনী।"
নীরবিলা যুবা! দুই নয়নের ধারা

ঝরি' অবিরল, হায়, শুষিল সৈকতে,—
পরম পবিত্র অশ্রু—স্নেহ বিগলিত।
ধীরে ধীরে নেত্র ধারা মুছিয়া যুবক
ভাবিতে লাগিলা—এবে যাইব কোথায়?
ভীষণ 'সুন্দর বন' মর্ম্মরে পশ্চাতে;
ভীষণ তরঙ্গবন গরজে সম্মুখে!
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি পড়িয়া সৈকতে,
কর বাড়াইয়া যেন ধরিয়া যুবায়,
চাহে ডুবাইতে পুনঃ; বিফল বিক্রমে
সরোষে ফেণিয়া পুনঃ যেতেছে সরিয়া।
যুবক ভাবিলা,—"এবে যাইব কোথায়?
চলে না চরণ আর। দারুণ ব্যথায়
ব্যথিত সর্ব্বাঙ্গ এবে, যেই দিকে যাই,
অগম্য সকল,—নদী—আকাশ—কানন।
সন্ধ্যা সমাগত প্রায়! বহুল রজনী
এখনি করিবে দৃশ্য আরো ভয়ঙ্কর!
রজনী সম্মুখ করি, পশিব কেমনে
নিবিড় কানন মাঝে,—হিংস্র জন্তু বাস;—
জনহীন, পন্থাহীন! দিবসে যাহার
প্রাণান্তে নিকটে কভু নাহি যায় কেহ;
তাহে আমি অসহায়! ডুবিয়াছে হায়

করের কৃপাণ মম, অঙ্গের দোসর
শঙ্কর, তটিনীগর্ভে!—এমন সময়ে
অমূল্য উভয়! কিম্বা পশিয়া কাননে,
সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকের হইয়া অতিথি,
লভিব কি ফল? সন্ধ্যা হইলে অতীত,
এখানেই তাহাদের—শমন-কিঙ্কর-
রূপে,—পাব দরশন!"
অধোমুখে বসি
যুবা, চিন্তি কিছুক্ষণ, তুলিলা মস্তক।
একি স্বপ্ন ভঙ্গ?—যুবা ভাবিলা অন্তরে।
দেখিলা তখন,—সাঙ্গ ভৌতিক সংগ্রাম!
রণান্তে প্রকৃতি দেবী লভি'ছে বিশ্রাম;—
শান্ত নদী,—শান্ত বন,— শান্ত প্রভঞ্জন!
মেঘমুক্ত দিনমণি,—দেখিলা যুবক—
নদীর পশ্চিম তীরে, বনরাজি শিরে,
জ্বলিছে,—নির্ব্বাণোন্মুখ অনল যেমন!
কিন্তু জলধর কারাবাসে হীনতেজ
এবে! অপমানে আর দেখাতে বদন
অনিচ্ছুক যেন, রবি পশিলা কাননে,
ধীরে সবিষাদে! এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ,
সহস্রকিরণ ত্যক্ত অম্বর আসনে,

বসিল ; শোভিল দৈত্য, সহস্রলোচন-
জয়ী, সুর সিংহাসনে— ইন্দ্রধনু শোভা !
“প্রকৃতির এই নীতি !” হায়, মনে মনে
ভাবিলা যুবক, “ওই কানন ভিতরে
কত হিন্দু-রাজত্বের গৌরব-ভাস্কর
হইয়াছে অস্তমিত। কত রাজ্য, হায়,
কালের তরঙ্গাঘাতে হইয়াছে লয়,—
চিহ্নমাত্র নাহি তার। হায় রে তথায়,
ওই জলধররূপে, বিরাজিছে এবে
নিবিড় ‘ সুন্দর বন ’—বিরল বিজন !
হতভাগ্য হিন্দুজাতি ! ছিল তোমাদের
যথায় প্রাচীন রাজ্য—জগত বিখ্যাত !—
এইরূপে আজি তথা বিরাজে, কোথায়
শক্র অস্ত্র বন,—কোথা নিবিড় কানন !
তোমরা আমার মত, কাল নদী তীরে
ভীষণ সৈকতে পড়ি’ কাটিতেছ দিন,
অনাহারে,—সশঙ্কিত হিংস্র জন্তু ভয়ে !
আত্মরক্ষা হেতু নাই একটী কৃপাণ
হতভাগ্য তোমাদের ! আমার মতন
পশ্চাতে বিপ্লব-নদী, সম্মুখে কানন,—
তিমিরে আচ্ছন্ন, আহা !”—এমন সময়ে

যুবকের পৃষ্ঠে যেন কোমল কুসুম
এক হ'ল পরশন! চমকি বীরেন্দ্র
ফিরায়ে বদন, সেই গোধূলি আকাশ-
তলে, তরঙ্গিণীকূলে, কানন-সম্মুখে,
দেখিলা সৈকতে—এক বৃদ্ধা তপস্বিনী

দ্বিতীয় সর্গ।

কাননে।

নিবিড় কানন ; নিশি তৃতীয় প্রহর।
কানন-কালীর শ্বেত প্রস্তর-মন্দির
শোভিতেছে, বহিরঙ্গ স্নাত চন্দ্রালোকে !
অন্তঃস্থল আচ্ছাদিত নিবিড় তিমিরে !
সুন্দর বনের কোন স্বর্গীয় ভূপতি,
আসি মর্ত্ত্য ধামে যেন নিশীথ সময়ে
কাঁদিছে নীরবে, দেখি—আছিল যথায়
প্রজা-কোলাহল-পূর্ণ রাজ্য সুবিস্তৃত—
ঝিল্লি সমাকীর্ণ এই নিবিড় কানন !
শরীর স্বর্গীয় শুভ্র বসনে আবৃত—
শিশির অশ্রুতে সিক্ত ! শোকের তিমিরে
এইরূপে অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্ন অন্তর !
মন্দিরের অভ্যন্তরে, জ্বলিল হঠাৎ
একটী প্রদীপ ক্ষুদ্র। ক্ষীণালোকে তার
দেখাইল মধ্যস্থলে কানন-কালীর

অস্পষ্ট মূরতি ভীমা ! এক পার্শ্বে বসি
তপস্বিনী ; অন্য পার্শ্বে নিমজ্জিত ঘোর
নিদ্রার সাগরে এক যুবক সুন্দর।
কোমল চরণ ক্ষেপে, অতি সাবধানে
গেলা তপস্বিনী সেই শয্যার নিকটে।
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে, সুষুপ্ত যুবার
মুখচন্দ্র কিছুক্ষণ করি দরশন,
ধীরে ধীরে গেলা বৃদ্ধা কবাটের কাছে,
ধীরে সুকোমল করে টানিলা অর্গল।
খুলিল কবাট যেই, পশিল মন্দিরে
নৈশ সমীরণ স্রোতে ঝিল্লির ঝঙ্কার।
রাখিয়া চরণ এক চৌকাষ্ঠ উপরে
যোগিনী শুনিলা সেই গভীর নিনাদ
মুহূর্ত্তেক স্থিরভাবে। অতি ধীরে ধীরে
নামিলা সোপানশ্রেণী ; শেষে অতিক্রমি
মন্দির-প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র, বসিলা নীরবে
সমীপ-সরসী-তীরে, ঘাট শিলাসনে।
সুধাকর সুধাকরে পবিত্র চরণে
প্রণমিয়া, দেখাইলা হাসিয়া অমনি
কৌমুদীমণ্ডিত শান্ত কানন আশ্রম ;
শান্ত, অচঞ্চল নীল সরসী সম্মুখে ;

পশ্চাতে অমল শ্বেত প্রস্তর মন্দির,—
শান্তমূর্ত্তি। উচ্চচূড়ে—উচ্চতর এবে
চন্দ্রালোকে,—শোভিতেছে রজত ত্রিশূল,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ যেন করিছে নীরবে
নিশানাথে, না লঙ্ঘিতে নৃমুণ্ডমালিনী
ভীমা! সে সঙ্কেতে যেন শশধর ভীত
মনে ভাবিতেছে—ওই বনরাজি শিরে
কানন কিরীটীরূপে!—'যাই কোন পথে।'
হায়! ওই সুধাংশুর সিংহাসন তলে
মরি কি পার্থিব চিত্র! কৃষ্ণপক্ষ ছায়া
আজি করিয়াছে যথা, শুধাংশু মণ্ডল
রেখা মাত্রে পরিণত; হায়রে তেমতি
এ বিশাল রাজপুরী অদৃষ্ট ছায়ায়
আজি আচ্ছাদিত; আছে চিহ্ন মাত্র তার—
কালী করালিনী,—এই সরসী,—প্রাচীর।
যে রাজ তোরণে উচ্চ প্রাচীর উপরে
গুরুপদাক্ষেপে ধীরে ভ্রমিত প্রহরী
শত শত, হায় হেন নিশীথ সময়ে,
উলঙ্গ কৃপাণে প্রতিফলিয়া চন্দ্রমা;
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শুয়ে কুসুম শয্যায়,
বেষ্টিত মৃণাল ভুজে রূপসী হৃদয়ে

যুড়াত দিবসক্লান্তি, এমন নিশীথে
নরেন্দ্র নৃপতি ; আজি—কি বলিব হায় !—
বিরাজে তথায় আজি, প্রাচীরের স্থলে,
উচ্চ মহীরুহচয়, প্রতিবিম্বি পত্রে
পত্রে শুধাংশুর কর। আজি তথা হায় !
বিবর শয্যায় সুপ্ত মৃগেন্দ্র কেশরী,
ভ্রমিতেছে ইতস্তত শার্দ্দূল প্রহরী !
কিন্তু প্রকৃতির শোভা চন্দ্রের কিরণে,
কি কাননে, কি উদ্যানে, ভূধরে, সাগরে,
সর্ব্বত্রে সুন্দর হেন নিদাঘ নিশীথে !
অসীম হৃদয়গ্রাহী নিবিড় কাননে।
চন্দ্রের কিরণ তলে, মহীরুহচয়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে সংখ্যাতীত ভুজে,
(চির প্রেমে বদ্ধ যেন !) আছে দাঁড়াইয়া
বেষ্টিয়া আশ্রম ঘন, স্তবকে স্তবকে।
পবিত্র আশ্রমে, পাপী মানব চরণ
না পারে পশিতে যেন, আছে সসজ্জিত
সংখ্যাতীত প্রসরণে, অসংখ্য প্রহরী
নীরব, সশস্ত্র কর ! নীরব সকল,
যেন তাপসীর যোগ-চিন্তার লহরী
সশঙ্কিত ভাঙ্গে পাছে ; যোগ-নিদ্রা হতে

জাগে পাছে যোগেশ্বর, অনন্ত শয়নে
চামুণ্ডাচরণতলে। নৈশ সমীরণ
কেবল স্বনিছে কভু, কানন ভিতরে
চুম্বি সুধাকর সুধা, পল্লবে পল্লবে!
কেবল কখন বনে শুনা যায় দূরে
শুষ্ক পত্রে, নিশাচর-পদ-সঞ্চালন।
কেবল কখন দূরে শার্দ্দুল-গর্জ্জন,
শৃগালের খেথা ধ্বনি, পেচক চীৎকার,
ভগ্ননিদ্র বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চালন,
ভাসিছে নির্জ্জনে; ভাসে যথা চক্রচয়,
স্থির সরোবর বক্ষে শিলা প্রক্ষেপণে।
কিম্বা নীলাকাশে যথা তারকা খসিয়া,
মুহূর্ত্ত উজ্বলি পুনঃ মুহূর্ত্তে মিশায়;
ভাসিয়া নির্জ্জনে শব্দে, মিশিছে তেমনি।

সম্মুখে বিস্তৃত সরঃ। কৌমুদী কিরণে
শোভিতেছে কারু কার্য্যে।—কুমুদ, কহ্লার,
আরণ্য নীরজ ফুলে, শ্যামল পল্লবে
শ্বেত, রক্ত, নীল, পুষ্পে। বিচিত্র বসনে
রেখেছে ঢাকিয়া যেন, অমল তরল
বক্ষ বঙ্গকুল-নারী! সুধাংশুর অংশু
রাশি, পড়ি স্থানে স্থানে সরসীসলিলে,

শোভিতেছে মনোহর বসন বিচ্ছেদে
চারু অভরণ যথা! শোভিতেছে তীরে
ডালে ডালে, বৃন্তে বৃন্তে, স্থলজ কুসুম,
স্বভাব-প্রসূত। পুষ্প বৃক্ষ অন্তরালে
সরোবর তীরে; কিম্বা পল্লব বিচ্ছেদে
স্থানে স্থানে বন মাঝে পড়েছে খসিয়া,
অসংখ্য কৌমুদী খণ্ড, শ্যাম দুর্ব্বাদলে।
শ্যামল অটবী শ্রেণী, আরণ্য বল্লরী,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে আরণ্য আহ্লাদে;
অসংখ্য রতন রাশি, কৌমুদী কিরণে,
পরিয়া শ্যামল অঙ্গে, রেখেছে সাজায়ে
অচিন্ত্য কানন শোভা!—অচিন্ত্য সুন্দর।
শিলাসনে সরোবর তীরে তপাস্বিনী
বসি একাকিনী। কিন্তু স্থির দুনয়নে—
অনিমেষ, অচঞ্চল,—দেখিছে কি ওই
কৌমুদীপ্রদীপ্ত নীল আকাশের পানে?
কিম্বা এই প্রসারিত নীলাম্বর তলে,
অনন্ত কানন কান্তি, চন্দ্রিকা মণ্ডিত?
কিম্বা শুনিতেছে ওই নৈশ সমীরণে
কি কহে অস্ফুট স্বরে? কে বলিবে হায়?
বিলম্বিত জটারাশি, পড়েছে ঝুলিয়া

যুগল কপোলে, অংশে, উরসে, পশ্চাতে।
জটারণ্য অন্তরালে, বৃদ্ধা তাপসীর
গৌর কলেবরকান্তি শোভিতেছে, হায়,
বন অন্তরালে যথা চন্দ্রের কিরণ।
রমণীর স্থির মূর্ত্তি, শান্ত দুনয়ন,
রক্ত জটাজুট ভার, রক্তিম বসন,
দেখে বোধ হয় যেন কানন-ঈশ্বরী
বনদেবী, বসি এই সরোবর তীরে,
আপন অনন্ত রাজ্য করিছে দর্শন।
এইরূপে কিছুক্ষণ বসি তপস্বিনী
চিন্তাকুল মনে, পুনঃ ফিরিলা মন্দিরে
কোমল চরণে। পদপঙ্কজ পরশে
নমিলনা প্রাঙ্গণের শ্যাম দুর্ব্বা দল
বর্ষিল আনন্দে দুর্ব্বা কৌমুদী সাগরে
শিশিরাশ্রু, প্রক্ষালিয়া পাদপদ্ম। সেই
পবিত্র চরণামৃত করিলেক পান
আনন্দে বসুধা।

বামা পশিয়া মন্দিরে
বীরেন্দ্রের শয্যা প্রান্তে বসিলা নীরবে।
নিদ্রিত যুবক; কিন্তু নিদ্রার সাগরে
নাহি শান্তি,—বহিতেছে কুস্বপ্ন-ঝটিকা।

কুঞ্চিত ভ্রূযুগ ; নেত্রে অশ্রু বিগলিত ;
বিষাদ-কালিমা-ময় বদনমণ্ডল ;
ঘন ঘন শ্বাস ; স্বেদনিষিক্ত ললাট।
গৌরব-বিকাশ সেই ললাট হইতে
স্বেদবিন্দু, তপস্বিনী বসন অঞ্চলে
পুঁছিয়া, ডাকিলা 'বৎস !' হায়। সেই স্বর
পর দুঃখে তরলিত, নারী-হৃদয়ের
শীতল উচ্ছ্বাস। হায় ! সেই স্নেহস্বর,
দুঃখপূর্ণ জগতের শান্তির সঙ্গীত !
স্বেদসিক্ত কেশগুচ্ছ ললাট হইতে
সরাইয়া, সুকোমল করে তপস্বিনী—
চন্দ্রমা মণ্ডল হতে নীরদের রেখা
সরায় যেমতি ধীরে শারদ অনিল—
ডাকিলা মধুরে—"বৎস বীরেন্দ্র !" —আবার।
সঞ্জিবনী সুধারাশি শ্রবণে যুবার
প্রবেশিল সেই স্বরে। মেলিলা নয়ন
যুবা। মন্ত্রমুগ্ধ যেন, রহিলা চাহিয়া
তপস্বিনী মুখ পানে, আয়ত লোচনে—
অতি প্রসারিত নেত্র, স্থির, অচঞ্চল,
অস্বভাব-আভা-পূর্ণ। ধীরে তপস্বিনী
জিজ্ঞাসিল পুনঃ—"বৎস !"—পুনঃ সেই স্বর—

"দেখিতে কি ছিলে তুমি কোন কুস্বপন ?"
"কুস্বপ্ন" বলিলা যুবা; নামিল নয়ন।
ললাটের স্বেদবিন্দু মুছি ধীরে ধীরে;
মুছিয়া নয়ন দ্বয়, বলিলা যুবক—
"কুস্বপ্ন— কুস্বপ্ন দেবি! দেখিতেছিলাম
অসুখ নিদ্রায় আমি। দেখিতেছিলাম
এক মহা পারাবার, অনাদি, অনন্ত,
ফেণীল-তরঙ্গ-পূর্ণ, ভীম প্রভঞ্জন
গর্জ্জিছে ঝটিকানাদে, জলধি হৃদয়ে;
গর্জ্জিছে জীমূত মন্দ্র, ঘোর কৃষ্ণাম্বরে!
ঘোরতর অন্ধকার! ভগবতি, সেই
ঘোর অন্ধকারে, সেই ভৌতিক বিপ্লবে,
দেখিলাম হায়! সেই কৃষ্ণ পারাবারে
তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবি, ভাসিতেছে মম
কুসুমিকা, আলোকিয়া সেই অন্ধকার;
ভাসে যথা নীলাম্বরে শারদ চন্দ্রিমা
লুকাইয়া মেঘে মেঘে ভাসিয়া আবার।
কোথা হতে এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম
না হয় স্মরণ; হায়! উন্মত্তের মত
ঝাঁপ দিতে চাহিলাম সমুদ্রের জলে,
তুলিতে সে রূপরত্ন;—অকস্মাৎ হায়!

শুনিনু আকাশ বাণি—'বীরেন্দ্র !—বীরেন্দ্র
পড়িওনা বৎস এই কাল পারাবারে,
এই রক্ষিতেছি আমি কুসুমিকা তব।'
সেই স্নেহসিক্ত কণ্ঠ পশিল হৃদয়ে,
জাগিল পূরব স্মৃতি বেগে হিল্লোলিয়া।
চিনিলাম সেই স্বর, হায়! এ জগতে
যেই স্বর এক মাত্র নহে ভুলনীয়!
চাহিনু আকাশ পানে তুলিয়া বদন,
দেখিলাম মায়ামূর্ত্তি—জননী আমার!
নিবিড়-নীরদাসনে বসি মায়াময়ী,
পবিত্র আভায় মাতা, ঝলসি আকাশে
সকাশ নীরদমালা, প্রসন্ন বদনে
চেয়ে মম পানে, স্নেহ সজল নয়নে।
এক দিকে কুসুমিকা ঝটিকা সাগরে
ভাসমান; অন্যদিকে জননী আমার
জলদ আসনে বসি। ঘুরিল মস্তক
পড়িতেছিলাম আমি কাল পারাবারে,
তব স্নেহ সম্ভাষণে ভাঙ্গিল স্বপন।"
নীরবিল যুবা। হায় রহিল নীরবে
তপস্বিনী; কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব।
উদাসিনী—স্থির নেত্রে প্রদীপের পানে

চেয়ে আছে,—নেত্রদ্বয় স্নেহার্দ্র গম্ভীর !
ঊর্দ্ধ স্থির দৃষ্টি উচ্চ মন্দির তিমিরে
যুবকের ; উভয়ের নয়নের কাছে
শূন্য পটে যেন স্বপ্ন রহেছে চিত্রিত !
কি অর্থ ?—উভয় যেন ভাবিতেছে মনে।
"এ কি স্বপ্ন, ভগবতি ?"—আরম্ভিলা যুবা।
"অমঙ্গল এই স্বপ্ন বলিব কেমনে ?
পঞ্চম বৎসরে যেই জননীর মুখ,—
ত্রিদিব আদর্শ, আহা, পার্থিব জগতে !—
শৈশবে তরল স্মৃতি-দর্পণ হইতে
কালের কালীতে যাহা হয়েছিল লয় ;
শৈশবে, যৌবনে, হায় ! জ্ঞানের আলোকে
কত কষ্টে, কত যত্নে, জাগ্রতে, নিদ্রায়
নাহি দেখিলাম যাহা, স্মৃতির দর্পণে
পুনঃ, হতভাগ্য আমি ! আজি হায়, সেই
আনন্দময়ীর মুখ, দেখিনু স্বপনে !
মা আমার !"—হায় যুবা কাঁদিতে লাগিলা,
"এত দিন পরে যদি স্মরিলা আমারে,
কেন দেখা দিলা মাতা জলদ আসনে—
অগম্য আমার ! যদি মাতা স্বপনেও
এই অভাগারে হায় ! লইতে হৃদয়ে,

যুড়াত পরাণ মম, যুড়াইত হায়!
বিংশতি বর্ষের দীর্ঘ বিরহ তোমার!
ভগবতি! কেন মাতা বঞ্চিলা আমারে?"
কাঁদিলা যুবক, অশ্রু ভাসিল নয়নে
তাপসীর, বিন্দুদ্বয় ঝরিল অজ্ঞাতে।
"অথবা মঙ্গল স্বপ্ন বলিব কেমনে?—
নিমজ্জিত কুসুমিকা কাল পারাবারে।"
বীরেন্দ্রের সর্ব্ব অঙ্গ হলো রোমাঞ্চিত!
"বিধাতঃ! এই কি মম চিত্র ভবিষ্যৎ!
ভগবতি! আপনি ত নর-অন্তর্যামী
যোগ বলে; একি স্বপ্ন? কি অর্থ তাহার?"
অর্থ? নদীগর্ভ দৃশ্য বলিবে বিজ্ঞান।
প্রথমে প্রচণ্ড বাত্যা; পরে শঙ্করের
নিপতন, নিমজ্জন; তটিনী সৈকতে
পূর্ব্বস্মৃতি; অবশেষে সন্তরণ শ্রমে,
কিম্বা সপ্তাহের জ্বরে, দুর্ব্বল শরীর;
সকলের রূপান্তর স্মৃতি ইন্দ্রজালে!
কিন্তু বৃদ্ধা তপস্বিনী, নর-অন্তর্যামী,
অন্তর জানিয়া বৃদ্ধা উত্তরিলা ধীরে—
"স্বপ্নে অমঙ্গল, বৎস! মঙ্গল নিদান।
বিঘ্ন বিনাশিনী এই কানন ঈশ্বরী

হরিবেন বিঘ্ন তব, তাপসীর বরে।
কিন্তু বৎস!”—কিন্তু বৎস বলি তপস্বিনী
নীরবিলা, হলো কণ্ঠ অবরুদ্ধ যেন!—
“তপস্বিনী আমি, বৎস! বন নিবাসিনী,
সংসারের সুখ দুঃখে সম উদাসিনী
আমি; কিন্তু, হায়, তব জননীর তরে
করুণ আক্ষেপে, মম কাঁদিল হৃদয়,—
ভেসে গেল যোগবল, যোগ-কঠোরতা,
সংসার মায়ায় পুনঃ—পুনঃ নিষ্পেষিত
রমণীর চিত্তবৃত্তি উঠিল জাগিয়া।
কেবল এখন নহে; এই কয় দিন,
জ্বরেতে অজ্ঞান, বৎস! আছিলে যখন,
কখন বা ‘মা মা’ বলি ছাড়িতে নিশ্বাস,
কখন অস্ফুট স্বরে, বলিতে মধুরে,
‘কুসুমিকা’। বল, বৎস! নাহি কি তোমার
জননী রতনগর্ভা? হায়! ভাগ্যবতী
নাহি জানি কত দুঃখে গিয়াছে ছাড়িয়া
হেন পুত্রনিধি! বল, বৎস, তুমি যারে
দেখিলে স্বপনে, কে বা সেই কুসুমিকা?”
লজ্জাভারে বীরেন্দ্রের নয়ন-পল্লব
নামিল; আবার যুবা তুলিয়া নয়ন

উত্তরিলা—"ভগবতি! হায়। এসংসার
দুঃখার্ণব, দুর্ণিবার লহরী তাহার
না পারে পশিতে কিন্তু তাপস আশ্রমে—
পুণ্য ধাম! আমি কেন কলুষিব তাহা
আমার দুঃখের স্রোতে। হতভাগ্য আমি!
আমার জীবন সেই সমুদ্র লহরী—
অবিচ্ছিন্ন! ভগবতি, তবু যদি তব
শুনিতে বাসনা, তবে বলিব এখন।
"অষ্টম বৎসর যবে,—এই দীপালোকে
মন্দির বাহিরে যথা নাহি যায় দেখা,
অষ্টম বৎসর পূর্ব্বে তেমতি আমার
নাহি চলে, ভগবতি, স্মৃতির নয়ন,
শৈশব-প্রথম মম আচ্ছন্ন তমসে,—
অষ্টম বৎসর যবে, সমপাঠিগণ,
পাঠান্তে আনন্দে সবে 'মা মা মা' বলিয়া
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে যবে ছুটিত আলয়ে,
অর্দ্ধ পথে তাহাদের জননী যখন,
আদরে লইয়া কোলে, চুম্বিত বদন
সহস্র চুম্বনে; মাতৃ স্নেহেতে গলিয়া
অর্দ্ধ শ্বাসে শিশুগণ পাঠ বিবরণ
বলিত যখন;—মরি কি পবিত্র চিত্র!—

ভাবিতাম আমি,—হায়! এ জীবনে মম
প্রথম ভাবনা; হৃদয় আকাশে,
স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, এই প্রথম জলদ
হইল সঞ্চার,—ভাবিতাম আমি মনে
কোথায় জননী মম? কে দিবে উত্তর?
জিজ্ঞাসিলে জনকেরে কাঁদিতা নীরবে
পিতা; কাঁদিতা নীরবে বৃদ্ধা পিতামহী
মম; কাঁদিত শঙ্কর—সহজ, সরল,—
জনক-প্রতিম বৃদ্ধ রক্ষক আমার,
হারাইনু যারে ওই তটিনী সলিলে।
সকলে বলিত মাতা গিয়াছেন কাশী,
আসিবেন ফিরে পুনঃ কিছু দিন পরে।
কিন্তু মম জননীর প্রেমের মূরতি
দেখিতাম, ভগবতি, শয়নে স্বপনে।
সুদূর স্বপ্নের মত, হায়! এবে যাহা
পড়ে কি না পড়ে মনে, হায় রে তখন
সেই দয়াময়ী মূর্ত্তি, মানস-দর্পণে
আছিল অঙ্কিত। প্রতি দিন স্বপ্নে আমি
দেখিতাম, মাতা ম্লান মুখে দীন ভাবে
বসিয়া শিয়রে মম, চুম্বিতে চুম্বিতে,
নিষিক্ত করিতা ক্ষুদ্র বদন আমার

অশ্রুজলে। জননীর অশ্রু নিরখিয়া,
কাঁদিতাম স্বপ্নে আমি ; বৃদ্ধা পিতামহী
ভাঙ্গিতা স্বপন মম, লইতা হৃদয়ে
মুছি অশ্রু ; কাঁদিতাম অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
আমি পিতামহী বুকে !

"এই রূপে, হায় !
দুঃখের শৈশবকাল চলিল আমার।
ক্ষুদ্র বিষাদের স্রোত চলিল অদৃশ্যে
দুঃখার্ণবে;—অদৃষ্টের গতি দুর্নিবার !
শুনিয়াছি, হায় দেবি, মানব জীবনে,
শৈশব সুখের কাল, বালেন্দু জ্যোৎস্না
হায় রে তমসা নিশি অগ্রভাগে যেন !
বালার্ক কিরণ কিম্বা শারদ প্রভাতে,
দিবস যাহার, হায়, অনন্ত দাহন !
সে সুখ-শৈশব মম আছিল আচ্ছন্ন
বিষাদ নীরদ জালে—হতভাগ্য আমি !
যেই জননীর কোল, মায়ের সোহাগ,
জীবন-প্রথম করে এত মধুময়,—
এত সুখকর আহা,—ছিল না আমার।
সেই হেতু, হায় ! স্বতঃ নিরানন্দ চিত্ত
আছিল আমার। মম প্রতিবাসিগণ

বয়োধিক চিন্তাকুল ভাবিত আমারে
সেই হেতু ; সেই হেতু আজি, ভগবতি !
আমার শৈশব স্মৃতি, মরুদৃশ্য যেন !
"এই মরু পর্য্যটনে শঙ্কর আমার
ছিল সুশীতল ছায়া ; শান্তি সরোবর ;
নিত্য সহচর মম জাগ্রতে, নিদ্রায়।
পাঠাভ্যাস শ্রম কিম্বা শিক্ষকের জ্বালা
(শৈশবের বিভীষিকা !) ভুলিতাম আমি
শঙ্করের স্নেহে—স্নেহ পবিত্র, বিমল !
হায় রে পড়িলে মনে জননী আমার—
কাশী নিবাসিনী মাতা,—রাখিয়া মস্তক
বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে, কাঁদিতাম আমি ;
কত প্রবঞ্চনা জালে অভাগা আমারে
হায় রে করিত শান্ত বলিব কেমনে ?
"সুদূর পূরবে, দেবি, নিবাস আমার,
জন্মভূমি **রঙ্গমতী**, 'কাঞ্চী* নদী-তীরে'—
পার্ব্বত্য প্রদেশ ! পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে
অনিবার মহাযুদ্ধ মোগল পাঠানে
এক দিকে, অন্য দিকে দস্যু আরাকানী,
বারিচর পর্ত্তুগিস সমুদ্র তস্কর ;—

* ইহাকে তৎ প্রদেশে "কাঁইচা" বলে।

এই নিষ্পেষণ যন্ত্রে, পিতামহ মম
হয়ে নিষ্পেষিত, এই পূরব পর্ব্বতে
লইলা আশ্রয় বৃদ্ধ; ব্যাধ-ভয়ে যথা
নিরীহ কুরঙ্গ পশে নিবিড় কাননে।
"আশৈশব আমি এই বন পর্য্যটন,
বিজন কানন শান্তি, শোভা উদাসীন,
বাসিতাম ভাল, দেবি! শঙ্করের করে
ধরি আনন্দিত মনে, ভ্রমিতাম বনে
বনে, দিবা দ্বিপ্রহরে। যথা মহীরুহ,
বিশাল শ্যামল ছত্র—আতপ অভেদ্য—
ধরিয়া, পর্ব্বত শিরে আছে দাঁড়াইয়া;
সুশীতল ছায়াতলে, শঙ্করের কোলে
রাখিয়া মস্তক সুখে; শ্যামল, কোমল
স্নিগ্ধ দুর্ব্বা-গালিচায় রাখি কলেবর;
প্রকৃতির মুক্ত শোভা দেখিতে দেখিতে;
কহিতাম শঙ্করেরে পাঠ বিবরণ,
আর কতশত কথা। শুনিতে শুনিতে
শঙ্করের সুমধুর কাহিনী সরল
ক্রমে নেত্র মুদিতাম অজ্ঞাত নিদ্রায়।
"একদিন অপরাহ্নে, এইরূপে, দেবি,
বসিয়াছি দশভুজা-মন্দির সম্মুখে,

প্রশস্ত উপলখণ্ডে অতীব প্রাচীন
এক বট বৃক্ষ তলে। বসিয়াছি সুখে
শিখরের প্রান্তভাগে; সম্মুখে আমার
গিরিবর ভীম অঙ্গ অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে
দিয়াছে ঢালিয়া যেন নীল কাঞ্চীজলে।
পশ্চাতে মায়ের শ্বেত প্রস্তর মন্দির;
মন্দিরের দুই পার্শ্বে শৈল অর্দ্ধ চন্দ্র
ব্যাপিয়া বঙ্কিম অঙ্গ—অরণ্য মণ্ডিত—
ছুটেছে পশ্চিমে। কটি দেশে প্রভাকর;
সুবর্ণ সুদীর্ঘ রশ্মি, তরুর বিচ্ছেদে
পশি বন-অন্তরালে, করিয়াছে হায়!
শ্যামল কাননশোভা কারুকার্য্যময়!
মন্দিরের পার্শ্বে বসি কুরঙ্গিণী মাতা
(দেবীর আশ্রিতা মৃগী) করিছে লেহন
সাদরে শিশুর অঙ্গ। আনন্দে শাবক
নাচিতেছে, ছুটিতেছে, ফিরিতেছে পুন
আনন্দে মায়ের বুকে নাচিয়া নাচিয়া।
এই চিত্র, ভগবতি, দেখিতে দেখিতে,
ভরিল অন্তর মাতৃপ্রেমে; হায়, দেবি,
ভাসিল নয়ন মম। কহিনু শঙ্করে—
'ওই দেখ মৃগশিশু মায়ের আদরে,

লভিছে কি সুখ আহা ! জননী আমার,
কবে আসিবেন ফিরে, বল না শঙ্কর ?'
আমারে লইয়া বুকে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
হায়! হতভাগ্য বৃদ্ধ লাগিল বলিতে—
'আর কত দিন, বাছা, প্রবঞ্চিব তোরে,
বাড়াব আশার তৃষা। বলিব সকল
আজি; হতভাগ্য তুই! পূর্ণ গর্ভবতী
জননী দুঃখিনী তোর, সপত্নী যন্ত্রণা
না পারি সহিতে,—সর্ব্ব-দুঃখ-সহনীয়
রমণী জীবনে, এই সাপত্ন্য-কণ্টক
হায়! অসহ্য কেবল!—অভিমানে, ঘোর
তমিস্র নিশীথে, এই কানন ভিতরে
প্রবেশিল অভাগিনী ত্যজিতে জীবন।
কি বলিব, দুঃখে, বাছা, ফেটে যায় বুক!
রজনী প্রভাতে যবে পূজক ব্রাহ্মণ,
কুলমাতা দশভুজা আসিল পূজিতে,
দেখিল জননী তোর, এই শিলা খণ্ডে
মূর্চ্ছাগতা,—তুই তার বক্ষের উপরে।
"নীরবিল বৃদ্ধ; দুই নয়নের ধারা
পড়িতে লাগিল বেগে মস্তকে আমার।
বিস্মিত নয়নে আমি রহিনু চাহিয়া

শঙ্করের মুখ পানে। বহুক্ষণ পরে,
সম্বরিয়া অশ্রুধারা, আরম্ভিল পুন,—
'পঞ্চম বৎসর যবে, বীরেন্দ্র তোমার,
গেলা বারাণসী তব জননী দুঃখিনী,
অর্পিতে মানস পূজা বিশ্বেশ্বর পদে,
তব পিতৃব্যের সনে। কিছু দিন পরে,
আসিল ফিরিয়া ঘরে পিতৃব্য তোমার ;
কিন্তু কোথা মাতা তব—চির অভাগিনী ?
মণি কর্ণিকার ঘাটে— জাহ্নবীর তীরে।'—
'শঙ্কর ! নাহি কি তবে জননী আমার ?'—
শৈশব-হৃদয়ে, দেবি, না জানি কি ভাব
উপজিল, শেষ জ্যোতি হ'ল নির্ব্বাপণ
যেন, আঁধারিয়া মম হৃদয়-জগত।
কাঁদিলাম পড়ে মনে, কাঁদিল শঙ্কর
চুম্বিয়া বদন মম ; রহিল চাহিয়া
কুরঙ্গিণী সকরুণ সজল নয়নে
মম মুখ পানে, ভুলি আপন শাবকে।'
"সেই দিন হতে, মাতঃ হায়! কত দিন,—
কত দিন ? বোধ হয় প্রতি দিন, এই
পাষাণে রাখিয়া বুক, শিশুমতি আমি,
কাঁদিয়াছি স্মরি মম দুঃখিনী জননী;

যুড়ায়েছি মাতৃশোক পাষাণ শীতলে।
কত কাঁদিয়াছি হায়! মম অশ্রুজলে
ভিজি, এই শিলা খণ্ড হয়েছিল যেন
সুকুসুম সুকুমার,—পাষাণ বলিয়া
আর হইত না জ্ঞান। কি বলিব, দেবি,
ভাবিতাম এ পাষাণ মাতৃকোল মম।
পাঠান্তে, মৃগয়া অন্তে, এই শিলাসনে
করিতাম শ্রম শান্তি, শুনিতে শুনিতে
পত্রের মর্ম্মর, বন বিহঙ্গের ধ্বনি—
মধুর অজ্ঞাত ভাষা। ভাবিতে ভাবিতে,
দেবি, অর্দ্ধ-স্মৃত, অর্দ্ধ-বিস্মৃত বদন
জননীর, পড়িতাম ঘুমাইয়া। ছিল
শৈশবে আমার এই নিরেট পাষাণ,
শান্তি, সুখ, স্নেহ, দয়া, সর্ব্বস্ব আমার।"
"এই শিলাসনে এই পর্ব্বত শিখরে
এই রূপে ভাবিতেছি হায়! এক দিন
অবসন্ন মনে। সন্ধ্যা সন্তাপহারিণী
ছায়ার উপরে ছায়া, ছড়াইছে ক্রমে,—
ছায়া ক্রমে গাঢ়তর। গম্ভীরা প্রকৃতি-
মূর্ত্তি, শান্ত সুশীতল! এই সন্ধ্যালোকে
জগতের দৃশ্য যত ধীরে অন্তর্হিত

ক্রমশঃ হইতে থাকে তিমির ছায়ায়,
অন্তর জগত তত হয় ভাসমান।
যথা যত তমোময়ী হয় নিশাথিনী,
গৃহালোকরাশি তত হয় সমুজ্জ্বল !
দেখিলাম, ভগবতি, অন্তর জগত—
বাসনার রঙ্গভূমি ! প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যে
করিয়াছে হৃদয়েতে গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।
একটী বাসনা-স্রোত বহিছে তথায়
গম্ভীরে। বাসনা ?—মণিকর্ণিকার ঘাটে,
বসি' জাহ্নবীর তীরে, পূত জাহ্নবীর
জলে, হায় ! অশ্রুজলে, পূত ততোধিক
মাতৃস্নেহে বিগলিত, করিব তর্পণ।
মায়ের অন্তিম স্থান দেখি, একবার,
দুই বিন্দু অশ্রু তাহে করিব বর্ষণ।"
"হায় ! ভগবতি, এই বাসনা আমার
হইল জীবনময় ! বহিতে লাগিল,
একাঙ্গ হইয়া মম জীবনের সনে,
ক্রমে বিস্তারিয়া কায়। এই গিরিশৃঙ্গে,
হায় ! আসিতাম যত, পুনঃ পুনঃ—মন্ত্রে
আকর্ষিত যেন !—তত এই বাসনায়
হ'ত যেন বরিষার সলিল সঞ্চার।

বৎসরে বৎসরে, দেবি, এই স্রোতস্বতী
হইল অপ্রতিহত, হায় রে অচিরে
করিল হৃদয় মম অনন্য-বাসনা।

"নহে বহুদূরে কাঞ্চী সমুদ্র সঙ্গমে,
যথায় অপূর্ব্ব পুরী, তুলিয়া মস্তক,
বিশাল সমুদ্র শোভা করিছে দর্শন;
যথা শ্বেত-সৌধ-চূড় অচল সুন্দর,
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে, দেখিতেছে, মরি,
নব দুর্ব্বাদল কান্তি সাগর দর্পণে;
উত্তর গোগৃহে স্তব্ধ কৌরব নিচয়,—
সম্মুখে সৈন্যের ব্যূহ তরঙ্গ লহরী,
অনন্ত, অসংখ্য!—যেন শুনিছে স্তম্ভিতে
ফাল্গুনির পাঞ্চজন্য,—সমুদ্র গর্জ্জন;
তথায় **মুকুটরায়** জনক আমার,
দক্ষিণ পূরব বঙ্গে, সমুদ্রের তীরে,
মোগলের প্রতিনিধি, পর্ত্তুগিস ত্রাস!
শাসেন সমুদ্র রাজ্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে,—
বীরচূড়ামণি পিতা, গৌরব-ভাস্কর।
জনকের পদধূলী লইয়া মস্তকে,
চলিলাম বারাণসী, ভারাক্রান্ত চিত্তে,
জলপথে;—যেই এক স্নেহের আধার

আছিল আমার, দেবি, ছাড়িয়া তাহারে,
ঝাঁপ দিনু অনুদ্দেশ সংসার সাগরে।
" ছিল না জননী মম, ছিল জন্মভূমি,
ছাড়িলাম তাও এই দ্বাবিংশ বয়সে,—
হায় হতভাগ্য আমি! ছাড়িলাম—নহে
ধন, রণ, রত্ন, যশ, গৌরব আশায়,
নহে হেন সুখ পথে—ছাড়িলাম, হায়!
মায়ের চিতায় অশ্রু করিতে বর্ষণ!
কাঁদিল হৃদয়। আছে কি মানব হেন
এই ভূমণ্ডলে, দেবি, হায় রে যাহার,
তেয়াগিতে জন্মভূমি, না কাঁদে পরাণ?
বনের বিহঙ্গ কিম্বা পশু বনচর,
না চাহে ত্যজিতে যদি দুস্তর কান্তার,
বিশাল কণ্টকাকীর্ণ; তবে কেন, হায়!
তেয়াগিতে জন্মভূমি, তেয়াগিতে হায়!—
শৈশবে মায়ের কোল, প্রীতি পারাবার;
কৈশোরের ক্রীড়াসন; বিদ্যার মন্দির;
সুখের যৌবনে চারু প্রণয় উদ্যান
পরিমলময়, পূর্ণ পারিজাত শোভা;
প্রৌঢ়ের দাম্পত্য প্রেম; হায় স্থবিরের
জীবন-ঝটিকা-শেষে শান্তির আশ্রম;—

তেয়াগিতে, ভগবতি, হেন জন্মভূমি,
কেন না কাঁদিবে বল মানবের মন ?
" দেখিলাম বারাণসী,—কত দুঃখে, কত দিনে
কি হবে বলিয়া ? অৰ্দ্ধচন্দ্র সৌধ মালা
সুনীল জাহ্নবী কোলে নৈশ চন্দ্রালোকে,
তমিস্র নিশীথে কিম্বা প্রদীপমালায়
খচিত, নক্ষত্রীকৃত, না দেখিল যদি,
বিফল মানব চক্ষু, বিফল জীবন।
মণিকর্ণিকার ঘাটে সেই অনির্ব্বাণ
ভীষণ শ্মশানে, দেবি, বসিয়া বিষাদে,
করিলাম জননীর উদ্দেশে তর্পণ
পবিত্র জাহ্নবীজলে। হায় ! মূর্খ নর !
জননীর স্নেহের কি এই প্রতিদান !
হায় মাতঃ আর্য্যভূমি ! বিদরে হৃদয়,
হারায়েছ তুমি আর্য্য স্বাধীনতা ধন ;
আর্য্যের বিক্রম ; আর্য্য গৌরব জীবন ;
হস্তিনা অযোধ্যা তব হয়েছে স্বপন !
সনাতন আর্য্যধর্ম্ম, অন্তর-বাহিনী,
পঞ্চশত বৎসরের ঘোর নির্যাতনে,
পুণ্য-প্রবাহিনী, খ্যাত আচন্দ্র-ভাস্কর,
হইতেছে বীতবেগ, ক্রমে সপঙ্কিল।

পূণ্যধাম বারাণসী, দেবমূর্ত্তিচয়,
হইতেছে পরিণত অনার্য্য কীর্ত্তিতে ;
বেণিমাধবের ধ্বজা উচ্চ মসজিদে !
আর্য্য-ধর্ম্ম-জ্যোতি প্রায় আচ্ছন্ন তিমিরে।
কেবল রহেছে মাতঃ হৃদয়ে তোমার
হায় ! এই অনির্ব্বাণ আর্য্য চিতানল।
“ ভগবতি, এক দিন শ্মশানে বসিয়া,
এই চিন্তানল চিত্তে করিল প্রবেশ।
তীর্থে তীর্থে পর্য্যটনে সেই চিন্তানল
বাড়িতে লাগিল ; শেষে হইল হৃদয়
মম প্রকাণ্ড শ্মশান ! সেই দিন হ’তে
জীবন আমার, হায় ! হইতেছে জ্ঞান
সুদীর্ঘ স্বপন মত। হায় ! সে স্বপনে
দিল্লীশ্বর দুর্ণিবার সৈন্যের সাগরে
হইলাম ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি দাক্ষিণাত্য রণে।
কেন ?—নাহি জানি। এই মাত্র জানিতাম,
ভারত বীরত্ব বিনা হবে না উদ্ধার।
কিন্তু সে অনন্ত সিন্ধু, বারিবিন্দু আমি,
কোথায় পাইব সেই সিন্ধু পরাক্রম ?
তথাপি মিশিতে সেই সাগর সলিলে,
মরিতে বীরের মত, করিলাম পণ।

পুনা-দুর্গে, হায়। দেবি, নিশীথ নিদ্রায়
শুনিলাম দস্যুধ্বনি, অস্ত্র ঝনৎকার,
সেনাপতি সাস্তাখাঁর কক্ষে অকস্মাৎ।
পশিনু বিদ্যুতবেগে, বিদ্যুতের বলে
কপাট ভাঙ্গিয়া কক্ষে, দেখিনু সম্মুখে
সেনাপতি-পুত্রসহ প্রহরি-নিচয়
রক্তাক্ত ভূতলে ; তীব্র বিক্রমে শিবজী
আক্রমিছে সৈন্যেশ্বরে, প্রহারিছে অসি;—
এক লম্ফে লইলাম পাতিয়া ফলক।
বিদারিয়া বর্ম্ম, অসি তীব্র বেগে, দেবি,
নামিল হৃদয়ে মম ; বাতায়ন পথে
মুহূর্ত্তেকে সেনাপতি হ'লা অন্তর্দ্ধান।
একাকী সহায়হীন যুঝিলাম আমি
কিছু ক্ষণ,—নাহি স্মৃতি কি ঘটিল পরে।
" চেতন পাইনু যবে,—কত ক্ষণে কিম্বা
কত দিনে নাহি জানি,—দারুণ ব্যথায়
জানিলাম শরীরের অস্তিত্ব কেবল।
অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ ; নাহি সাধ্য, হায়,
একটী অঙ্গুলি মাত্র করি সঞ্চালন।
দেখিলাম বালার্কের মৃদুল কিরণে
আলোকিত পটগৃহে, সুচারু শয্যায়

রয়েছি শায়িত আমি। এক পার্শ্বে মম
বসিয়া শঙ্কর, অন্য পার্শ্বে বীরমূর্ত্তি
এক, বসিয়া নীরবে। অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে
জিজ্ঞাসিনু 'কোথা আমি?'—চাহি বীর পানে।
'মহারাষ্ট্র শিবিরেতে।' 'বন্দী আমি তবে?'—
বক্ষঃক্ষত হতে বেগে ছুটিল শোণিত;
না ফুটিল কথা আর,—হইনু মূর্চ্ছিত।
"আর এক দিন, দেবি,—জীবনে আমার
অতিক্রমি অমাবস্যা, মহাকাল ছায়া,
ক্রমে ক্রমে অষ্টমীর চন্দ্রের মতন
হইয়াছে বলাধান; পূর্ব্ববৎ মম
শয্যাপ্রান্তে একপার্শ্বে বসিয়া শঙ্কর—
অশ্রুপূর্ণ আঁখি! অন্য পার্শ্বে তেজঃপুঞ্জ
সেই বীরবর,—বসি নীরবে দুজন।
নীরব,—গণিছে যেন নিশ্বাস আমার
স্থিরনেত্রে। বহুক্ষণ সেই মুখ পানে
রহিলাম নিরখিয়া। ভগবতি, সেই
তীব্র জ্যোতি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন,—
তাড়িতাগ্নি ঝলসিত জলধর আভা,
চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বাসনা ব্যঞ্জক!
গম্ভীর মুখশ্রী; সেই উন্নত ললাট;—

বীরত্ব-ভানুর যেন মধ্যাহ্ন গগন,
অদৃশ্য, অনলোজ্জ্বল; দেখেছি, দেখেছি
যেন পড়িতেছে মনে। মৃদুলে তখন
জিজ্ঞাসিনু—‘কে আপনি ?’ উত্তর—‘শিবজী’।
‘শিবজী !’—অজ্ঞাতে কণ্ঠে হ’ল প্রতিধ্বনি
মম ; স্থির নেত্রদ্বয় হইল স্থাপিত
অপলক, সেই বীর-বদন মণ্ডলে !
শরীরে ঈষৎ কম্প হ’ল সঞ্চালিত।
নাহি জানি সে দৃষ্টিতে ভয়, কি বিস্ময়,
শ্রদ্ধা, ঘৃণা, কোন ভাব পাইল বিকাশ।
প্রতি দৃষ্টি মম পানে করি কিছুক্ষণ,
ত্যজিয়া পর্য্যঙ্কাসন, বীরেন্দ্র কেশরী
ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে, অবনত মুখে,
অন্যমনে, সন্ধ্যালোকে শিবির ভিতরে।
“দাঁড়াইয়া শয্যাপার্শ্বে, কিছুক্ষণ পরে,
বিস্ফারিত নেত্রে চাহি মম মুখ পানে,
বলিতে লাগিলা শূর—‘বীরেন্দ্র ! তোমার
অন্তরের ভাব আমি বুঝেছি সকল।
দস্যু আমি ; বন্দী তুমি শিবিরে আমার
এই হেতু ভয়—কিম্বা বীরবর তুমি,
ঘৃণা,—তব মনে আজি হইল সঞ্চার

দস্যু শিবজীর নামে। বীরেন্দ্র! শিবজী
দস্যু, শিবজী তস্কর; কিন্তু আর্য্যরক্ত
সেই শিবজী শিরায় বহিছে বিদ্যুত-
বেগে, সেই খর স্রোত নিবারে কেমনে?
আর্য্যের সন্তান মোরা হায়! আমাদের
অদৃষ্টে দস্যুত্ব লিপি লিখিলা বিধাতা!
আর ওই নৃশংসয় দস্যুর সন্তান,
পিতৃদ্বেষী, ভ্রাতৃহন্তা, পাপী আরঙ্গজীব,
আজি সে ভারত-পতি দিল্লির ঈশ্বর!
বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র! করে এই করবাল
থাকিতে কেমনে,—হায়! থাকিতে কেমনে
বিন্দুমাত্র আর্য্যরক্ত শিবজী শরীরে,—
সহিব এ অপমান? চল যাই সবে
ওই নীলাচল শিলা বাঁধিয়া গলায়,
ঝাঁপ দিয়া সিন্ধুজলে, হায় রে! ডুবাই
এই আর্য্যনাম, এই তীব্র পরিতাপ!
অন্যথা কৃপাণ করে চল যাই রণে,
স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্ম্মের তরে,
নিবাই কৃপাণতৃষা, যবন শোণিতে।'—
পুনর্ব্বার বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রমিতে লাগিলা,
গুরুতর পাদক্ষেপে। সন্ধ্যার তিমিরে

জ্বলিতেছে নেত্রদ্বয় অগ্নিকণা মত ;
হয়েছে ভীষণ কান্তি বীর অবয়ব !
সগর্ব্বে ফিরায়ে পুনঃ প্রদীপ্ত বদন,
ললাটে ধমনীত্রয় স্ফীত, আরক্তিম,—
বালার্ক কিরণ রেখা, হায় রে যেমতি
উদয় গগনে ঝলে নিদাঘ প্রভাতে।—
কুঞ্চিত অধরে পুনঃ বলিতে লাগিলা ;—
'দস্যু আমি ! আমি দস্যু মহারাষ্ট্র কুলে !'
ঘোর অট্টহাসি বীর উঠিলা হাসিয়া।
হাসিয়া ? হাসি ত নহে। ভৈরব গর্জ্জনে
আগ্নেয় ভূধর রুদ্ধ হুতাশন রাশি
হইল নির্গত যেন !—ভয়ঙ্কর হাসি !
'বীরেন্দ্র ! জান কি তুমি সোণার ভারত-
বর্ষ আছিল কাহার ? সেই রাজ্য হায় !
কোন ধর্ম্মনীতিবলে পেয়েছে যবন ?
ঘোরি, গিজ্‌নি, ছিল কি হে ধর্ম্মের যাজক ?
দস্যুত্ব, দস্যুত্ব বলে ভারতে যবন
করিয়াছে আধিপত্য। দস্যুত্বে সে রাজ্য
আজি করিছে শাসন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে।
কি পাপ, দস্যুত্বে তবে করিতে হরণ ?
বীরেন্দ্র, দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম !

যেই মহামন্ত্রে আমি হয়েছি দীক্ষিত—
'ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্র জয়!'—
সাধিব এ মন্ত্র আমি। সাধাইব হায়—
মহারাষ্ট্র মহিলারা, ভৈরবী রূপিণী
প্রেমরঙ্গ পরিহরি, রণরঙ্গে মাতি,
নিষ্কোষিয়া তীক্ষ্ণ অসি, গাইবে উল্লাসে—
'ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্র জয়;'
মাতৃকোলে শিশুগণ গাবে আস্ফালিয়া—
'ভারতের স্বাধীনতা, মহারাষ্ট্র জয়;'
মন্দ্রিবে জীমূতবৃন্দ হিমাদ্রি শিখরে,
গর্জ্জিবে দক্ষিণে সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গে,—
'ভারতের স্বাধীনতা,—মহারাষ্ট্র জয়;'
এই জয় সিংহনাদ করিবে প্লাবিত
পূরবে চট্টলাচল, পশ্চিমে গান্ধার।
যথা এই মহামন্ত্র হইবে ধ্বনিত,
আর্য্যের শৃঙ্খল ভার পড়িবে খসিয়া,
তুষার শৃঙ্খল যথা ত্বিষাম্পতি-করে।
কাঁপিবে মোগলপতি দিল্লি সিংহাসনে
দিবসে, শুনিয়া এই মহামন্ত্র ধ্বনি;
ডাকিবে নিশীথ স্বপ্নে—শিবজী! শিবজী!
করিব মোগললক্ষ্মী ছায়া পরিণত,

শিশু যেন পারে তারে ফেলিতে ঠেলিয়া ;
শাস্তিব শাস্তায়, আমি দণ্ডিব দাম্ভিকে,
বীরেন্দ্র। ভারত রাজ্য করিব উদ্ধার!
বীরবর তুমি, এই প্রমাণ তাহার
রহিয়াছে বক্ষে মম'—দেখিলাম, দেবি,
শিবজীর বক্ষে এক দীর্ঘ অস্ত্র লেখা—
'রহিয়াছে স্পষ্টতর, পঞ্চ দুর্গ সম
পুনা দুর্গে হত মম পঞ্চ সহচরে।
বীরেন্দ্র কেশরী তুমি, আর্য্যকুল রবি ;
কিন্তু এই বীররত্ন বল বিনিময়
করেছ কি যবনের দাসত্বের তরে।'
'শিবজী! দাসত্ব তরে?' বলিলাম আমি,
দুর্ব্বল ধমণী স্রোতে হইল সঞ্চার
বিদ্যুতাগ্নি—'দাসত্ব?—না, না, তাহা নহে।
যবনের যুদ্ধনীতি শিখিতে ; দেখিতে
মহারাষ্ট্র পরাক্রম ; পরীক্ষিতে, হায়!
আর্য্যের গৌরবরবি, ভারতে আবার
হইবে কি সমুদিত ;—হায়! অসহায়,
দুর্ব্বল একক আমি! কিন্তু বীরবর!
ভারত উদ্ধার ব্রতে দিয়াছি ভাসায়ে
দুর্ব্বল জীবন-তরী, অদৃষ্ট সাগরে।'—

—'সেই স্রোতে আনিয়াছে শিবজী শিবিরে
বীরেন্দ্র তোমায়! বীরকুলর্ষভ তুমি!
লও এই তরবারি,—বীর অলঙ্কার—
ভারত উদ্ধার ব্রতে'—বসিয়া শয্যায়
নীরবৎ, লইলাম করে করবাল।
'তব মন্ত্রে অভিষিক্ত হইলাম আজি,
গুরুদেব! লইলাম বীর অসি তব,—
হায় রে, অযোগ্য আমি! ভুবন-বিজয়ী
অসি তব, শোভিবে কি এ দুর্ব্বল করে?
কেশরীর বজ্রনখ শোভিবে শশকে?
কিন্তু, গুরুদেব, এই ভিক্ষা চাহে দাসে—
আর্য্য স্বাধীনতা রণে সর্ব্ব সম্মুখীন
নাহি দেখ যদি তব অসি ভয়ঙ্কর;
না পারে লিখিতে যদি, আর্য্য অরি বুকে,
আর্য্যসুত পরাক্রম—বীরত্ব প্রমাণ,—
নশ্বর অক্ষরে; সেই দিন, গুরুদেব!
এই কাপুরুষ ভুজ কাটি সকৃপাণ,
প্রদানিও উপহার শৃগাল কুক্কুরে।
আমূল এ অসি কিম্বা বসাইও বুকে
বীরেন্দ্রের'—মহারাষ্ট্রপতি আলিঙ্গিয়া
উন্মত্তের মত দাসে, চাহি ঊর্দ্ধপানে

বলিলা—'ভারত ভূমি ! হেন রত্ন, হায় !
থাকিতে তোমার অঙ্কে, কে বলে তোমায়
দুঃখিনী, জননি!—' দুই,—দুই বিন্দু বারি
ঝরিল মস্তকে মম। দেখিলাম, দেবি,
সেই সন্ধ্যালোকে, সেই সায়াহ্ন তিমিরে
প্রশান্ত বদন কান্তি,—আনন্দ ভীষণ !
" বলিব না, দেবি, সেই দিন হ'তে যেই
মহারাষ্ট্র দাবানলে হইল সৌরাষ্ট্র
ভস্মীভূত ; হায় ! যেই মহারাষ্ট্র ভীম
প্রভঞ্জনে, আর্য্য ধর্ম্ম বিদ্বেষী যবন,
মক্কা-যাত্রী দুরাচার, হইল তাড়িত
পশ্চিম সাগরে ; পরে কি কারণে, দেবি,
হইল রহস্য-পূর্ণ সন্ধি **পুরন্দরে।**
কি কারণে মোগলের পতাকা ছায়ায়
যুঝিনু **বিজয়পুরে,** দেখানু দিল্লীশে
মহারাষ্ট্র পরাক্রম সম্মুখসমরে।
শিবজীর দিল্লি যাত্রা ; হায় ! কারাবাস—
বিশ্বাসঘাতক, দেবি, পাপী আরঙ্গজীব !—
সকলি রহস্যময় ! কিন্তু, ভগবতি,
কে পারে রাখিতে সিংহ ঊর্ণনাভ-জালে ?
" এক দিন, ভগবতি ! নিশীথ সময়ে—

তমিস্র রজনী ঘোর! ভাবিতেছি আমি
একাকী দিল্লিতে এক কক্ষবাতায়নে,
নিরখি নক্ষত্র পানে। ভাবিতেছি, এই
নিশীথিনী মত, আজি ভারত অদৃষ্ট
তমাবৃত, বীরচন্দ্র শিবজী বিহনে।
বীরেন্দ্র!—চমকি, দেবি, দেখিনু ফিরিয়া
ভীষণ সন্ন্যাসী এক—ভৈরব মূরতি!
'বীরেন্দ্র!' বলিলা যোগী সহাসি বদনে,
'পূর্ণ মম মনোরথ। ভ্রান্ত আরঙ্গজীব
দস্যুপতি শিবজীর বীর পরাক্রম
দেখেছে বিজয়পুরে। দেখেছে অরণ্য-
বাসী মৃগেন্দ্র কেশরী, নহে পরাক্রম-
হীন অনরণ্য দেশে। বুঝিবে প্রভাতে,
যেই অস্ত্রে আরঙ্গজীব দিল্লির ঈশ্বর,—
বুঝিবে শিবজী তাহে নহে অনিপুণ।
চলিলাম এই বেশে; দাক্ষিণাত্যে পুনঃ
জ্বালিব যে রণানল, দিল্লিতে বসিয়া
জ্বলিবেক আরঙ্গজীব উত্তাপে তাহার।
যাও চলি, বীরবর, দেশে আপনার,
প্রণয় কুসুমহার পর গিয়া গলে—
বীর আভরণ বামা! কিছুদিন পরে

পূজিবারে চন্দ্রনাথ যাইব চট্টলে;
ভুলিও না। বরিবে তব জনকে শিবজী
পূরব ভারতেশ্বর! ডাকিবে তোমারে,
কুমার বীরেন্দ্র বলি আদরে আবার!
অস্থান,—সময়াভাব—বলিব না আর।'
বিদ্যুতের মত যোগী হ'ল অন্তর্দ্ধান
আলিঙ্গিয়া প্রেমভরে; রহিলাম আমি
চিত্রার্পিত দাঁড়াইয়া কক্ষ বাতায়নে।
"পালিলাম গুরু আজ্ঞা; ফিরিলাম দেশে,
উৎসাহে উন্মত্ত প্রাণ। বহুদিন পরে
আসিলাম কালীঘাটে; হায় বজ্রাঘাত
হইল মস্তকে, দেবি; শুনিনু তথায়
এক ব্রাহ্মণের মুখে—নবাগত বিপ্র
স্বদেশ হইতে—শুনিলাম, ভগবতি!
আরাকান অধিপতি, মগ দুরাচার,
(সুজা হত্যাকাণ্ড যার বীরত্ব, বিক্রম!)
দস্যু পর্ত্তুগিস্ সহ মিলিয়া আহবে—
ভুজঙ্গে, বৃশ্চিকে মিলি!—করিয়াছে চুরী
পিতৃরাজ্য; নিরুদ্দেশ জনক আমার।
দ্বিতীয় সংবাদ, মাতঃ, আরো বিষময়!
শুনিলাম দেশে রাষ্ট্র,—হইয়াছি আমি

জাতিভ্রষ্ট, ধর্ম্ম-চ্যুত ; পশিয়া যবন
সৈন্যে, দাক্ষিণাত্য রণে হয়েছি আহত।
হায় রে জীবন বৃন্তে **কুসুমিকা** মম
শুকাইছে দিন দিন। কে সে কুসুমিকা,
শুনিতে বাসনা তব। কে সে ?—কুসুমিকা
বাল-সহচরী মম ; কৈশোর-সঙ্গিনী ;
যৌবনের সুখ-স্বপ্ন ;—অশ্রান্ত বাসনা ;
মরুময় জীবনের সরসী শীতল।
মানব হৃদয়, দেবি, নহে আজ্ঞাধীন—
নহে দর্শনীয়। হায়! পারিতাম যদি
খুলিতে অন্তরদ্বার, দেখিতে তথায়
নাহিক হৃদয় মম ; রূপান্তরে তার
বিরাজিছে কুসুমিকা—হৃদয়-রূপিণী!
  " ভগবতি, রঙ্গমতী নিবিড় কাননে
অঙ্কুরিত ছিল এক তরু সুকোমল।
কোথা হতে, মরি! এক কনকবল্লরী
আসিয়া মিলিল সেই তরু সুকুমারে
আচম্বিতে। দেবি! দিন দিন তরু লতা
বাড়িতে লাগিল ; দিন দিন লতা তরু
অনন্ত বেষ্টনে, হায়! বেষ্টিত হইল।
যতই নিদাঘ শিখা হইত প্রখর,

উজ্জ্বল ; যতই শীত হইত শীতল ;
আলিঙ্গিত পরস্পরে তত গাঢ়তর।
বসন্ত কোকিল কণ্ঠে, মলয় অনিলে
আলাপিত পরস্পরে ; দেখিত যুগলে,
হায় রে, যুগল শোভা ; ভাসিত আবার
অনিবার বরিষার আনন্দ সলিলে।
কি হেমন্ত, কি বসন্ত, শরত, শিশির,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, কিম্বা দিবা, নিশি, কালাকাল,
সুখ, দুঃখ, না পারিত হায় ঘুচাইতে
সেই প্রেম-আলিঙ্গন—স্বভাব বেষ্টন,—
অবিচ্ছিন্ন, অপার্থিব। ভগবতি, এই
বীরেন্দ্র সে তরু, সেই লতা কুসুমিকা।
"আজি সেই লতা, দেবি, বিশুষ্ক আমার,
শুনিনু ব্রাহ্মণমুখে,—জাতিভ্রষ্ট আমি!
হায় রে! শুনিনু যেন বধাজ্ঞা আমার
বিচারক-ভীম-কণ্ঠে। কি যেন হঠাৎ
মস্তিষ্ক হইতে, দেবি, হইল নির্গত।
হু হু শব্দ শুনিলাম শ্রবণে কেবল।
দেখিনু হৃদয় শূন্য, শূন্য ধরাতল,—
দাহ্যমান মরুভূমি! ভাসিল নয়নে,
সচঞ্চল, নিরাকার জ্যোতিশ্চক্র রাশি।

কি করিনু, কি বলিনু, দেখিনু, শুনিনু
নাহি পড়ে মনে, দেবি ; কিছুক্ষণ পরে
জানিলাম, তরী বক্ষে, চলেছি স্বদেশে।
শেষে দুরদৃষ্ট, এই তটিনী সলিলে
কি ঘটা'ল, ভগবতি ! ——"

এমন সময়ে
"উঠ মা ! উঠ মা !"—বলি, মন্দির কপাটে
মৃদু মৃদু বাহিরে কে করিল আঘাত।
সেই কণ্ঠে সে আঘাতে, চেতনা সঞ্চার
হইল তাপসী অঙ্গে। সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ছাড়ি ত্রস্তে উদাসিনী উঠিলা যখন,
দেখিলা বীরেন্দ্র, দুই বিন্দু অশ্রুবারি
পবিত্র নয়ন হ'তে, অঙ্কিয়া কপোল
পড়িল বসন রক্তে—দুটী তারা যেন।
ধীরে ধীরে তপস্বিনী খুলিলা কপাট।
শীতল সমীর স্রোতে পশিল মন্দিরে
উষার আলোক রাশি ;—রজনী প্রভাত।

তৃতীয় সর্গ।

চন্দ্র শেখরে।

পুণ্য তীর্থ **সীতাকুণ্ড**!—শোভিছে উত্তরে
কনক **চম্পকারণ্য**। গর্জ্জিছে দক্ষিণে
হুঙ্কারি **বাড়বানল**—মানর বিস্ময়!
পশ্চিমে নিরগ্নি কুণ্ড, **ব্যাস সরোবর**।
বহিতেছে নিরন্তর পূর্ব্বে কলকলে
কলকণ্ঠা **মন্দাকিনী**—স্বর প্রবাহিনী।
পুণ্য তীর্থ সীতাকুণ্ড।—অপ্সরা প্রদেশ!
জ্যোতির্ম্ময়, মনোহর। পরিপূর্ণ, মরি,
প্রকৃতির ইন্দ্রজালে;—জলেতে অনল,
অনল পাষাণে;—আজি শিব-চতুর্দ্দশী,
আজি রমণীর চারু নয়নে অনল।
সুদূরে দক্ষিণে, মহা অরণ্য ভিতরে
কল্লোলে **কুমারী কুণ্ড**—চারু নির্ঝরিণী।
মধুর কুমারী কণ্ঠ তর তর তরে

লইয়া **কর্করী** নদী চলেছে সাগরে,
চক্রে চক্রে শুনাইয়া ভূধর শৃঙ্খলে,
নিরমল, সুশীতল, সলিল সঙ্গীত।
সলজ্জ কুমারীকুণ্ড আছে লুকাইয়া,
নিবিড়-অরণ্য-ময় পর্ব্বত গহ্বরে,
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ অন্তঃপুরে।
ক্ষুদ্র বারিবিম্বচয় ফুটিতে মিশায়,
আমরি। লজ্জায় যেন,—প্রণয় অঙ্কুর
কুমারী হৃদয়ে যথা। নাহি হেথা সেই
অনল ঝঙ্কার,—প্রেম হুতাশন শিখা
যৌবন-সুলভ। কিন্তু প্রেমরূপী বহ্নি
দেখালে সলিলে, হাসি মুহূর্ত্তেক অগ্নি
কুমারী হৃদয়ে, কুমারী-লজ্জায়, মরি
যায় মিশাইয়া।

কার তরে হায়!
এই প্রেম-বিম্ব-রাশি ফুটিছে, মিশিছে;
কার প্রেম-অগ্নি-শিখা জ্বলিছে, নিবিছে?
কে বলিবে, হায়! আমি জিজ্ঞাসিব কারে!
অবাক অচলশ্রেণী, বিটপী নির্ব্বাক,
আছে দাঁড়াইয়া ঘেরি ঘোর প্রসরণে।
কোথায় কুরঙ্গগণ করিছে চীৎকার;

নাচিছে রিশাল, * ডাকে কানন-কুক্কুট ;
নির্জ্জনে কূজনে কোথা কানন-কপোত ;
কোথায় **কর্ক্করী** নদী কুলুকুলু কলে
প্রতিরোধী শিলাপদে করিছে বিনয়
অনন্ত কালের তরে ; কিন্তু শিলাখণ্ড
রহিয়াছে অচঞ্চল, ক্ষুদ্র দৈত্য সম,
সগরবে নিরুত্তরে। হায় ! এই ঘোর
নির্ম্মম, নির্জ্জন বনে, কেন কুমারীর
অনন্ত কৌমার্য্য ব্রত, কে কবে আমারে ?
সপ্ত জিহ্বাত্মক বহ্নি, **কুমারী** উত্তরে,
জ্বলিছে **বাড়ব কুণ্ডে** নিবিড় কাননে।
মহাতেজস্কর অগ্নি ! সলিল হইতে
উঠিতেছে মহাদর্পে ঘোর গরজনে।
হায় মাঃ আর্য্যভূমি। না পারি সহিতে—
জগত আরাধ্যা তুমি !—এত মনস্তাপ,
অন্তর নিরুদ্ধ ক্রোধ,—অশক্ত, নিষ্ফল—
করি'ছ কি বিনির্গত, এই ক্ষুদ্র পথে,
এই নির্জ্জন কাননে ?

বাড়ব উত্তরে

---

* পক্ষী বিশেষ। ইহার দীর্ঘ পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রক রাশিতে ভূষিত।

জ্বলিত প্রলয়াগ্নি শত জিহ্বাত্মক,
গর্জ্জিয়া অশনি মন্দ্রে ভৈরব ররাবে।
দৈত্য যুদ্ধে মহাশক্তি মহাক্রুদ্ধা যবে,
—গলদ্রক্তনিভাননা—ছাড়িলা নিশ্বাসে
যেই কাল জ্বালানল, ভেদিয়া পাতাল,
দহিয়া সলিল রাশি, উঠিল হুঙ্কারি
এই কুণ্ডে। এক পার্শ্বে নদী জ্যোতির্ম্ময়ী
প্রবাহিত, প্রপূরিত উগ্রানলে সদা।
জ্বলন্ত তটিনীতীরে, বসি যোগেশ্বর
ধ্যানে মগ্ন ; ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি' অহর্নিশ
প্রজ্বলিত কটাহাগ্নি,—মরি কি বিস্ময়!
ভারতের অধোগতি দেখি মহেশ্বর,
মহাযোগাসনে বুঝি বসেছিলা হায়!
ভারত-মঙ্গল-ব্রতে, মহারুদ্র-তেজে
ঝলসি ললাট। সীতাকুণ্ড-গিরিশ্রেণি!
এই মহামূর্ত্তি, এই অগ্নি ক্রীড়াভূমি,
কেন লুকাইলে তব অগম্য কান্তারে?
বারেক দেখাও হায়! সেই যোগেশ্বরে,
নিরখি নয়ন ভরি ; কৃতাঞ্জলিপুটে
বারেক জিজ্ঞাসি তাঁরে,—আর কত দিনে
ভারতে স্তিমিত রবি হইবে উদয়?

কিম্বা ঝাঁপ দিয়া সেই কটাহ অনলে,
বাঙ্গালি-জীবন-জ্বালা নিবাই অকালে !
মধ্যদেশে **চন্দ্রনাথ** ;—তাহার উত্তরে
আবার জ্বলিছে অগ্নি, **লবণাক্ষ** ; জলে
গুরুধ্বনি গিরিমূলে, জ্বলিছে প্রস্তরে।
সূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্যপ্রভ দেব বৈশ্বানর,
বিরাজিত। কিন্তু **ব্রহ্মকুণ্ডে** ওই, মরি
কি বিস্ময় ! গিরিশৃঙ্গে নিত্য নির্ঝরিণী !
নাহি অগ্নি, তবু কুণ্ড উত্তপ্ত-সলিল !
বিস্ময়-প্লাবিত-চিত পথিকের কাণে
কি ওই মধুর ধ্বনি ? এ অপ্সরাপুরে,
বাজে কি অপ্সরা বাদ্য নির্জ্জন গহ্বরে
মধুর নিক্কণে ? পূর্ব্বে সুমধুর কলে
ঝরিছে **সহস্রধারা** স্রোত মনোহর,
উচ্চ ভীম শৃঙ্গ হতে সহস্র ধারায়,
মরি যেন গিরিমূলে অনন্ত বরিষা !
আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ! আজি চতুর্দ্দশী
সাজি শিলাসনে বসি, শুনিতে শুনিতে
কম কণ্ঠে হুলুধ্বনি ; ভীম কণ্ঠে ঘোর
"হর, হর, বম, বম ; বিরাম সময়

তরল সলিল, বন বিহঙ্গ সঙ্গীত ;
কদাচিত নিরমল মলের ঝঙ্কার,
ততোধিক নিরমল কোমল চরণে ;
অভরণ রণ রণ ; দেখিতে দেখিতে
শ্যামল পর্ব্বত অঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল
স্ফটিক সলিল ধারা,—ধবল উত্তরী
মাধব উরসে যেন ; পর্ব্বত গহ্বরে
উলঙ্গ প্রকৃতি-শোভা ; দেখিতে দেখিতে
সদ্যস্নাতা মুক্তালকা, সিক্তলগ্নবাসা
রমণী রূপের শোভা—মাধুর্য্য লহরী—
হইলাম হৃতমনা। হায় রে তখন
কি করিনু, কোথা গেনু, নাহিক স্মরণ,
ডুবিল মানস আত্ম-বিস্মৃতি-সাগরে।
অশ্রুত সঙ্গীতধ্বনি ধ্বনিল শ্রবণে,
অনাঘ্রাত পরিমল ভাসিল চৌদিকে
আকুলিয়া প্রাণ ; নহে স্নিগ্ধ, নহে উষ্ণ,
না হবে মলয়, হেন সমীরণ স্রোতে
জুড়াইল কলেবর অন্তর অন্তর।
দেখিনু সম্মুখে এক অপূর্ব্ব কানন,
শ্যামল ভূধর শৃঙ্গে—নিরজন দেশ,
কৈলাসপ্রতিমারণ্য। বেষ্টিয়া স্তবকে

চক্রাকার গিরিশৃঙ্গ, শোভিছে চৌদিকে
নিবিড় চম্পক বন। ফুটেছে চম্পক,
নানাজাতি পুষ্প সহ, পত্রের মাঝারে।
সৌরভে মধুপ মত্ত, প্রমত্ত পবন।
ঘনশ্যাম দুর্ব্বাদলে পড়েছে খসিয়া
অগণ্য কুসুমরাশি, অম্লান, অবাসি ;
রেখেছি খুলিয়া, অঙ্গ অভরণ যেন
কানন-বিহার হেতু প্রকৃতি সুন্দরী।
সেই পুষ্পরাশি মাঝে ভ্রান্ত কুরঙ্গিণী
বসেছে কুরঙ্গ সহ মুখে মুখ দিয়া,—
প্রেম মধুরতা মাখা, নয়ন বিলোল।
আনন্দে শাবকগণ নাচিছে, ছুটিছে
আস্ফালিয়া ক্ষুদ্র শৃঙ্গ, পত্রের মর্ম্মরে
উঠাইছে কর্ণ কভু চমকি সভয়ে।
কোথায় শশকবৃন্দ পাদপ ছায়ায়
বিশ্রামিছে ; রাশীকৃত শ্বেত পুষ্পে যেন
বনদেবী পূজিয়াছে তরুমূল, কিম্বা
ফুটিয়াছে যেন শ্বেত স্থলপদ্ম রাশি
উজলি কানন! জ্বলে রক্ত নেত্র ; জ্বলে
সূর্য্যমণি-শিলা যথা রবির কিরণে।
পেখম তুলিয়া শিখী শিখিনীর পাশে,

নাচিতেছে প্রেমানন্দে, বিকাশি ভানুর
করে ইন্দ্রধনু ছটা।
দেখিনু সম্মুখে,—
কি দেখিনু? নরনেত্রে দেখে নাই যাহা·
সম্মুখে গোষ্পদরূপী শিলাকুণ্ডে বসি
পার্ব্বতী শঙ্কর!—মূর্ত্তি ত্রিদিব সুন্দর।
পদ্মাসনে আলিঙ্গনে বসিয়া দম্পতি,
প্রেমোন্মত্ত, অবশাঙ্গ, আনন্দে বিহ্বল।
শোভিতেছে অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্রাপীড় শিরে,
হাসিতেছে পূর্ণচন্দ্র গৌরীর বদন
বাম অংসোপরে, যেন শারদ গগনে।
মদনে, মাদকে অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি
অপাঙ্গে চাহিয়া আছে সেই মুখ পানে,-
অচঞ্চল, অপলক। যেই নেত্রানলে
মদন হইল ভস্ম, সেই নেত্রামৃতে
নিশ্চয় বাঁচিত আজি বিদগ্ধ মন্মথ।
ঈষদ বঙ্কিম গ্রীবা; যুগল বদন
ঈষদে পরশি, মরি, শোভিতেছে যেন
রাহু পরশিয়া চাঁদে! মিশিয়াছে দীর্ঘ
জটাভার, ঘন কৃষ্ণ বিমুক্ত চিকুরে।
দম্পতীর এক কর গলায় গলায়

আলিঙ্গিয়া পরস্পরে ; শোভে অন্য কর
উমার কোমল অঙ্কে। পদ্মাসনে এক
পদ ; প্রেম সম্মিলনে পদ অন্যতর
ঢুলিছে অসাবধানে, কুণ্ডের সলিলে,—
বিকচ কমলদ্বয় ভাসিতেছে যেন,
আসন হইতে ঝরি মকরন্দ ভারে।
পাতাল হইতে বারি উঠি অবিরত,
প্রক্ষালি’ অমরারাধ্য চরণ যুগল,
উছলি উছলি ওই ছুটিছে দক্ষিণে,
পড়িছে সহস্র ধারে, **সহস্রধারায়** ।
প্রেম অবতার মূর্ত্তি !—ভাবিলাম মনে।
নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা, বিশ্ব বিমোহিনী,
তপ্ত কাঞ্চনের কান্তি, অনন্ত যৌবনা,
রত্নরাজি ঝলসিতা, বরিয়াছে হায় !
ত্রিশূলী রুদ্রাক্ষমালী পথের ভিখারী,—
পরিধান বাঘাম্বর, পৃষ্ঠে ভিক্ষা ঝুলি !
অপূর্ব্ব প্রেমের গতি ! ভেসে গেল তাহে
ত্রিদিব বিভবরাশি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, মরি সুধাকর সুধা,
এই ভিখারীর প্রেমে,—চলেছে ভাসিয়া
পত্র পুষ্প চয় যথা ওই কুণ্ড স্রোতে ;

আঁধারিল ত্রিনয়ন, দ্রবিল পাষাণী।
উমেশ এ প্রেমবলে ত্রিদিবে মহেশ,—
মহাদেব! উমাপতি ত্রিভুবনপতি!
হায়! অকৃত্রিম প্রেম দেবারাধ্য ধন!
   এমন সময়ে এক বিদ্যুৎবরণী
দেখিনু সম্মুখে, মুক্তকেশী। ভাবিলাম
অনঙ্গের ভস্ম লয়ে অনঙ্গ-মোহিনী
চলেছে কামারি কাছে, কামোন্মত্ত যবে,
বাঁচাইতে কামে। চাহি কামিনীর পানে
কহিলাম—"কামেশ্বরি! কহ এই দাসে
এই কি **চম্পকারণ্য**—দেবতাদুর্ল্লভ,
মানব নয়নে যাহা নহে দর্শনীয়?
"চম্পকারণ্য!" কৌতুকে হাসিল সুন্দরী,—
"এ যে **ব্যাস সরোবর।**" দেখিনু ফিরিয়া
নাহি সে চম্পক বন—পার্ব্বতী শঙ্কর।
ব্যাস সরোবর তীরে দাঁড়াইয়া আমি!
সম্মুখে বিভূতি করে, কণকরূপিনী।
সহস্র-ধারার সেই স্নাত রূপরাশি!
   পতির নিগ্রহে সতী, দক্ষ যজ্ঞাগারে,
ত্যজিলে জীবন, পত্নী-মৃত-দেহ শিরে,
হায়, উন্মত্ত উমেশ, ভ্রমিতে লাগিলা

পতি-পরায়ণা-পত্নী বিরহে বিহ্বল।
মরি কি পবিত্র চিত্র! হেন পতিভক্তি,
পত্নী-প্রেম, সতীত্বের আদর্শ দুর্লভ,
আছে কি জগতে? কোথা সুসভ্য ব্রীটন;
গত-স্মৃতি গ্রীস, রোম; ঊরুপা; মার্কিন;
কে আছ জগতে আর? দেখাও একটী,—
একটী আদর্শ হেন পতিতা ভারতে।
ভারতের ধর্ম্ম-নীতি, সাহিত্য, দর্শন,
যা'ক রসাতলে; যত দিন, হায়, এই
পতি-অপমানে পত্নী-দেহ-বিসর্জ্জন,
পত্নী-শোকে মৃত-দেহ মস্তকে ধারণ,
থাকিবে স্মরণ, ততদিন ভারতের
গৌরব-কেতন উচ্চে উড়িবে আকাশে।
এমন সতীত্ব রত্ন—অপার্থিব ধন—
ভারত ভাণ্ডার বিনা সম্ভবে কোথায়?
এই চিত্র—এই প্রেম, আত্ম-বিনাশিনী
এই প্রেম-উন্মত্ততা, দুঃখী বঙ্গবাসী
রাখ প্রতি ঘরে; পূজ নিত্য দেবালয়ে
এই সতীত্বের মূর্ত্তি; জীবন তোমার
হইবে আনন্দময়, সুখ-পারাবার।
পবিত্র সতীত্ব—আহা! কি বলিব আর—'

মহেশ্বর, মহাদেব মস্তক ভূষণ!
ব্যাসকুণ্ড তীরে ওই বটবৃক্ষ মূলে,
করিলেন অশ্বমেধ দ্বাপরে যথায়
মহর্ষি বাদরায়ণ, অগ্নিকোণে তার,
দক্ষজা-দক্ষিণ-ভুজ, বিষ্ণুচক্রে কাটি
পড়েছিল হায়! ওই কম্পা নদী তীরে।
দক্ষিণা শক্তি-রূপিনী কালী ভয়ঙ্করী—
শবস্থা, নৃমুণ্ডমালী, নাগোপবীতিনী,
চন্দ্রার্দ্ধধারিণী কৃষ্ণা, দিগম্বরী ভীমা,
সব্য হস্তে মুক্ত খড়্গ, দক্ষিণে অভয়,
লেলিহান মহাজিহ্বা, উজ্জ্বলদশনা,
ছিলা বিরাজিতা;—সতী অঙ্গজা ভীষণা,
ভারতের সতীত্বের শত্রু বিনাশিনী!
জগতের যত তীর্থ, যত দেব দেবী,
বেষ্টিয়া দক্ষিণা শক্তি কম্পা নদী তীরে
দশ মহাবিদ্যা সহ ছিলা বিদ্যমান।
দেব বাদ্য, দেব নাট্য, দেবতার গীত
দেবতার ক্রীড়া ধ্বনি, আনন্দ লহরী
ভাসিত বাসন্তানিলে। শ্যাম তরু-শাখে
খেলিত বিহঙ্গচয়; জলচর সহ
রমিত অপ্সরাঙ্গণা কম্পার সলিলে।

অতি রমণীয় স্থান, অদৃশ্য মানবে।
অদূরে **চন্দ্রশেখর**—জোতির্ম্ময় ঋষি
যেন. মহা ধ্যানে রত। যোগানল শিখা
জ্বলে অঙ্গে স্থানেস্থানে **জ্যোতির্ম্ময়** রূপে।
পদতলে **ক্রমদীশ**, কক্ষে **বিরূপাক্ষ**,
উত্তরীয় **মন্দাকিনী**, শিরে **চন্দ্রনাথ**, শোভে
প্রবাল মুকুট যেন, শ্বেত হর্ম্ম্য যার।
রাজেন্দ্র দর্শনাভিলাষী দরিদ্র যেমতি,
ভজিয়া প্রহরী, পূজি' মন্ত্রী-পারিষদ
পায় রাজ দরশন, প্রথমে তেমতি
অনুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে, পূজি' ভক্তিভরে,
ক্রমদীশ শম্ভুনাথ,—শৈলাঙ্গ শঙ্কর
অষ্টমূর্ত্তি সমাযুক্ত ; পূজি' অতি উচ্চে
অর্দ্ধ পথে বিরূপাক্ষ ; আরোহি' দুর্গম
পথ, অবসন্ন যাত্রী পায় দরশন
চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী শৃঙ্গবর।
কিন্তু দরশন মাত্র, জুড়ায় নয়ন
পথিকের, মরি শৃঙ্গ কিবা মনোহর!
বিশাল বিটপী-বট-চন্দ্রাতপ তলে,
নির্জ্জনে, বসিয়া এই শীতল ছায়ায়
যে দিকে ফিরাবে আঁখি—মহা প্রদর্শন!

প্রকৃতির অনর্গল অনন্ত ভাণ্ডার!
পশ্চিমে নীলাম্বু রাশি,—অনন্ত, অসীম,—
অনন্ত নীরজ শোভা রেখেছে খুলিয়া
মধ্যাহ্ন রবির করে। নাচিছে গাইছে
সিন্ধু, জ্বলিছে, নিবিছে। হাস্যময় বারি;
ক্রীড়াশীল, ব্রাড়াশীল, কৌতুক আবহ।
কৌতুকে অনন্ত কর তুলিয়া ঈষদ,
প্রণমে চন্দ্রশেখরে। কৌতুকে শেখর
অসংখ্য বিটপী ভুজে করে আশীর্ব্বাদ,
শ্যামল পল্লব-কর করি সঞ্চালন।
কে বলে কেবল রত্ন রত্নাকর তলে?
কত রত্ন রাশি, কত রত্নের লহরী,
পর্ব্বত প্রতিম রত্ন, ঝলসে উপরে
মধ্যাহ্ন ভাস্করে।

পূর্ব্বে বিস্তারিয়া কায়
অনন্ত পার্থিব রাজ্য—বিচিত্র বসুধা।
শোভে গ্রাম সারি সারি বিটপী সজ্জিত,
পীত শস্যক্ষেত্র মাঝে, উপবন মত;—
শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ যেন হরিত সাগরে।
তরুসনে তরুগণ অঙ্গ মিশাইয়া,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে অসংখ্য শাখায়,

শোভিতেছে স্থানে স্থানে, নানা অবয়বে—
প্রকৃতির চারু উপবন। শোভিতেছে মাঠে
গোপাল, মহিষ পাল; যেন নানাবর্ণ
স্থলজ কুসুম রাশি ফুটেছে প্রান্তরে।
তড়াগ দীর্ঘিকা গণ, শোভে অগণন,
প্রবালের ফোটা যেন বসুধা ললাটে,—
ঝল ঝল রবি করে। প্রবালের হার,—
পর্ব্বত-বাহিনী দীর্ঘ স্রোতস্বতীচয়।
ব্যাপিয়া নয়ন পথ, উত্তরে দক্ষিণে
সুদীর্ঘ তরঙ্গায়িত পর্ব্বত-লহরী,—
গিরির পশ্চাতে গিরি, অনন্ত শৃঙ্খলে!
প্রকৃতি কৌতুকশীলা, আহা মরি! যেন
উপহাসি মহার্ণবে দেখায় ভীষণ
তরঙ্গ-লহরী-লীলা ভূধরশিখরে,—
অচঞ্চল, অতরল, অমর, অটল।
মধ্যস্থলে চন্দ্রনাথ, ভীষণ মূরতি,
প্রকৃতির শৈলসৈন্যে মহারথী যেন,
ভীমকায় বীরবর, সসৈন্যে সজ্জিত
অনন্ত সমুদ্র সহ মহাযুদ্ধে যেন।
আবৃত বিপুল দেহ পাষাণ কবচে
দুর্ভেদ্য, সজ্জিত তনু অসংখ্য আয়ুধে,

মহা মহীরুহে, মহাশিলাখণ্ডচয়ে।
জ্বলিতেছে রোষানল ধক্ ধক্ ধক্
জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিশিখা ; মহাযুদ্ধকালে,
নির্গত হইয়া বহ্নি ঘটাবে প্রলয়।
কিন্তু চন্দ্র শেখরের শিখর উপরে
নাহি সেই বীরভাব। আহা ! মরি হেথা
সকলি মধুর। ওই মধুর অনিলে
কোমল শ্যামল পত্র মর্ম্মরে মধুরে ;
আরণ্য রস্থন-চৌকি নির্জ্জনে মধুরে
বাজাইছে ঝিল্লি ; শুনি আরণ্য কদলী
বিছাইয়া রবিকরে শ্যাম পত্রাবলি,
সুগোল শীতল তন্বী, হাসিছে মধুরে
শ্যামল কানন কোলে। থেকে থেকে মরি !
দয়েল দিতেছে তান ; গাইছে কুক্কুট,
স্বনে স্বনে ; বৃক্ষে বৃক্ষে নাচিছে রিশাল।
আজি শিব চতুর্দ্দশী, আজি সুমধুরে
বামাকণ্ঠ-হুলুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
মন্দির প্রাঙ্গনে ওই বট-বৃক্ষ-তলে,
ছায়াতে বসিয়া এক তপস্বী যুবক,
উদয় অচলে যেন দেব অংশুমালী।
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; ভস্ম আচ্ছাদিত

দেব বৈশ্বানর যেন ; তেজঃপুঞ্জ যোগী।
বীরত্ব-গর্ব্বিত কান্তি ;—বিশাল উরস,
ক্ষীণমধ্য, উগ্র নেত্র, প্রশস্ত ললাট।
একটী গৈরিক শিরে, দ্বিতীয় পিন্ধনে,
তৃতীয়ে আবৃত দেহ উত্তরীয় ছাঁদে।
এই রূপে বীর যোগী বসি তরুতলে,
পাশুপত ব্রতে যেন তপস্বী ফাল্গুনি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে কিম্বা ইন্দ্রজিত।
জ্বলিছে নয়নদ্বয়, ভস্মরাশি মাঝে
জ্বলিতেছে যেন দুই জ্বলন্ত অঙ্গার।
তান্‌পুরা ঝঙ্কারে যোগী কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইতেছে ; সুললিত সুস্বর লহরী
করি স্বরময় শৃঙ্গ, কখন তারায়
উঠিছে গগন পথে তরঙ্গে তরঙ্গে,
তরঙ্গে তরঙ্গে পুনঃ কভু উদারায়
নামিতেছে ধীরে যেন পর্ব্বত গহ্বরে—
অপূর্ব্ব পতন! সেই সঙ্গীত তরঙ্গে
প্লাবিত যাত্রিক কত, বেষ্টিয়া যোগীরে
বসেছে নীরবে সবে চিত্রার্পিত প্রায়,
চেয়ে গায়কের পানে। কিন্তু গায়কের
নেত্র ঈষদ চঞ্চল, ঈষদ ব্যাকুল,

বিরূপাক্ষ পথপানে চাহে ঘন ঘন।
ছুটিছে মানব স্রোত বিরূপাক্ষ হতে,
চন্দ্রশেখরের শৃঙ্গ ভাসাইয়া, পুনঃ
চলিয়াছে অধোমুখে মন্দাকিনী সনে।
কত যাত্রী, দলে দলে আসিল, নামিল,
কিন্তু তপস্বির দুই অতৃপ্ত নয়ন
পড়ে আছে সেই পথে। এমন সময়ে
অন্য এক যাত্রী দল করিল প্রবেশ,
যোগীর কাটিল তাল, হাসিল আপনি।
শ্রোতৃগণ মধ্যে দুই দ্বারবান প্রতি
যাত্রীদের ব্রাহ্মণে কি করিল সঙ্কেত,
দেখিল তা যোগী। উঠি হিন্দুস্থানী-দ্বয়
আনন্দে কটিতে যোরে কশিল বসন।
যাত্রীগণ চন্দ্রনাথ করি দরশন
নামিতে লাগিল যেই,—পশ্চাতে ব্রাহ্মণ,
অজ্ঞাতে চলিল সঙ্গে প্রহরীযুগল।
নামিয়াছে অর্দ্ধপথ। এমন সময়ে
"বাঘ! বাঘ! বাঘ!" বলি করিয়া চীৎকার
ছুটিল সভয়ে বিপ্র; ছুটিল পশ্চাতে
সত্রাসে চীৎকার ছাড়ি, যাত্রিক সকলে
অধোমুখে—হাহাকারে পূরিল কানন।

হতভাগ্য বামাগণ! কে চাহে কাহারে ?
সকলেই মৃত্যুমুখে। আছাড়ে আছাড়ে
ক্ষতকায় কলেবর—একটী রমণী
মূর্চ্ছিত হইয়া পথে রহিল পড়িয়া।
দৃশ্যান্তরে, সন্নিকটে, অর্দ্ধ কলেবরে
চন্দ্র-শেখরের, অতি রমণীয় এক
পর্ব্বত কোটর! পূর্ব্বে, উত্তরে, দক্ষিণে,
শিলাময় গিরিপার্শ্ব। শোভিছে উপরে
ঘন পল্লবের ছায়া; হাসিছে পশ্চিমে
জ্বলন্ত সমুদ্র, বনপল্লব বিচ্ছেদে।
পঞ্চাশত হস্ত হ'তে দেবী মন্দাকিনী
ঢালিয়া স্ফটিক ধারা, সৃজিয়াছে, মরি!
কক্ষ পুরোভাগে এক অপূর্ব্ব নির্ঝর।
কক্ষ শিলাতল কাটি', নির্ঝর সলিল
অধোমুখে কল কলে নামিছে পশ্চিমে,
সরল ধারায় পুনঃ দ্বিতীয় শিলায়।
ঊর্দ্ধে, অধে, সলিলের প্রপাত সঙ্গীত
অবিশ্রান্ত, অবিশ্রান্ত মুক্তা বরিষণ।
কক্ষের সম্মুখে এক ক্ষুদ্র বন পথে
দুইটী মানব মূর্ত্তি,—স্থির, অচঞ্চল।
কি যেন শুনিছে দূরে শ্রবণ পাতিয়া!

এক মূর্ত্তি অবতীর্ণ মধ্যম যৌবনে।
শরীর সৌষ্ঠবময়,—ব্যাভিচারে শ্লথ,
হীনবির্য্য, ক্ষীণতনু। ভ্রষ্ট দু'নয়ন
সার্দ্ধ ক্রোশ তলে যেন পড়েছে খসিয়া।
নাতি দীর্ঘ কেশে শূন্য-মস্তিষ্ক মস্তক
কণ্টকিত ; কেশরাশি সরল রেখায়
সুসজ্জিত, সজারুর কণ্টক যেমন।
পরিধান রক্ত চেলি, রক্ত চেলি গলে।
গ্রীবা বেষ্টি' এক অগ্র ঝুলিছে উরসে,
পৃষ্ঠদেশে লম্বমান অগ্র অন্যতর।
রক্ত চন্দনের ফোটা শোভিছে ললাটে,
মধ্যে শুক্ল চন্দনের বিন্দু মনোহর।
করে যষ্টি, কণ্ঠে কণ্ঠী, কর্ণেতে কুণ্ডল।
অন্য মূর্ত্তি?—চিত্রাতীত! কল্পনা বিজয়!
শ্যাম বর্ণ, খর্ব্বাকৃতি। নিতান্ত সংশয়
শরীরের দৈর্ঘ্য কিম্বা নেমি উদরের
দীর্ঘতর? শোভিতেছে স্ফীত মহোদর,
চর্ম্মাবৃত তানপুরার তুম্বি মনোহর।
চতুষ্কোণাকৃতি মুখে নয়ন যুগল
ভাসমান পূর্ণচক্র! হায়! নাসিকার,
নয়নের সন্ধিস্থানে নাই নিদর্শন,

তদধে ভীষণ মূর্ত্তি, জুড়িয়া বদন!
ঊর্দ্ধবক্র অগ্র ভাগ দ্বিগুণ ভীষণ!
বিহঙ্গের চঞ্চু জিনি অধরযুগল—
মরি কি বিচিত্র শোভা। হাসিলে আবার
ফাটি চঞ্চু কর্ণ হতে, মরি! কর্ণান্তরে,
ব্যাদানে বদন দুই সরল রেখায়,
বিকাশিয়া কৃষ্ণ-রক্ত গজদন্ত মালা।
এই মূর্ত্তি প্রৌঢ়! কিন্তু মস্তকে তাহার
নাহি কেশ চিহ্ন মাত্র, মসৃণ তালুকা
তৈলোজ্জ্বল। ঘুচাইতে ফল ভ্রম, আছে
এক রেখা কেশাবলি বেষ্টিয়া মস্তক।
পরিধান শ্বেত বস্ত্র, অনাবৃতোদর;
কুঞ্চিত উড়না খানি বেষ্টিত মস্তকে।
আজি এই বন পথে, এই মূর্ত্তিদ্বয়
দাঁড়ায়ে নীরবে, অধোমুখে। বৃকোদর
করিয়া দক্ষিণ করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ,
মদিরা-জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—
" ওই শুন, ওই শুন, চৌবেজি তোমার
পড়িলেন রণে বুঝি। কি করিবে দোবে?
নাহি রক্ষা আজি। কত নিষেধিনু তোরে
বনের ভিতরে ভাল নহে এ রহস্য;

নাহি স্থান, নাহি খাদ্য, ততোধিক নাহি
পালাবার পথ। কিন্তু মৃত্যুমুখে রোগী
গিলে না ঔষধ! হায়! কেমন প্রবৃত্তি
তোর না পারি বুঝিতে। মণ্ডায় যেমন
ভরেনা উদর মম, রমণী-সতীত্বে
তেমতি উদর তব হয় না পূরণ।
বিধাতা করিত যদি দিনেক আমারে
রমণীর অধিকারী; মনের আনন্দে
তবে বেচিতাম আমি, রমণী সামান্যা
মণ্ডার গণ্ডার, লাল-মোহনে রূপসী।
এ দুয়ের মধ্যে যদি একের লাগিয়া
হইতে উন্মত্ত তুমি, পারিতাম আমি
বুঝিতে সে মনোভাব। কিন্তু হায়! এই
অতৃপ্ত পিপাসা কেন রমণীর তরে?
কি ছার বদনচন্দ্র মুদ্রাচন্দ্র কাছে,—
অখণ্ড মণ্ডলাকার, সর্ব্বশক্তিমান,
একমেবাদ্বিতীয়ম্, চক্র সুদর্শন!
ত্রিদিব সঙ্গীত সেই রজত ঝননা,
মরি মরি কি মধুর! তার কাছে বল
কি ছার কামিনী-কণ্ঠ, প্রেম-আলাপন।
না জানি বিধাতা কেন সৃজিলা জগতে

নিকৃষ্ট রমণীজাতি, অনিষ্টের মূল।
জগতের যত দুঃখ, তাহারা কারণ!
তা না হলে হায়! আজি অরণ্য ভিতরে
মরিব আমরা কেন?”—
“মরিব আমরা!
হেন শক্তি আছে কার মারিবে আমারে—
সীতাকুণ্ডাধিপ আমি স্বয়ং শম্ভুনাথ!
ভীরু তুমি; নাহি জান কেবা আমি; আছে
কোন মহা অস্ত্র এই যষ্টিতে আমার—”
দেখাইলা যষ্টি প্রৌঢ়ে—“মনুষ্য কি ছার,
ব্যাঘ্র যদি আজি রণে হয় সম্মুখীন
নাহি ডরি আমি। নাহি জান তুমি কত
ব্যাঘ্র, কত হস্তী, এই করে বধিয়াছি
সম্মুখ সমরে আমি। জগতের কোন্
বিদ্যা নাহি এ উদরে, নাহি জানি কোন
গুণ? কি ভয় তোমার? সারথীর মত,
থাক তুমি আজি রণে সম্মুখে আমার,
দেখিবে বিক্রম!”
প্রৌঢ় ভাবিল অন্তরে—
“উত্তম ভরসা! সাত পুরুষে তোমার
মারে নাই কোন দিন শশক মশক।

এখনি যাইবে দর্প পর্ব্বত গহ্বরে।”
প্রকাশ্যে সত্রাসে প্রৌঢ় বলিল—“সম্মুখে !!
পশ্চাতেও আমি তব থাকিবার নয়।
ওই শুন, ওই শুন লাঠি ঠন ঠনি,
যুঝিতেছে যেন মত্ত মহিষ যুগল,
দুর্জ্জয় পবন কিম্বা ভাঙ্গিতেছে যেন
বংশ বন। ওই বুঝি চৌবেজী তোমার
ছাড়িলেন কলেবর! শার্দ্দূলের মত
বিলোড়ি কানন শুন আসিতেছে ওই!
মেড়ার লড়াই নহে;—তবু বীর তুমি;
রক্ষিবে আপনা। কিন্তু এই সুখসেব্য
উদর আমার,—যুদ্ধ? গৃহিণীর ডরে
হায়, চাহে ফাটিবারে! এক নখাঘাতে
হিরণ্য-কশিপু বধ ঘটিবে আমার।
এই বেলা চিন্তি আমি উপায় আমার,
ভূতলে বীরতা নাহি বুদ্ধির সমান।”
বলিয়া, অদূরে এক বৃক্ষের গোড়ায়,
স্তূপাকারে শুষ্ক পত্র, কাটুরিয়াগণ
রাখিয়াছে যথা, সেই স্তূপের ভিতরে
নীরবে প্রবেশি প্রৌঢ়, কম্পিত অধরে
(পদ্মাসনে বসি এই দুর্গের ভিতরে)

বলিল—"দোহাই বাবা! দোহাই তোমার
দিও না উদ্দেশ মম।"
এমন সময়ে
ভিষণ মূরতি এক,—রক্তাক্ত নয়ন,
নাশাগ্রে হতেছে যেন অনল নির্গত,
বিশাল ধমনীচয় ফাট ফাট যেন
ললাটে, যুগল ভুজে, যুগল চরণে,—
গরজিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসিলা ক্রোধে—
"গদাধর রণ! তুমি? এই কীর্ত্তি তব?
মোহন্ত হইয়া তুমি এ ঘোর নারকী?
যাত্রী রমণীর প্রতি এই অত্যাচার
তব?" কাঁপিতে কাঁপিতে ভীরু দুরাচার,
স্থির নেত্রদ্বয়,যেন সাক্ষাত শমন!—
যষ্ঠি হতে নিষ্কোযিয়া শাণিত কৃপাণ
উঠাইল আগন্তুকে। বিদ্যুত গতিতে
প্রহারিলা ভীম যষ্ঠি কৃপাণমুষ্টিতে
বীরবর, ঝনৎকারে উড়িয়া কৃপাণ
পড়িল অরণ্য মাঝে। করিয়া চীৎকার
প্রাণভয়ে গদাধর পড়িল পশ্চাতে;
শিলাহ'তে শিলান্তরে পড়িতে পড়িতে,
মূহূর্ত্তে অদৃশ্য হলো পর্ব্বত গহ্বরে।

স্বগতে বলিলা বীর—" গদাধর বন!
যাও, নাহি কলুষিব তীর্থ পূণ্যধাম,
নরাধম তুমি, তব জঘণ্য শোণিতে।
কিন্তু ওই করে পুনঃ ধরিবে না অসি,—
বীর অভরণ, তব কাপুরুষ করে।
কিন্তু কোথা—?" অতি ব্যস্তে বীর আগন্তুক
ইতস্ততঃ চারি দিক করি নিরীক্ষণ
জিজ্ঞাসিলা—" আর কেহ আছ এই বনে?"
" কেহ নাই,"—পত্র-স্তূপ উত্তরিল ধীরে।
স্বরোদ্দেশে বীরবর ফিরায়ে নয়ন
দেখিলা বিস্ময়ে এক প্রকাণ্ড উদর!
শোভিতেছে পত্র মাঝে যেন কৃষ্ণতল
এক কলসী সুন্দর। স্তূপের নিকটে
যুবা হয়ে অগ্রসর জিজ্ঞাসিলা—" এ কি!
মানুষ, না শুধু পেট?"
"শুধু পেট।" স্তূপ
উত্তরিল পুনঃ। যুবা ঈষদ হাসিয়া
কহিলা—"তুমি কে তবে?"
"ঢেঁকি পঞ্চানন।"
" ঢেঁকি পঞ্চানন!!" যুবা হাসিলা আবার।
"ন্যায় শাস্ত্র ব্যবসায়ী?"

"হুঁ হুঁ।"
"তবে ?"
"গুণে
পঞ্চানন।"—"ভাল, ভাল ?" সায় দিলা যুবা।
" কিন্তু বড় ইচ্ছা মম, বিদারি উদর,
কত গুণ আছে তাহে দেখি একবার।"—
" দোহাই তোমার বাবা ! যাহা আছে সব
দিতেছি বলিয়া—এক গুণ দুগ্ধ তাহে,
দধি দুই গুণ, তিন গুণ লুচি, আর
মণ্ডা চতুর্গুণ। ক্ষুদ্র উদর সাগরে,
দধি দুগ্ধ অম্বুরাশি, লুচি মণ্ডা চর।
ভীষণ ঝটিকা তাহে,—অর্থের পিপাসা।"
কৌতুকে হাসিলা যুবা ;—" আচ্ছা পঞ্চানন,
ক্ষমিলাম আমি। কিন্তু কাটুরিয়া ছোঁড়া
ওই পত্র স্তূপ প্রান্তে দিয়াছে অনল ;—"
"তুষানল হবে বাবা ! হবে তুষানল !"
ভীষণ চীৎকারে পেট, (করিয়া নির্গত
অতুল বদনচন্দ্র, নাসিকা সুন্দর)
পড়িল যুবার পদতলে, এক লম্ফে
মণ্ডূকের মত। উচ্চ হাস্য হাসি যুবা
সরিলা পশ্চাতে পঞ্চ হস্ত। করে, পদে,

ভর করি, বৃকোদর রাখিয়া ভূতলে,
কর্ণ হতে কর্ণান্তরে ব্যাদানি বদন,
বিকাশি দশন মালা কাতরতাচ্ছলে
কহিল মণ্ডূক—“ বাবা। দোহাই তোমার ”
দেখিয়া হাসিলা যুবা— “ঢেঁকি পঞ্চনন!
কেশাগ্রও আমি তব ছুঁইব না আজি—”
“ কেশাগ্রও নাই বাবা।”—মসৃণ মস্তক
দেখাইল পঞ্চানন। হাসি যুবা—“তবে
উদর তোমার, আজি অবিদীর্ণ রবে,
আমারে দেখাও যদি, কোথায় রমণী
এনেছ হরিয়া যারে।”
“ আমি নহে বাবা!
মোহন্ত পাপিষ্ঠ বাবা!—বড়ই পাপিষ্ঠ।”
কাঁদ কাঁদ মুখভঙ্গী করিয়া তখন
বলিতে লাগিল—“বেটা বড়ই পাপিষ্ঠ।
প্রথমে ভার্য্যায় মম সেবাদাসী করি’
রেখেছিল বেটা,—বাবা! দোহাই তোমার!
মিথ্যা যদি বলি,—ছাড়ি এবে গৃহিনীরে,
অনন্য কন্যার মম করেছে গ্রহণ,
ইজারা বিংশতি পঞ্চ বৎসরের তরে।
কৃষ্ণ লীলা;—”

"নরাধম ; কোথা সে রমণী
দেখা ;—নতু এই যষ্টি পড়িতেছে শিরে।"
ঊর্দ্ধে আস্ফালিয়া যষ্টি গর্জ্জিলা যুবক !
"বাবা গো! বাবা গো!"—ভয়ে করিয়া চীৎকার,
এক কর পাতি শিরে, অন্য করে ভীরু—
"ওই সে রমণী!" সঙ্কেতিয়া উত্তরিল।
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিলা যুবা
শিলাকক্ষে। পঞ্চানন কটিবাস ধরি
দুই করে, দিল দৌড়, ভীম-কর-ভ্রষ্ট
কীচকের মাংসপিণ্ড ছুটিল যেমতি।
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য!—কিন্তু বহু দূর হতে
শুনা গেল ডক, ডক, উদরের ধ্বনি।
শিলাকক্ষে,—একি দৃশ্য চিত্ত-বিদারক!
এক পার্শ্বে শিলাসনে একটী রমণী,
শায়িতা—মূর্চ্ছিতা! মরি! ফুলরাশি যেন
বনদেবী পুষ্পপাত্রে রহেছে পড়িয়া।
ক্ষুদ্র এক মেঘখণ্ড, সহ সৌদামিনী,
পড়িয়া ভূতলে, যেন পতনে মূর্চ্ছিতা।
নিমীলিত নেত্রদ্বয়। মুখশ্রী সুন্দর
মলিন ; স্তিমিত কান্তি ; করুণা প্লাবিত।
অচঞ্চল ভ্রুযুগল দীর্ঘ সুবঙ্কিম,

তুলিতে এঁকেছে যেন চারু চিত্রকর,—
স্থূলমধ্য, প্রান্তদ্বয় সূক্ষ্ম-রেখাঙ্কিত।
কোমল-কনক-কান্তি কপোলযুগলে
বিশ্রামিছে নয়নের কৃষ্ণ রোমাবলি,—
স্বভাব-অঞ্জন যেন, মরি কি সুন্দর!
উরস-স্খলিত চারু কৌষিকবসন
কাঁপিতেছে সমীরণে দেখায়ে ঈষদে,
নবীন-যৌবন-শোভা, রূপের সাগরে।
মানব-দুর্লভ রূপ! যেন শিল্পকর
কক্ষ শিলাধার হতে তুলেছে কাটিয়া,
অমানুষী শিক্ষা বলে; রেখেছে মাখিয়া,
তরল বিদ্যুতে কিবা স্বর্ণ মলম্বায়।
কিন্তু যে অচিন্ত্য ভাব দর্শক হৃদয়ে
হয় বিভাসিত রূপে,—দেখিতেছ যেন
অনন্ত স্বর্গের শোভা সম্মুখে তোমার,
উন্মেষিত,—হায়! তব তাপিত হৃদয়
শারদ-জ্যোৎস্না-স্নাত হইতেছে যেন;—
শিথিল সুভুজবল্লি শীতল পাষাণে
অযত্নে পড়িয়া পার্শ্বে বিকাশিছে মরি
যেই চিত্রদ্রবী ভাব, দীনা, নিরাশ্রয়া;—
নাহি সাধ্য না পারিবে নর-শিল্পী কভু

তুলিতে চিত্রিতে পটে, কাটিতে পাষাণে।
বহুমূল্য রত্নরাজি উজ্জ্বল উরসে,
সুগোল প্রকোষ্ঠে কর্ণে, বঙ্কিম গ্রীবায়,
নিটোল বাহুতে, চারু কটি কুম্ভোপরে,
শোভিতেছ অঙ্গে অঙ্গে; কহিছে দর্শকে
রত্নাকর-রত্ন এই রূপসী রমণী।
কক্ষ এক পার্শ্বে এই কাম-কহিনুর
জ্বলিতেছে ছায়াধারে, অন্য পার্শ্বে এক
রজত মদিরাধার পান পাত্র এক
সুরাপূর্ণ! এক দিকে ত্রিদিব ললাম;
অন্য দিকে—কাঁপে অঙ্গ—নরকের ধ্বজা!
এক দিকে মন্দাকিনী, কলুষ-নাশিনী;
অন্য দিকে কর্ম্মনাশা! এক দিকে স্বর্গ;
অন্যত্রে নরক! মধ্যে ক্ষুদ্র নির্ঝরের
স্রোত ক্ষুদ্রতর বহে ক্ষুদ্র কল কলে।
মূর্চ্ছিত এ রূপরাশি, নিরখিতে যেন
ঊর্দ্ধ হতে বারিধারা নামিছে নির্ঝরে
নীরবে বা মৃদুরবে, পাছে চারুশীলা
জাগিয়া অঞ্চলে ঢাকে অতুল আনন।
মুহূর্ত্তেক যুবা এই অচঞ্চল রূপ
নিরখিলা, বিন্যাসিলা অঙ্গের বসন।

মুহূর্ত্তেক পরে বামা-বদন চন্দ্রিমা
যুবকের অঙ্কোপরে। গলদশ্রু যুবা
অঞ্জলি করিয়া স্নিগ্ধ নির্ঝর সলিল
বরষিছে রমণীর ললাটে নয়নে।
শোভিছে বদন যথা সুধাসিক্ত শশি,
শারদ শিশিরে সিক্ত কিম্বা সরোজিনী।
বহুক্ষণ পরে বামা ছাড়িলা নিশ্বাস
দীর্ঘ, কুসুম কাননে বহিল মলয়,
মৃদু কাঁপিল অধর। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে
কি যেন কহিলা বামা,—শুনিলা যুবক।
দুরুদুরু হিয়া তার উঠিল নাচিয়া
সেই সুমধুর স্বরে—সুধা বিস্ফারণে!
এখনো মূচ্ছিত বামা। কিছুক্ষণ পরে
কি কথা কহিলা যুবা, শ্রবণে বামার
শুনিল না কবি;—বামা এখনো মূচ্ছিতা।
দেখিতে দেখিতে কিন্তু কাঁপিল আবার
অধর যুগল। উচ্চৈঃস্বরে "প্রাণনাথ!"
পঞ্চমে উচ্ছ্বাসি, নেত্র মেলিলা রমণী।
একি! চন্দ্রশেখরের তপস্বী গায়ক!
"সকলই স্বপ্ন মম! সকলই ভ্রম।"
বলিতে বলিতে বামা উঠি আচম্বিতে

কৃতাঞ্জলিপুটে বসি সন্ন্যাসী সম্মুখে,—
শিবের সম্মুখে যেন বসিয়াছে ধ্যানে
মন্মথ-মোহিনী পতি-বিরহে-বিধুরা—
বলিতে লাগিলা—"প্রভো। স্বপ্নে অভাগিনী
দেখিল দেবতা কেহ আসি মর্ত্ত্যধামে
দস্যুদের হস্ত হতে রক্ষিলা আমারে।
তুমি সে দেবতা, প্রভো ?"
হাসিল যুবক ;—
"সরলে ! অলীক স্বপ্ন। উদাসীন আমি !
কিন্তু তপস্যার বলে ভবিতব্য-দ্বার
বিমুক্ত নয়নে মম। পারি দেখিবারে
অনন্ত, তমসাবৃত আলয় তাহার,
নহে বহু দূর—এই মানব নয়নে।
জানিলাম আজি চন্দ্রশেখরে বসিয়া
ঘোর অমঙ্গল, ভদ্রে ! নাসাগ্রে তোমার ;
লইলাম সঙ্গ আমি অজ্ঞাতে পশ্চাতে।
তোমারে ধরিল যবে দুরাচার দ্বয়,
"বাঘ ! বাঘ !" করি বিপ্র, বিশ্বাসঘাতক,
করিল চীৎকার ; ভয়ে করিল চীৎকার
সঙ্গিনী যাত্রিকাগণ। তব আর্ত্তনাদ
ডুবিল সে কোলাহলে—শুনিল না কেহ।

প্রাণভয়ে একেবারে ছুটিল সকলে,
দেখিল না কেহ, এই বিপদ তোমার।
অস্ত্রহীন, উদাসীন, দাঁড়াইয়া আমি!
কি করিব? এক লম্ফে বৃক্ষশাখা এক
লইনু ভাঙ্গিয়া, বেগে ছুটিনু পশ্চাতে
দস্যুদের। একজন সকৃপাণ করে
রোধিল আমার পথ, পাপী অন্য জন
গেল পলাইয়া, শূন্যে লইয়া তোমারে।"
নবীনে! সম্বর দৃষ্টি। নয়ন তোমার
নিলর্জ্জের মত দেখ তাপস বদনে
রয়েছে লাগিয়া। সে কি, কি দেখিছ এত
অজ্ঞাত বদনে? তুমি এখনো মূর্চ্ছিতা?
কি দেখিছ? রূপ? ছি ছি হাসিবে তোমারে
রমণী-জগত আজি! পুরুষের রূপ
আবক্ষ ঘোমটা টানি, দেখিলে সুন্দরি
নাহি ক্ষতি, সাধ্বীগণ ক্ষমিত তোমারে।
কিন্তু ওই দৃষ্টি তব,—অনাবৃত মুখে,
(অমেঘ শুধাংশু যেন চেয়ে ধরাতলে,)
অতৃপ্ত নয়নে? দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ পরে
চকোরী চাহিয়া যেন সুধাকর পানে,
কিম্বা মরুভূমে যেন তৃষ্ণায় কাতর

পথিক চাহিয়া হায়! দূর সরোবরে।
চেয়ে আছে বামা আত্ম-বিস্মৃতার মত,
যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে তাহার
উঠেছে জাগিয়া, তাহে গিয়াছে ভাসিয়া
রমণী নয়ন, মন, প্রথম উচ্ছ্বাসে।
কথা অবসরে যেই তাপস নয়ন
চাহিল বামার পানে, নামিল নয়ন
রমণীর ধীরে; যেন আঁধারি বসুধা
সুধাংশুর কর আহা! নামিল পাতালে।
ফুরাইল রমণীর জাগ্রত স্বপন।
কিন্তু সেই দৃষ্টি যোগী দেখিলা ঈষদে,
ভাসিল অপাঙ্গ-দৃষ্টি তাপস হৃদয়ে,
অস্তপ্রায় চন্দ্ররশ্মি ভাসে যেই মতে
জলধি হৃদয়ে, তমোরাশি আসি যবে
ঢাকিছে তাহারে। চিত্ত হলো উচ্ছ্বাসিত,
ঢাকিল আঁধারে। রক্ত ভাসিল কপোলে,
আবরিল ভস্মে। যুবা আরম্ভিল পুনঃ—
"ক্রমান্বয়ে দস্যুদ্বয়, আক্রমি' আমারে,
করিয়াছে প্রাণপণ অস্ত্র-ব্যবসায়ী
তারা, নহে শ্লথ-কর অস্ত্র সঞ্চালনে।
কিন্তু ভগবান্ ক্ষুদ্র যষ্টিতে আমার

কি শক্তি যে প্রদানিলা বলিতে না পারি ;
অষ্টধা হইয়া দুই তীক্ষ্ণ তরবার
গিয়াছে উড়িয়া। অঙ্গে রহিয়াছে মম
কেবল কটাক্ষ মাত্র”—দেখিলা বিস্ময়ে
বামা, অসি-জহ্বা-ক্ষত তাপস-শরীর।
“অস্ত্রধারী দ্বয়, পড়ে আছে বনপথে—
অর্দ্ধমৃত। উদাসীন আমি জীবহিংসা
পরম অধর্ম্ম মম—রেখেছি জীবন।
কিন্তু ইহ জন্মে অস্ত্র ধরিবেনা আর।
আসিতে আসিতে ভদ্রে এই বনপথে,
ওই তরুতলে শেষে পাইনু পাপিষ্ঠ
মোহন্তে, তুলিল অসি কাটিতে আমারে
ভীরু। একাঘাতে অসি পশ্চাতে তাহারা
দুরাচার, গেছে ওই পর্ব্বতগহ্বরে।
ছিল এক সহচর—কৌতুক মূরতি,
অর্দ্ধ-পশু, অর্দ্ধ-নর!—গেছে পলাইয়া।
“ভগবন্! হায়, আমি অবোধ অবলা”—
কৃতজ্ঞতা-আর্দ্র চিত্তে সজল নয়নে,
করযোড়ে, দীন নেত্রে, চাহিয়া জীবন—
জীবন অধিক নারী-সতীত্ব—রক্ষকে,
উত্তরিলা—“হায়, আমি অবোধ অবলা

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব কেমনে ?
কি দিব তোমারে, তুমি উদাসীন প্রভু ?
হায়! মাতঃ বঙ্গভূমি কত সবে আর
দুহিতার দুঃখ তব ? অভাগিনীগণ
অন্তঃপুর-কারারুদ্ধ যবনের ডরে।
জগতের ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ সকলে
পায় যেই সুখ—রবি, শশি, সমীরণ,—
না পাই জননি হায়! দুঃখিনী আমরা!
এক মাত্র তীর্থ ধাম, সেই সুখাধার
আমাদের,—মুক্তি-রাজ্য বঙ্গ-মহিলার!
তাহাতেও দুরাচার মোহন্ত পামর
যবন অধিক হায়! করে অত্যাচার,
নিরাশ্রয় বামাগণে। বঙ্গভূমি কত
সবে আর ? ভগবন্! নহে মিথ্যা স্বপ্ন
মম, দেবরূপী তুমি আসিলে আমারে
বিপদ অরণ্য মাঝে,—বিপন্ন হরিণী
আমি!—করিতে উদ্ধার। করিতে উদ্ধার
অজ্ঞাত সমুদ্র গর্ভে, ভীম ঝটিকায়
মগ্নপ্রায়, হায়! এই অবলা-তরণী।
কিন্তু যেই দেবমূর্ত্তি স্বপনে আমায়
উদ্ধারিলা, প্রবোধিয়া কহিলা আমারে

'চারুশীলে। অনিবার আরাধনা তব
পশিয়া অমরপুরে, ত্রিপুরারি পদে,
উপজিল দয়া দেব যোগীন্দ্র হৃদয়ে,—
যথা জটা হতে পূত তরলা জাহ্নবী।
পাঠাইলা আজি দেব রক্ষিতে তোমারে
এ বিপদে, কহিতে তোমারে, এত দিনে
পূর্ণ মনোরথ তব, পাবে প্রাণনাথ।'
বহিল শীতলানিল এমন সময়ে,
ভাসিল তাহাতে নাম মম! মরি, যথা
সুদূর বংশীর তান—একটী উচ্ছ্বাস—
স্থির সমীরণে নিশি দ্বিতীয় প্রহরে
ভাসিল প্রান্তরে কিবা উপত্যকামূলে।
একটী কোকিলকণ্ঠ—নির্জ্জন কাননে!
সে কি কণ্ঠ! সেই কণ্ঠ চির পরিচিত।
আশৈশব, হায়, মম জীবন সঙ্গীত!
যৌবনের সুখ স্বপ্ন! এ দুই বৎসর
শুনিয়াছি যাহা, প্রতি পত্রের মর্ম্মরে;
সমীর স্বননে প্রতি বিহঙ্গ কূজনে;
শুনিয়াছি অনিবার আপন নিশ্বাসে;
নিদ্রায় স্বপনে রাজ্যে শুনেছি শ্রবণে
সেই কণ্ঠ অন্তঃস্থলে করিল প্রবেশ

শীতলি' তাপিত প্রাণ; নিরাশা নিরুদ্ধ
হৃদয়ের যন্ত্র, দ্রুত চলিল আবার
সেই কণ্ঠে,—দুরু দুরু কাঁপিল হৃদয়।
ডাকিলাম—'প্রাণনাথ!' উন্মাদিনী আমি।
হায়রে! ভাঙ্গিল মূর্চ্ছা, জাগিনু তখন।
ভগবন্! সে কণ্ঠ কি শুনিবে আবার,
অভাগিনী? দেখিব কি—যার তরে হায়!
বিষাদ-সাগর গৃহ, আসিনু ছাড়িয়া
তীর্থধামে, ডুবাইতে দুঃসহ বিষাদ
জন কোলাহলে,—আমি দেখিব কি সেই
জীবন-সর্ব্বস্ব মম? কহ দেব! যদি
ভবিষ্যৎ-জ্ঞান বলে কিম্বা দৈববলে,
পার কহিবারে, কহ—প্রাণেশ আমার
আছে কি এ নরলোকে? মানবী নয়নে
পারিব দেখিতে তাঁরে? কিম্বা নাহি যদি
জীবন আমার, তবে কহ দয়া করি,
নিক্ষেপি এ দেহ এই পর্ব্বত গহ্বরে,
নিবাই দুঃসহ জ্বালা সম্মুখে তোমার।
নাহি নাথ মম।—আছে জীবন আমার!
মানে না হৃদয় মম, করে না বিশ্বাস,
ঘুচাও, যোগীন্দ্র! এই দারুণ সন্দেহ

ধরি পদে তব।”—বামা বলিতে বলিতে
দুই করে তাপসের ধরিলা চরণ।
উন্মাদিনী স্থির নেত্রে রহিলা চাহিয়া।
নেত্র ছল ছল যোগী, ভাবি অধোমুখে,
উত্তরিলা অর্দ্ধ-রুদ্ধ প্রকম্পিত স্বরে—
“সরলে! প্রণয়ী তব আছেন জীবিত।”
“জীবিত!— কোথায় নাথ?”
“স্বদেশ উদ্দেশে,
তব বিরহে বিধুর।”
আর না। হইল
রমণী হৃদয় ক্ষুদ্র, পূর্ণিত, প্লাবিত!
বামজানু বামাঙ্গিনী—রাখিয়া পাষাণে
ঈষদ্ উন্নত অঙ্গ; ক্ষুদ্র করদ্বয়
নৃত্যশীল হৃদিপরে; চাহি ঊর্দ্ধ পানে
প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে,—সজল, উজ্জ্বল!—
বলিলা তরল কণ্ঠে—“চন্দ্রনাথ! ধন্য
তুমি প্রভু! হায় নাথ! তব দরশনে
দুঃখিনীর নিষ্প্রদীপ প্রণয় মন্দিরে
এই ক্ষীণ আশালোক উজ্জ্বলিল আজি।
প্রবাহিল আজি এই ক্ষুদ্র আশা-স্রোত
চিত্ত-মরুভূমে মম! দয়াময়! দয়া

করি, আর দুই দিন, নির্ব্বাপিত প্রায়
জীবন-প্রদীপ চির-দুঃখিনীর রাখ
সমুজ্জ্বল নাথ! যেন বারেক দুঃখিনী
আপন জীবননাথে পারে দেখিবারে।
না পাই প্রানেশে যদি,—না হয় আমার,
আমার সর্ব্বস্ব ধন, নাহি ক্ষতি; তবু
বারেক দেখিব নাথে নয়ন ভরিয়া।
দেখিব, নিরখে যথা দীনা কাঙ্গালিনী
রাজেন্দ্রাণী শির-রত্ন—মুকুটের মণি।
এই ভিক্ষা চাহে দাসী।”
নীরবিলা বামা।
নীরবে শেখর পানে রহিলা চাহিয়া।
নীরবে নয়ন হ'তে দুই অশ্রু ধারা
ঈষদ্ আনন্দোজ্জ্বল আরক্ত কপোলে
নামিতেছে ধীরে ধীরে। পড়িতেছে ধীরে
মার্জ্জিত কনক বক্ষে, কনক কমলে
তরল মুকুতা রাশি; প্রভাত শিশির
মানস সরসে, স্মিত-বিকচ পঙ্কজে
ঝরে বিকসিতে যথা সর-সুশোভিনী!
নির্ঝর সলিলে সিক্ত দীর্ঘ কেশরাশি,
ঘন ঘনাকারে বাহি পৃষ্ঠ সুললিত

পড়িয়াছে শিলাসনে। অশ্রু-মুক্তা-ফলে,
অথবা নিবিড় কৃষ্ণ অলকা কুন্তলে,
ঈষদ প্রফুল্ল মুখে, কনক উরসে,
নীলাভ নয়নে, নীল কৌষিক বসনে,
বিকাশে অমর জ্যোতি পশ্চিম ভাস্কর।
আহা কি পবিত্র মূর্ত্তি! মরি কি সুন্দর!
যোগিবর কেন অশ্রু নয়নে তোমার?
রমণীর প্রেমানন্দে তাপস-হৃদয়
তব হইল দ্রবিত? কিম্বা দেখিতেছ
আরাধ্যা ঈশ্বরী তব, সম্মুখে তোমার,
মূর্ত্তিমতী, জ্যোতির্ম্ময়ী? আর কেন তবে?
আর কেন যোগিবর? পূর্ণ মনোরথ!
বাহু প্রসারিয়া যুবা উন্মত্তের মত
আলিঙ্গিয়া প্রেমমূর্ত্তি, কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"কুসুমিকে!—কুসুমিকে! এই হতভাগ্য
বীরেন্দ্র তোমার, তব চির-উপাসক।
বীরেন্দ্র জীবিত!—নহে জাতিভ্রষ্ট! প্রিয়ে!
তোমার বীরেন্দ্র এই চরণে তোমার!"
পড়িলা যুবতী, ছিন্নমূল লতা যেন,
বীরেন্দ্র-গলায়,—হায়! তপস্যার ফল!
শঙ্কর! সলিল-শয্যা ত্যজ একবার!

দেখ আসি, রঙ্গমতী-নিৰ্জ্জন-কাননে,
নিরমল কাঞ্চী-নদী-তীরে নিরজনে,
খেলিত সতত যেই বালক বালিকা ;
একত্রে গাইত গীত, নাচিত উল্লাসে ;
একত্রে সাঁতার দিত কাঞ্চীর সলিলে ;
একত্রে উঠিত উচ্চ পর্ব্বত শেখরে ;
একত্রে তুলিত ফুল ; বিনাইত মালা ;
সাজাইত পরস্পরে ; কিম্বা নিরজনে
একত্রে পড়িত বসি তরুর ছায়ায়,
সুললিত সংস্কৃত কবিতা সুন্দর ;—
শঙ্কর ! সলিল শয্যা ত্যজ একবার !
দেখ আসি আজি ওই পশ্চিম ভাস্করে
সমুজ্জ্বল শিলাকক্ষে, দেখ আসি সেই
বালক যুবক, সেই বালিকা যুবতী,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে ! যুবক গলায়
শোভে স্বর্ণ ভুজহার ; যুবক উরসে
হাসে বিকসিত পূর্ণ বদন চন্দ্রিমা।
যুবক সুভুজ পাশে নব যুবতীরে
বাঁধিয়া হৃদয়ে ;—রাখি, বঙ্কিম গ্রীবায়
আরক্ত কপোল উষ্ণ, যুবতী ললাটে—
ত্রিদিব দর্পণে মরি !—গণিছে নীরবে

হৃদয়-তরঙ্গ যেন, প্রেমে উচ্ছলিত।
আনন্দ মূরতি দুই! যুগল বদনে
ভাসিছে আনন্দ রাশি পশ্চিম তপনে,
ঝরিছে নয়ন পথে সলিল, ধারায়।
নীরব পর্ব্বত-কক্ষ! তরুরাজি শির
হইয়াছে স্বর্ণময় মৃদুল কিরণে।
কেবল নির্ঝর জল তর তর স্বরে
নামিতেছে; তর তরে যেতেছে সরিয়া,
রবিকরে সমুজ্জ্বল, তরল, চঞ্চল!
নীরবে—আপন ভাবে আপনি বিভোর!—
বসিয়া যুগল রূপ! অনিশ্বাসে, মরি,
ভূতলে স্বর্গের সুখ দেখিছে নয়নে।
বীরেন্দ্র! ভূতলে আজি, মানব মণ্ডলে
তুমি সুখী! নিশাময়ী জীবনে তোমার
আজি একদিন। আজি, সুখী তুমি ভবে!
অস্ত-মুখ দিনমণি, হেন সুখ আর
দেখি নাই, দেখিবে না মানব জীবনে।

চতুর্থ সর্গ।

রঙ্গমতী বনে।

সুচারু হাসিনী ঊষা, প্রসারিয়া কর
অবলম্বি' গিরিশৃঙ্গ রঙ্গমতী বনে,
উঠিছে আকাশ পথে। সে কর পরশে
শৃঙ্গ হতে অন্ধকার পড়িছে খসিয়া
পর্ব্বত গহ্বরে ধীরে, উঠিছে ভাসিয়া
কাননের সুশ্যামল শোভা মনোহর।
প্রকৃতি মেলিছে আঁখি, প্রভাত অনিলে
শুনি সুখময়ী ঊষা প্রেম সম্ভাষণ,
কোমল অস্ফুট স্বনে, পত্রের মর্ম্মরে।
এখনো কুলায়ে বসি, প্রভাত কাকলী
গাইছে বিহঙ্গচয়—বন-বৈতালিক।
কেবল বায়সগণ উড়িয়া, বসিয়া,
বর্ষিতেছে কা কা ধ্বনি, ঘোষিছে প্রভাত।
"বিচিত্র মানব মন!" উচ্চতম শৃঙ্গে
বসিয়া বীরেন্দ্র, চাহি পূরব গগনে

ঊষার সুকর লেখা, বলিলা নিশ্বাসি—
"বিচিত্র মানব মন! হায় কত দিন
বসি এই গিরিশৃঙ্গে শৈশবে, কৈশোরে,
লভিয়াছি কত সুখ নিদাঘ প্রভাতে।
শৈশবে কাকলী সহ কণ্ঠ মিলাইয়া,
কত যে গাইত শূন্য-হৃদয়া বালিকা,
শূন্যমনা শিশু আমি গাইতাম কত!
গাইতাম, হাসিতাম;—কি গীত। কি হাসি!
কি অর্থ তাহার! শুনি সরল সঙ্গীত,
ঝলকে ঝলকে হাসি, হাসিত গগনে
ঊষা, প্রতিবিম্ব লয়ে ঝলকে ঝলকে
হাসিত তরলা কাঞ্চী গিরি-পদ-তলে।
বারেক কোকিল যদি কুহরিত ডালে;
প্রতিধ্বনিময় করি, কানন, গহ্বর,
কত কুহরিত সেই বালিকা কোকিল!
অনুকরি সুপঞ্চমে 'বউ-কথা-কহ,'
কত যে ডাকিত, কত হাসিত, কহিত
ব্যঙ্গ করি পাখীবরে! দূর বীণা মত
এখনো বাজিছে, হায়, শ্রবণে আমার,
সেই সরল সঙ্গীত! আশৈশব তার
বড়ই কুসুমে সাধ,—নির্ম্মিত কুসুমে

কুসুমিকা ; বন ফুল তুলিয়া দুজনে
সাজিতাম; সাজাতেম খেলার পুতুল
কুসুমের, হলুদিয়া পুতুলে পুতুলে
দিতাম বিবাহ রঙ্গে, পাড়াতেম ঘুম
অচেতন দম্পতীরে কুসুম শয্যায়.
নির্ম্মাইয়া লতা পত্রে কুঞ্জ মনোহর।”
আবার যুবার আজি হইল স্মরণ
কুসুমিকা সহ কত কলহ সুন্দর—
শৈশব-সুলভ ! মনে পড়িল তাহার,
একদিন নির্ম্মাইয়া মৃণ্ময়ী প্রতিমা
দুজনে পূজিতেছিলা, হাসিয়া বীরেন্দ্র
বলিলা,—‘কুসুম! দেখ প্রতিমা আমার
তোমার প্রতিমা চেয়ে কতই সুন্দর!’
শুনি ক্রোধে কুসুমিকা আরক্ত হইয়া,
এক ক্ষুদ্র পদাঘাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া
বীরেন্দ্রের দেব-মূর্ত্তি ; সক্রোধে বীরেন্দ্র
নিক্ষেপিলা কুসুমের মৃণ্ময় পুতুল
পর্ব্বত গহ্বরে,—রণ বাজিল তুমুল।
বসাইলা ক্ষুদ্র দন্ত বীরেন্দ্র-হৃদয়ে
কুসুমিকা, সচীৎকারে বীরেন্দ্র তাহারে
সরাইতে নখস্পর্শে বাল কুসুমের

কুসুম-কোমল বক্ষে উঠিল শোণিত,—
দাস দাসী ত্রস্তে আসি নিবারিল রণ।
যুবার পড়িল মনে, কিছু দিনান্তরে
আবার কানন কোলে বীরেন্দ্র কুসুম
ফুটিলে, শঙ্কর চাহি কুসুমের পানে
কহিল—"কুসুম! দেখ কামড়ে তোমার
ক্ষত বীরেন্দ্রের বুক। দুষ্ট তুমি, আর
খেলিবে না তব সনে বীরেণ আমার।"
বালিকার অভিমানে ক্ষুদ্র মুখ খানি
ভরিল; ভাসিল রক্ত কপোল যুগলে;
অশ্রু ভরে টল টল হইল যুগল
নিরমল, নীলোৎপল, আয়ত লোচন।
দুই ক্ষুদ্র কর-পৃষ্ঠে মুছিয়া নয়ন
কহিলা কাঁদিয়া—"কেন বিরেণ আমার
করে নাই ক্ষত বুক?" দেখিলা বীরেন্দ্র
নিষ্ঠুর নখর চিহ্ন বালিকার বুকে,—
শত দল দলে যেন কালির আঁচড়!
কুসুমের কাছে গিয়া সজল নয়নে,
কমল নয়ন হ'তে সরাইয়া কর,—
"আইস কুসুম চল খেলিব দুজনে"—
বলিলা বীরেন্দ্র। বালা হাসিয়া তখন

ধরিলা বালক কর। অশ্রু আবরণে
নেত্র হাসিল তখন, বাল-সৌর-করে
হাসিল কমল যেন নীহার মণ্ডিত।
সে অশ্রু, সে হাসি, হাসি-অশ্রু-সমুজ্জ্বল
বালেন্দু বদন,—মনে পড়িল যুবার।
স্মৃতিতে বিহ্বল যুবা অবনত মুখে,
মন্দ মন্দ পাদক্ষেপে ভ্রমিতে লাগিলা
প্রভাত কাকলীপূর্ণ কানন ভিতরে।
ফল মূলাহারী বন-বিহঙ্গ-নিচয়—
বন ঋষি,—মিলাইয়া সপ্ত স্বর এবে
গাইতেছে সাম গান,—প্রভাত কীর্ত্তন।
ময়ূর পেখম খুলি বসিয়াছে ডালে
বিকাসি বিচিত্র শোভা বালার্ক কিরণে ;—
পাদপ মেলিয়া যেন সহস্র নয়ন,
দেখে নবোদিত ভানু—রক্ত প্রদর্শন !—
প্রকাণ্ড সিন্দূর ফোটা প্রকৃতি ললাটে।
শ্বেত, কৃষ্ণ, পুচ্ছমালা, স্তবকে স্তবকে
দেখাইয়া মুহুর্মুহুঃ উড়িছে ‘ রিশাল ’
বৃক্ষে বৃক্ষে ; বনে বনে, কুরঙ্গ, শশক,
ছুটিছে নক্ষত্র বেগে প্রভাত উল্লাসে।
ডাকিতেছে স্থানে স্থানে কানন কুক্কুট

রহিয়া, রহিয়া, করি গিরি উপত্যকা
প্রতিধ্বনিময়। কভু বন বিলোড়িয়া
শুনা যায় দূর-বনে মাতঙ্গ গর্জ্জন,—
ভূতলে জিমূত মন্দ্র ; কখন বা দূরে
ব্যাঘ্রের জৃম্ভণ—ঘোর ঘর্ঘর ভীষণ !
যেন মৃত্যু-কণ্ঠধ্বনি, রদন ঘর্ষণ !
সম্মুখে দেখিলা যুবা, পর্ব্বত গহ্বরে
সুন্দর সলিল খণ্ড, শূন্য অবয়ব,—
স্বভাব সরসী !—উচ্চ পর্ব্বতে বেষ্টিত।
পাষাণ-শরীরী বন, রেখেছে লুকায়ে
তরল হৃদয় যেন,—**নির্ম্মলা** রূপিণী।
ছয় ঋতু চারু মূর্ত্তি বিরাজিত হেথা।
নির্ম্মিত তড়াগ পার্শ্ব কঠিন শিলায় ;
শোভে স্বচ্ছ বারি-তলে বালুকার স্তর,
উজ্জ্বল পারদ স্তর দর্পণে যেমতি।
চারু শিলাময় তীরে রয়েছে পড়িয়া
কত রূপ শিলারাশি, কৌতুক আকার।
কোথা শিলা শয্যা, কোথা চারু শিলাসন,
কোথা বা অনুচ্চ শিলা-মঞ্চ মনোহর।
ফলে পুষ্পে সুসজ্জিত অটবী সুন্দর
শোভে তীরে, সাজাইয়া স্থানে স্থানে, মরি,

শ্যামল নিকুঞ্জ, নানা বর্ণ লতা পুষ্পে,
পল্লবে, শাখায়,—বনদেবী ক্রীড়া কক্ষ !
নানা জাতি জলচর খেলিছে সলিলে,
বনচর নানা জাতি খেলিতেছে তীরে।
ক্রমে বাড়িতেছে বেলা ; ভাস্কর বিভায়
বিকাশি কনক ছটা খেলিছে সলিলে
চঞ্চল হিল্লোল রাশি কাঁপিয়া, মিশিয়া।
যুবার পড়িল মনে, এই সরোবরে,
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে, মঞ্চে, শয্যায়, আসনে,
কত দিন কত ক্রীড়া করিলা দুজনে।
কত কথা, কত গীত, কহিলা, গাইলা ;
পড়াইলা কত কাব্য, দরিদ্র কুসুমে
কত সাধে, কত সুখে ; পড়িলা আপনি
কলকণ্ঠে বিমোহিয়া বালিকার মন।
কৈশোরে একদা, স্মৃতি কহিল যুবায়,
মধ্যাহ্নে মৃগয়া অন্তে, দিবা দ্বিপ্রহরে
একাকী বসিয়া ওই লতিকা শিবিরে
শীতল ছায়ায়, সিগ্ধ নীরজ অনিল
বহিছে তরঙ্গময় প্রতিধ্বনি তুলি
যুবার বাঁশরী স্বর ; তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিছে নামিছে স্বর, কাঁপিছে, কাঁদিছে।

সলিল কল্লোল সহ সে স্বর লহরী
প্লাবি' উপত্যকা মূল, নীরবি' নীরব
কানন, ছাইছে তপ্ত মধ্যাহ্ন গগন,
সঞ্চারি নিদাঘ তাপে বাসন্তী মাধুরী।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ-বধূ-মুখে মুখ দিয়া
তন্দ্রাগত শুনিতেছে, শুনিতেছে ফণী—
নীরব, অচল ফণা, মন্ত্রমুগ্ধ যেন!
শুনিছে বিহঙ্গ কর্ণ নীরবে পাতিয়া।
মাতঙ্গ মোহিত প্রাণ, আছে দাঁড়াইয়া
শুনিতে সে স্বর ভুলি মুখের মৃণাল;
শুনিতেছে পশুগণ ভুলি রোমন্থন।
শুনিতেছে—যেই যুবা দেখিলা ফিরিয়া,
নীরবিল বাঁশী—এক অপূর্ব্ব মূরতি!
কিশোরী বালিকা এক, বিমুক্ত কবরী;
স্নাত কেশ রাশি পড়ি প্রপাতের মত
সুবর্ণ উরসে, অংসে, সুবর্ণ লতায়,
পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, অঙ্গে, শ্বেত অমল অম্বরে,
বিকাশিছে কাল্পনিক শোভা মনোহর,—
অমাবশ্যা পূর্ণিমার চারু সম্মিলন!
সুবঙ্কিম ভ্রূ-যুগলে, বিস্তৃত নয়নে,
চারু নাসিকায়, ক্ষুদ্র আরক্ত অধরে,

নবীন যৌবন-স্পর্শে মৃদু-তরঙ্গিত—
শিল্পকর-পরাভব—দেহ-মহিমায়
সমুজ্জ্বল লতা কক্ষ। স্থির দূর নেত্রে
চাহি নির্ম্মলার পানে,—সরসী হৃদয়ে
খেলিছে অনল বিভা, মধ্যাহ্ন কিরণে,—
বংশী রবে চিত্ত হারা, চিত্ররূপী বালা!
যুবকের মুগ্ধ কণ্ঠে অজ্ঞাতে ধ্বনিল—
"কুসুমিকা!"—চমকিলা বামা; চারু হাসি
হাসিয়া ঈষদ,—লজ্জা রঞ্জিল বদন,
করিয়া সুবর্ণ বর্ণে অলক্ত সঞ্চার,—
কহিলা,—"দেখেছ ওই মধ্য সরোবরে
ফুটিয়াছে, মরি কিবা কুসুম সুন্দর।"
একটী,—দেখিলা যুবা,—একটী কুসুম,
মধ্য জলে,—মধ্যাকাশে একটী নক্ষত্র
মরি শোভিতেছে যেন! লম্ফ দিয়া যুবা
পড়িলা সলিলে, বেগে চলিলা সাঁতারি
তুলিবারে সেই ফুল। মুগ্ধ কুসুমিকা
দেখিলা সুন্দরতর, পুষ্প অন্যতর
চলিল ভাসিয়া সেই সরসী সলিলে।
তুলি ফুল, ব্যঙ্গ করি, বীরেন্দ্র তখন
বুঝিতে বালিকা মন, করিলা চীৎকার—

"কুসুম ! কুসুম ! দেখ চরণে ধরিয়া
টানিতেছে কে আমায়"—ডুবিলা যুবক।
মস্তক তুলিয়া যবে দেখিলা আবার,
ছাড়িলা চীৎকার ত্রাসে—"কুসুম ! কুসুম !
কি করিলি, কি করিলি"—দেখিলা যুবক
ভাসিতেছে কেশরাশি সলিল উপরে,
কৃষ্ণ ভুজঙ্গিনী যেন।
তুলিলা কেমনে,
সলিলের গর্ভ হতে অস্তমিত শশী ;
কত যে কাঁদিলা, কোলে লইয়া নির্জ্জনে
সেই অচেতন বালা, কেমনে কুসুম
"বীরেণ, বীরেণ," বলি কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,
পাইলা চেতন,—সেই সকরুণ ধ্বনি
ভাসিল স্মৃতিতে, হায় ! হইল যুবার
বাষ্পাকুল নেত্রদ্বয় ; শুনিলা যখন
বীরেন্দ্র ডুবিয়াছিলা, রহস্যের ছলে
কত যে হাসিলা বালা সজল নয়নে
অপ্রতিভ, আজি মনে পড়িল যুবার।
হায়রে পড়িল মনে,——
এমন সময়
ভাসিল নির্জ্জনে বীরকণ্ঠ সুগম্ভীর।

চলেছে শিকারী এক গাইয়া গাইয়া
সরল হৃদয়ে সুখে। স্বভাব সঙ্গীত
সুধাময়, স্বভাবের সন্তান গায়ক।

শিকারীর গীত।

১

কি সুখ যখন, প্রভাতে উঠিয়া
চুম্বিয়া অধর ফুল,
ফুলরাণী তোর, প্রবেশি কাননে,-
শিকার সুখের মূল।

২

বন কুসুমের প্রথম সৌরভ
আনন্দে মাখিয়া গায়,
কি সুখ যখন, প্রভাত অনিল
উৎসাহ ঢালিয়া যায়।

৩

কি সুখ যখন, কাকলীর সনে
আনন্দ অন্তরে গাই,
ভ্রমি বনে বনে, নির্ভয় অন্তরে,
যথায় তথায় যাই।

কি সুখ যখন পবনের বেগে
মৃগের পশ্চাতে ধাই,
কানন কণ্টকে, ক্ষত কলেবর,
কিছু না জানিতে পাই।

৫

কি সুখ যখন, আহত মৃগেন্দ্র
শৃঙ্গ আস্ফালিয়া ফিরে ;
মস্তক পাতিয়া কৃতান্তের মত
আক্রমে আনত শিরে।

৬

শাখা প্রশাখায় ভীম শৃঙ্গদ্বয়
ধরায় শাণায় যবে,
মুখে ফেনা উঠে, চোকে অগ্নি ছুটে,
কি শোভা দেখিতে তবে ?

নাশাগ্রে জীবন শিকারী হানিয়া
অব্যর্থ শাণিত শর,
কি সুখ যখন, পাড়ে ভূমিতলে,
মহাবল শৃঙ্গধর।

৮

তূণে আছে সুরা, ছাড়ি সিংহনাদ
আনন্দে করিয়া পান।
কি সুখ-প্রবাহ ছুটে ধমনীতে
মাতিয়া উঠেরে প্রাণ!

বিজয় পতাকা,——সশৃঙ্গ মস্তক—
কুটীরে লইয়া যাই,
হাসে ফুলরাণী, শুনিয়া কাহিনী,
কি সুখ তখন পাই।

১০

যবে সেই মাংস, মদিরার সহ,
ফুলরাণী দেয় আনি,
আছে কোন সুখ, এই ধরাতলে,
মনে নাহি তুচ্ছ মানি।

১১

আহারান্তে সুখে, শীতল ছায়ায়,
যুড়াই মৃগয়া শ্রম,
শিয়রে বসিয়া, ফুলরাণী বুনে
বসন প্রফুল্ল মন।

১২

কভু পতিপ্রাণা, আদরে নিদ্রায়
চুম্বিয়া মাতায় প্রাণ,
চমকি আবেশে, জাগিয়া কি সুখে,
শুনি উচ্চ হাসি তান।

১৩

সন্ধ্যা সমীরণে, শৈল চন্দ্রালোকে
বসিয়া বিতানে সুখে,
কভু করি গান, কভু করি পান,
আনন্দ ধরে না বুকে।

১৪

ছায়ার আড়ালে, বসিয়া কভু বা,
মদিরা মোহিত প্রাণে,
প্রণয়ের কথা, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে,
কহি ধীরে কাণে কাণে।

১৫

তমসা যামিনী, আসিলে আবার
আঁধারিয়া বনস্থলি।
দীপ পূর্ণ ডালা, মাথায় বাঁধিয়া,
নিশিথ শিকারে চলি।

১৬

নাচিতে নাচিতে, ভ্রমি বনে বনে,
ডমরু বাজাই করে,
নাচে তালে তালে, কুরঙ্গ ভুজঙ্গ,
আর যত বনচরে।

১৭

নাচে আলো শিরে, নাচে ভূমিতলে
ভুজঙ্গ ধরিয়া ফণা,
কুরঙ্গ, শশক, নাচে বনচর,
জ্বলে নেত্রে অগ্নিকণা।

১৮

নাচিতে নাচিতে, আসিলে নিকটে,
শাণিত কৃপাণ ঘায়,
স্তরে স্তরে স্তরে, কুরঙ্গ, শশক,
চৌদিকে পড়িয়া যায়।

১৯

আসিলে শার্দ্দূল, ভীষণ মহিষ,
রাখি ডালা ধরাতলে,
লুকায়ে আঁধারে হানি তীক্ষ্ণ শর,
বিঁধি বজ্র বক্ষঃস্থলে।

২০

ভীষণ গর্জ্জন, ডালা আক্রমণ,
ক্রোধান্ধ বিক্ষত বাণে,—
কি সুখ তখন উপজে হৃদয়ে,
কেবল শিকারী জানে।

২১

কুটীরে ফিরিয়া কহিতে কহিতে
মৃগয়া কাহিনী সুখে,
কি সুখ নিদ্রায়, হই নিমগন
ফুলরাণী তোর বুকে।

অকস্মাৎ গীতপূর্ণ নির্জ্জন গহ্বরে
ভাসিল চীৎকার ধ্বনি; ভৈরব গর্জ্জনে
কাঁপিল পর্ব্বত রাজ্য; ভাঙ্গিল হঠাৎ
গীতমুগ্ধ যুবকের জাগ্রত স্বপন।
একটী তরুতে যুবা পার্শ্ব হেলাইয়া
সঙ্গীত শুনিতেছিলা—অপলক নেত্র,
অনিশ্বাস নাসা, প্রাণযন্ত্র অচঞ্চল,
বিশ্রামে বঙ্কিম গ্রীবা তরু পরশিয়া;—
নামিলা নক্ষত্রগতি পর্ব্বত গহ্বরে।
"বাঘ! বাঘ! বাঘ!" পুন উঠিল চীৎকার
নির্জ্জন কন্দরে। যুবা দেখিলা সম্মুখে

সংহারক-মূর্ত্তি ব্যাঘ্র রক্তাক্ত বদনে
আক্রমিয়া রোষে এক হতভাগ্য নর।
মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল অসি খেলিল বিজলী,
মুহূর্ত্তে শোণিতোন্মত্ত ভীষণ শার্দ্দূল
দিল লম্ফ আগন্তুকে নিনাদি ঘর্ঘর,
মুহূর্ত্তেক পরে, ছাড়ি প্রলয় গর্জ্জন
পড়িল ভূতলে ব্যাঘ্র, অর্দ্ধ ছিন্ন গ্রীবা।
ত্রস্তে অগ্রসরি যুবা দেখিলা বিস্ময়ে
ধর্ম্মের নিয়তি সূক্ষ্ম! দেখিলা বিস্ময়ে
ছিন্ন গ্রীবা, ভিন্ন বক্ষ, দন্তে তৃণ কাটি,
চন্দ্র শেখরের সেই বিপ্র নরাধম। যুবা
চমকি সরিলা দূরে, হ'ল রোমাঞ্চিত
সর্ব্বাঙ্গ, কাঁপিল দেহ থর থর থর।
পুন অগ্রসরি ধীরে দেখিলা সভয়ে
ঘুরিতেছে ব্রাহ্মণের নেত্র তারাদ্বয়
মৃত্যু চক্রে; "বাঘ! বাঘ!" অত্যুচ্চ চীৎকার
ছাড়ি বিপ্র, তেয়াগিল মুমূর্ষু জীবন।

শব পার্শ্বে জানুপাতি বসিয়া বীরেন্দ্র,
চাহি আকাশের পানে বলিতে লাগিলা,
গলদশ্রু, কৃতাঞ্জলিপুটে—"ন্যায়বান্!
তব সূক্ষ্ম নীতি, নাথ, দেবজ্ঞানাতীত,

কি বুঝিবে ক্ষুদ্র নর? পতঙ্গ কেমনে
বুঝিবে অনন্ত সৃষ্টি-রচনা-কৌশল?
কি দেখিবে জড় নেত্র, জ্ঞানের আলোক
না পায় প্রবেশ যথা? এইরূপে তুমি
অন্তরীক্ষে থাকি, পাপ পুণ্য ফলাফল
করহ বিধান এই বিশ্ব চরাচরে।
অন্ধ নর! দেখিয়াও দেখিতে না পায়
ভীষণ অপক্ষপাতী অসি নিয়ন্তার,
ঝাঁপ দেয় বহ্নি মুখে পতঙ্গের মত।"
নেত্র নামাইয়া ধীরে দেখিলা যুবক,
ব্যাঘ্রাধিক ভয়ঙ্কর দস্যু কৃষ্ণকায়
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তাঁর, নিষ্কোষিয়া করে
ভীম অসি। দৃষ্টিমাত্র উঠিল শিহরি
বীরেন্দ্রের বীর বক্ষ, দাঁড়াইলা যুবা।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দাঁড়াইলা যথা
রক্ষকুল-অবতংশ রাঘব সম্মুখে।
অথবা মৃগেন্দ্র যথা নিদ্রান্তে দেখিয়া
কালরূপী মহাব্যাধ বিবরের দ্বারে।
দন্ত কড় মড়ি দস্যু বলিল গর্জ্জিয়া—
"আততায়ি! নরহন্তা! বধিলি পথিকে
তস্করের মত তুই, ভীরু কাপুরুষ!

এই লও প্রতিফল,”—উঠাইল অসি;
কটাক্ষে ফলক পাতি লইলা আঘাত
বীরেন্দ্র,—প্রস্তর খণ্ডে গিরীন্দ্র যেমতি
লইলা পাতিয়া বজ্র। দুই পদ সরি
বলিলা বীরেন্দ্র—“দস্যু! চাহ যদি রণ,
পূরাইব সাধ তব; কিন্তু ব্রাহ্মণের
পবিত্র শোণিতে সিক্ত ওই দূর্ব্বাদল,
না দিব তোমায়, সদ্য কলুষিতে তব
ম্লেচ্ছ পরশনে। এই ক্ষুদ্র সমতল
রঙ্গ-ভূমি আছে কাছে; চল পাবে রণ,
আপন সমাধিক্ষেত্রে হও অগ্রসর।”
“ম্লেচ্ছ!—কি বলিলি ভীরু অল্পপ্রাণি!
আমার সমাধিক্ষেত্র।”—সরোষে উত্তরি
আক্রমিল পরাক্রমে। লম্ফে লম্ফে, যুবা
অসামান্য শিক্ষাবলে, কভু জানু পাতি
ভূমিতলে, কভু শূন্যে উঠি, কভু দ্রুত
চর্ম্ম সঞ্চালনে, একে একে নিবারিলা
দস্যুর প্রহার, প্রতিপ্রহারে আপনি
নিরত, অন্তরে দস্যু মানিল বিস্ময়,
জানিল বালক ক্রীড়া নহে এই রণ।
আঁখির পলকে যুবা এক পার্শ্বে সরি,

দাঁড়াইলা রাখি পৃষ্ঠ পর্ব্বতের গায়ে।
পিধানে রাখিয়া অসি, আস্ফালিয়া ভুজ,
আচ্ছাদি' ফলকে বক্ষ, দৃঢ় বাম করে,
কহিলা হাসিয়া—"দস্যু! বুঝিলা পরীক্ষা,
বুঝিলা কিঞ্চিৎ মম সমর কৌশল।
শক্তির প্রমাণ ইচ্ছ যদি চাহ ওই
ছিন্ন ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর পড়িয়া ভূতলে।
ক্ষান্ত দাও প্রাণ লয়ে যাও ফিরে ঘরে।
একে রণমূর্খ তুমি, জাতিতে তস্কর
অন্যতরে, তব সনে রণ নাহি ইচ্ছে
আর্য্যের তনয়—বীর-প্রসূতি-প্রসূন।
অবলা, অবলী মূর্খ, অবধ্য সমরে।
অস্ত্র-শিক্ষা আরো যদি দেখিতে বাসনা,
ধর অসি, ধরিব না আমি, পরশিতে
অঙ্গ মম, কর প্রাণ পণ, অপবিত্র
তব করবালে—হত্যা রক্তে কলঙ্কিত
ম্লেচ্ছের কৃপাণ।"
উচ্চ হাসি হাসি দস্যু
কহিল কৌতুক কণ্ঠে—"সাবাস্! সাবাস্!
নিরস্ত্র যুঝিবি আজি অস্ত্রধারী বীর
সহ,—মূর্খোচিত পণ। হীন বঙ্গবাসী

তুই, বীর্য্যে বামাধম ; অন্তঃপুর দুর্গ
তোর ; চর্ম্ম, বর্ম্ম তোর অঙ্গনা অঞ্চল ;
তুই কেন পারিবিরে ধরিতে সমরে
বীর-অভরণ অসি ? বুদ্ধিজীবী তুই
রাখিল পিধানে অসি, গুরুভারে তার
কামিনী-কোমল কর হইবে ব্যথিত।
কিন্তু মূঢ় জানিস্ কি কার সনে তোর
এ চাতুরী ? শুন্ তবে কম্পিত হৃদয়ে,
নাম মম বেঞ্জামিন, পূর্ব্ব-বঙ্গ-ত্রাস ;
বীরত্বে যাহার সিন্ধু বিধূনিত ; বন,
ভূধর, কম্পিত ; ভয়ে যার, পিতৃগণ
তোর লুকাইল এই পর্ব্বত গহ্বরে,
কেশরীর ত্রাসে যেন সশঙ্ক শশক ;
যার ভুজবলে ওই খ্রীষ্টীয় কেতন
উড়িছে চট্টল * দুর্গে, বিজীত সমরে ;
পিতা তোর পলাতক ভয়েতে যাহার।"
"চিনিলাম" ক্রোধে যুবা করিল উত্তর-
"তুমি সেই বারিচর সমুদ্র-তস্কর,
তোমার বীরত্ব চুরি ; হত্যা ব্যবসায় ;
সম্মুখ সমরে তুমি নও অগ্রসর।

* চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম।

নিরীহ নিদ্রিতে যথা দংশে কাল ফণী,
কিম্বা ব্যাঘ্র,অসতর্ক আক্রমে পথিকে,
তেমতি তস্কর তুমি কর আক্রমণ
বণিক বারিধি-গর্ভে, গৃহাশ্রমী গ্রামে।
কত গ্রাম, কত গঞ্জ, সুন্দর নগর,
বিনষ্ট তোমার দস্যু-অসিতে, অনলে ;
আরক্ত সুনীল সিন্ধু বণিক শোণিতে।
নিশীথে চোরের মত প্রবেশি চট্টলে
করিয়াছ অরক্ষিত দুর্গ অধিকার,
দস্যুত্বে,—বীরত্ব কথা আনিও না মুখে।
কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত কাল আজি উপস্থিত,
পাবে আজি প্রতিফল বীরত্বের তব
ব্রহ্ম-হত্যাকারী ওই বীর ব্যাঘ্র মত।
কর দস্যু প্রাণপণ ”—
বিজাতী হুঙ্কার
ছাড়ি দস্যু দুরাচার, আস্ফালিয়া অসি,
আক্রমিল বলে, যেন প্রমত্ত কুঞ্জর।
কভু পার্শ্ব, কভু বক্ষ, কভু হস্ত, পদ,
শির কভু, অঙ্গ অঙ্গ, স্থির লক্ষ্য করি
প্রহারিল তীক্ষ্ণ অসি, কিন্তু যুবকের
কি শিক্ষা কৌশল, একে একে একে

উত্তরিল খড়্গাঘাত অভেদ্য ফলকে
গুরু শব্দে,—শিলাবৃষ্টি সুদৃঢ় উপলে।
মানিল বিস্ময় দস্যু, ধৈর্য্যচ্যুত, স্থান-
ভ্রষ্ট করিতে যুবায় ভাবিয়া উপায়,
হানিল দক্ষিণ পদ ; এক লম্ফে যুবা
হইয়া অন্তর, দ্রুত নিষ্কোষিয়া অসি,—
"নিশ্চয় মরণ তোর"—গর্জ্জিলা সরোষে,-
"দেখিলি ফলক শিক্ষা, মৃত্যুমুখে এবে
দেখ আর্য্য বীরপণা অসি সঞ্চালন।"
বাজিল তুমুল রণ। ঘুরিয়া ফিরিয়া
চক্রাকারে যোদ্ধাদ্বয়ে,—শিক্ষা নিরুপম,—
প্রহারিছে পরস্পরে। ছায়া অন্ধকারে
দুই বিদ্যুল্লতা যেন খেলিতে লাগিল
দুই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ। অলক্ষ্য নয়নে
তীব্র বেগ—অবিশ্রান্ত ভুজ সঞ্চালন।
সকৃপাণ করদ্বয় আস্ফালিছে, যেন
বিষ জিহ্বা লেলিহান ভুজঙ্গ যুগল।
থেকে থেকে যোদ্ধাদ্বয় ঘোর সিংহনাদে
কাঁপাইছে বনস্থলী, ছুটিছে বিহঙ্গ
কলরবে, বন পশু পশিছে বিবরে।
খেলিছে অনল রক্ত নয়ন যুগলে,

অসিধারে, বিধূমিত সঘন নিশ্বাসে।
ঝরিতেছে রক্তধারা উভয়ের অঙ্গে
অঙ্গে, জীবন প্রবাহ যেতেছে বহিয়া।
মহাযোদ্ধা দস্যুপতি পার্শ্বব প্রহারে
যুবকের বাম করে করিল আঘাত,
খসিয়া পড়িল চর্ম্ম, ছাড়িল হুঙ্কার
দস্যু বীর। দস্যুধ্বনি না হইতে শেষ,
বিদ্যুত গতিতে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার
লাগিল যে বজ্রাঘাত, উড়িল কৃপাণ,
ঘোর যন্ত্রণায় দস্যু ছাড়িয়া চীৎকার,
লম্ফ দিয়া লৌহ ভুজে ধরিয়া বীরেন্দ্রে,—
অপ্রস্তুত বীরবর—ফেলিল ভূতলে।
রক্তস্রাবে ক্লান্ত দেহে মূর্চ্ছার সঞ্চার
মুহূর্ত্তেক হল, সেই গুরু নিপত'নে।
জানু পাতি বেঞ্জামিন বীরেন্দ্রের বুকে
বসি দৃঢ়াসনে, অট্ট হাসিল ভীষণ।
নিষ্কোষিয়া তীক্ষ্ণ ছুরী কটিবন্ধ হতে,
বলিল হাসিয়া—"খৃষ্টদ্বেষী দুরাচার
অন্তিম সময়ে স্মর্ খৃষ্টনাম, পাবি
পরিত্রাণ পরলোকে; অন্তিমে বারেক
স্মর্ সেই কুসুমিকা চারু চন্দ্রানন।"

দস্যুর রহস্যে,—দস্যু কলুষিত মুখে
শুনি সেই পুণ্য নাম, শিহরিলা যুবা,
ছুটিল অনল-স্রোত শিরায় শিরায়,
নব শক্তি আবির্ভূত হইল শরীরে।
কিন্তু পর্ব্বতের চূড়া চাপিয়াছে বুকে,
কি করিবে হতভাগ্য! করের কৃপাণ
পড়েছে খসিয়া দূরে, ভীম নিপতনে।
বীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, হায়! কি ভাবিছ যুবা?
কুসুমিকা মুখ? হায়! ওই দেখ, ওই
নামিতেছে তীক্ষ্ণ ছুরী হৃদয়ে তোমার!
সম্বর সম্বর যুবা!
ছুরিকাগ্র বীত
বেগে বীরেন্দ্রের বুকে নামিল, পড়িল
দস্যু ঢলিয়া ভূতলে, ছাড়িয়া চীৎকার
তীব্র বিষধরে যেন করিল দংশন।
কটাক্ষে বীরেন্দ্র, অন্য শাণিত ছুরিকা
দস্যু কটিবন্ধ হতে লয়ে দ্রুত করে,
আঘাত করিয়া ছিলা পর্ত্তুগীস বুকে
ভীম বলে, সে প্রহারে পড়িল ভূতলে
দস্যুপতি, শৃঙ্গধর শৃঙ্গ যেন ভীম
বজ্রাঘাতে।

মূর্চ্ছাগত দস্যুপতি ; বসি
বক্ষোপরে যুবা—যেন কৃষ্ণাঙ্গার-স্তূপে
দেব বৈশ্বানর,—দস্যু নিরস্ত্র করিলা।
কিছুপরে বেঞ্জামিন পাইলে সম্বিত,
বলিলা বীরেন্দ্র—“মাগ্ প্রাণ ভিক্ষা পাপি
“প্রাণ ভিক্ষা তুই ভীরু বাঙ্গালীর কাছে
প্রাণান্তে প্রার্থনা নাহি করে পর্ত্তুগীস”—
উত্তরিল দস্যুরাজ, গর্জ্জিল শার্দ্দূল
যেন পর্ব্বত গহ্বরে। তখন বীরেন্দ্র
অসি করি উত্তোলন কহিলা গম্ভীরে—
“সম্মুখে নরক. মহাপাপি তব তরে,
স্মর ইষ্ট দেব” নেত্র মুদিল পামর,
হইল বদন কান্তি বিকট ভীষণ।
মুহূর্ত্ত নীরব, পুন আরম্ভিলা যুবা,—
“দস্যু-চূড়ামণি! আর্য্য রণধর্ম্ম নহে,
ভূতলে পতিত হেন নিরস্ত্র শত্রুরে
বধিতে শীতল রক্তে। হেন আততায়ী
কার্য্য বীরধর্ম্ম নহে। কর পলায়ন
তস্কর পাপিষ্ঠ তুমি আপন বিবরে।
তব কাপুরুষ রক্তে, নাহি কলঙ্কিব
বীর-অসি, যাও পাপি নির্ভয় হৃদয়ে।

আর্য্য-সুতে কভু নাহি সম্বোধিও রণে।
অস্ত্রাঘাতে যেই শিক্ষা লিখিনু হৃদয়ে
রাখিও স্মরণ। যদি জীবনের সাধ
থাকে তব, রাজ্যলিপ্সা করি সম্বরণ,
স্বদেশ-নরকে তব পালাও সত্বর,
ছাড়ি এই পুণ্য ভূমি। নতুবা নিশ্চয়
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত ঘটিবে অচিরে।"
যুদ্ধান্তে অনতিদূরে পর্ব্বত গহ্বরে,
বীরেন্দ্র বসিয়া কাঞ্চী প্রপাতের কাছে
শিলাসনে; শত হস্ত ঊর্দ্ধ হতে, কাঞ্চী
স্রোতস্বতী মহাদৃশ্য!—নামিতেছে ভীমা
ভৈরব গর্জ্জনে। বহুদূর অবিশ্রান্ত
জীমূত-গর্জ্জনে বিঘোষিত, বিলোড়িত
শত মহার্ণব যেন মহাপ্রভঞ্জনে।
বিস্তৃত সলিল ধারা শোভিতেছে যেন
বিশাল স্ফাটিক স্তম্ভ ভাস্কর কিরণে।
প্রপাতের প্রতিঘাতে সফেণ সলিলে
খেলিতেছে গিরিমূলে অসংখ্য ফোয়ারা,
বহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপিয়া শ্বেত পুষ্পরাশি,—
গিরিমূলে যেন শত পুষ্প-প্রস্রবণ
উঠিছে, ফুটিছে ফুল, পড়িছে, মিশিছে।

জলদেবী মরি যেন রজত আধারে,
দূর হতে বোধ হয়, রেখেছে সাজায়ে
তরল রজত পুষ্পঝার মনোহর,
পূজিতে প্রপাত পদ। সলিল কণায়
গিরিতলে বহুদূর অশ্রান্ত বরিষা।
শ্বেত, রক্ত, ক্ষুদ্র মীন, ঝাঁকে, ঝাঁকে, ঝাঁকে,
খেলিছে নির্ভয়ে সেই বারি বিলোড়নে
বিকাশি অপূর্ব্ব শোভা। বীরেন্দ্র সে ক্রীড়া
দেখিয়া দেখিয়া, রণ-শ্রান্ত ক্ষত দেহ
প্রক্ষালিছে, ভাবিতেছে প্রভাত ঘটনা
চয় সন্দিগ্ধ হৃদয়ে। ভাবিতেছে মনে
কত দিনে শিবজীর সমর প্রবাহ
উত্তরিবে সিংহনাদে বিন্ধ্যাচল হতে
সমতল বঙ্গভূমে, ওই প্রপাতের
মত; কত দিনে মহারাষ্ট্রীয় কেতন
উড়িবে গরবে বঙ্গে—স্বাধীন সোহাগে;
আবার হাসিবে বঙ্গ, বিধর্ম্মী শোণিতে
নিবাইবে মনস্তাপ। কত দিনে আর
পাবে প্রাণ কুসুমিকা, বীর কণ্ঠহার,
নিষ্পেষিয়া নরাধম দুরন্ত মাতুলে।
পিতৃমাতৃহীনা বালা—যুবার ভিজিল

নেত্র,—মাতুলের স্নেহে পালিতা, পীড়িতা।
না দিবে মাতুল জাতিভ্রষ্ট যুবকের
সহিত বিবাহ, ক্রোধে কাঁপিল অধর
বীরেন্দ্রের। লইবেন কুসুমিকা বলে,
করিলেন পণ, কিন্তু নাহি পিতৃরাজ্য,
জিনিবেন কোন্ রূপে এক ভুজবলে
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী পাপিষ্ঠ মাতুলে।
হরিবেন তবে? না না, তস্করের কার্য্যে
যুবার হইল ঘৃণা—
"বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র!"—
যুবক দেখিলা পার্শ্বে ফিরায়ে বদন,
পিতৃব্য মর্কট রায়, চমকিলা যুবা।
নিদ্রান্তে ভুজঙ্গ দেখি শয্যার নিকটে
চমকে গৃহস্থ যথা, কিন্তু না জানিলা
যুবক, কাঁপিল কেন হৃদয় তাহার।
সম্ভ্রমে উঠিতে যুবা ধরি দুই কর
বসা'ল মর্কট রায়, বসিয়া আপনি,
কহিল—"বীরেন্দ্র, তুমি বন পর্য্যটনে
আসিলা প্রভাতে দেখি, আসিলাম আমি
পশ্চাতে শুনিয়া এক শুভ সমাচার।
আসিছেন পিতা তব,—কিন্তু বৎস বল

এ কি চিহ্ন কলেবরে রক্ত জবা যেন ?
কেমনে হইল অঙ্গ বিক্ষত এমন ?
একি অঙ্গে একি যেন চন্দনের ধারা ?"
যুবকে বেড়িয়া প্রৌঢ় কাঁদিতে লাগিল—
"হায় রে শৈশবে তোরে কোলে কোলে
আমি রাখিয়াছি, অঙ্গ ব্যথা পায় পাছে
কোমল শয্যায়, হায় ! আজি হেন অঙ্গে
কে করিল অস্ত্রাঘাত পাষাণ হৃদয় ?"
অশ্রুধারা ঝরি, রক্তধারা সহ অঙ্গে
বহিতে লাগিল। যুবা উত্তরিলা—"পিতঃ
না হও অস্থির, প্রাতে দস্যু একজন
সম্বোধিল রণে, আমি ভ্রাতুষ্পুত্র তব,
সমরে বিমুখ নহি, পূরাইনু তার
যুদ্ধসাধ, ওই বনে রহেছে পড়িয়া
অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ দস্যু নরাধম ;
অসি জিহ্বা মাত্র অঙ্গে লেগেছে আমার।
কহ পিতঃ ! শুনি তব শুভ সমাচার।"
মর্ক্কট মুছিয়া অশ্রু ক্ষুদ্র নেত্র হতে
আরম্ভিল পুনঃ—"বৎস ! দেখিয়াছি আমি,
দস্যুপতি বেঞ্জামিন ওই বন পথে,
প্রকম্পিত পূর্ব্ব বঙ্গ পরাক্রমে যার।

তুমি কি একাকী তারে পরাজিলে রণে ?
কুলের তিলক তুমি, ধন্য শিক্ষা তব!”—
বলি আলিঙ্গিয়া সুখে চুম্বিল ললাট
বীরেন্দ্রের,—“হায়! বৎস আছিলা বিদেশে,
তুমি না জানিলা কত অত্যাচার তার।
কেমনে অর্দ্ধেক বঙ্গ করেছে শ্মশান
অগ্নিতে, অসিতে। হায় নিশীথে অজ্ঞাতে
পশি তব পিতৃদুর্গে তস্করের মত
কত অত্যাচার পাপী, বলিব কেমনে,
করিল নিশীথ রণে। আশৈশব আমি
না শিখিনু অস্ত্র শিক্ষা, ছিনু লুকাইয়া
ভয়ে কোণে, তবু দুষ্ট ধরিয়া আমারে
করিল যে অপমান, বলিতে না পারি।
চাহিল কাটিতে শির, শেষে ভীরু বলি
দিল মোরে খেদাইয়া দুর্গের বাহিরে।
না জানিনু কি ঘটিল জ্যেষ্ঠ সহোদরে,
কত খুঁজিলাম তাঁরে, কত কাঁদিলাম”
বলিতে বলিতে নেত্র মুছিল আবার।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, অবসরে যুবা
জিজ্ঞাসিলা, “কহ তাত শুভ সমাচার।”
আরম্ভিল পুনঃ প্রৌঢ়—“জনক তোমার—

শুনিলাম আসিছেন সসৈন্যে আবার—
বীরকুলর্ষভ ভ্রাতা !—উদ্ধারিতে বলে
নিজ রাজ্য, বিনাশিয়া মগ পর্ত্তুগীস।
রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্র করিতে আবার !
আপনি সায়েস্তা খাঁ, শুনিলাম আরো,
আসিছেন রণ-রঙ্গে, বীর বঙ্গাধিপ।
ইচ্ছা করে যাই নিজে সুকৃপাণ করে
সাধিতে ভ্রাতার কার্য্য, কিন্তু মনস্তাপ
না শিখিনু যুদ্ধ, খেদ রহিল অন্তরে।
এ বীর্য্য প্রবাহে মিশে যদি বৎস তব
বীরত্বের স্রোত, ক্ষুদ্র তৃণ রাশি মত,
নিশ্চয় অরাতিগণ যাইবে ভাসিয়া।”

“উত্তম মন্ত্রণা তব,” উত্তরিলা যুবা
স্থির ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহি প্রপাতের পানে,
“যবন সাপক্ষে কিন্তু ধরিতে কৃপাণ
নাহি সাধ, রণ-গুরু শিবজীর কাছে,
ভারত উদ্ধার ব্রতে আর্য্য অরিগণে
কেবল নাশিতে পিতঃ করিয়াছি পণ।”

“আর্য্য-অরি নহে কি হে মগ পর্ত্তুগীস ?
যবন সাপক্ষে নহে, জনকের তরে
ধরিতে কি ক্ষতি অসি ? তব জনকের

সহায়, সারথী মাত্র যবন এ রণে।
উদ্ধারিতে পিতৃরাজ্য, বসাইতে পুনঃ,
চট্টলের সিংহাসনে তব পিতৃদেবে
ধর যদি অসি, বৎস, বুঝিতে না পারি,
কেমনে প্রতিজ্ঞা তব হইল বিফল।
ভারত উদ্ধার! ক্ষিপ্ত তুমি, ভারত উদ্ধার
নহে বালকের ক্রীড়া। আজিও যবন
বিন্ধ্য হতে হিমাচল শাসিছে বিক্রমে,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র বহে পদ চিহ্ন ধরি।
এ শক্তি টলিবে কি হে তর্জ্জনী হেলনে?
উড়িবে কি হিমাচল পতঙ্গ নিশ্বাসে?
উড়ে যদি, আসে যদি সৈন্যের তরঙ্গ
শিবজীর বঙ্গদেশে, অর্দ্ধেক ভারত
প্লাবি' পরাক্রমে, একা অসহায় তুমি,
তোমা হতে কি সাহায্য হইবে তাঁহার?
পক্ষান্তরে, পিতৃরাজ্য করিতে উদ্ধার
পার যদি; শিবজীর রণ-ভেরী যবে
বাজিবে পশ্চিম প্রান্তে, পূর্ব্ব প্রান্তে তুমি
বাজালে বিজয়-শঙ্খ, দুই সিংহনাদে
কাঁপিবে যবন-লক্ষ্মী;—কিন্তু বৎস বল
দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত, জিনিয়া কি কাল

পশিবে শিবজী বঙ্গে, আসিবে চট্টলে ?
নাহি ধরে হেন গতি দেব প্রভঞ্জন,
তাড়িতাস্ত্র কিম্বা কবি-কল্পনার বাণ
না পারিবে এই রাজ্য ভ্রমিতে কেবল
এত অল্প কালে,—বহুদূর এখনও
যবন পতন, সেই আশা এখনও
সুদূর স্বপন। কিন্তু দুই দিন আর,
পিতার অদৃষ্ট তব হবে পরীক্ষিত।
মহাযোদ্ধা পর্ত্তুগীস; রণলক্ষ্মী যদি
হন বাম, বল তবে যাইবে কোথায় ?—
দাঁড়াতে সূচ্যগ্র স্থান পাইবে না, হায় !
জন্মভূমে; জন্মভূমি-ঘোর-নির্য্যাতন
সহিবে কেমনে ? বল সহিবে কেমনে
অসহায় অঙ্গনার সতীত্ব হরণ ?”
“আর না, পিতৃব্য !” বলি অস্বভাব স্বরে,
দাঁড়াইলা তীরবৎ বীরেন্দ্র সরোষে;
রোমাঞ্চিত দেহ, শুনি নারী নির্য্যাতন।
“চলিলাম রণে, পিতঃ, কর আশীর্ব্বাদ,
প্রক্ষালিয়া আসি যেন এই তীক্ষ্ণ অসি
মগ পর্ত্তুগীস রক্তে,—শোণিত প্রবাহে।
কিম্বা যেন ভাঙ্গি অসি অরাতি মস্তকে,

নিদ্রা যাই রণক্ষেত্রে।" বন্দিয়া চরণ
পিতৃব্যের ভক্তিভরে, চলিলা বীরেন্দ্র।
যুবকে ধরিয়া বক্ষে, আশীষিল প্রৌঢ়—
" যাও বীরপুত্র তুমি, এস ফিরে ঘরে
পিতৃসহ রণজয়ী ; বিজয় পতাকা
কাটিয়া আনিও বৎস বেঞ্জামিন শির,
বালক বালিকাগণ দেখিবে কৌতুক।"
শুনি শিহরিলা যুবা, চলি দুই পদ
ফিরিলা আবার। " ব্যাঘ্র-হত-বিপ্র-কক্ষে
ছিল এই পত্র পিতঃ তব নামাঙ্কিত,
ক্ষমিও, ভুলিয়াছিনু দিতে এতক্ষণ।"
বলি পত্র দিয়া যুবা চলিলা সত্বর।
প্রৌঢ় অনিমেষ নেত্রে রহিল চাহিয়া
বহুক্ষণ। যেই যুবা বীরেন্দ্র কেশরী
অদৃশ্য হইল দূর বন-অন্তরালে,
ঘোর উচ্চ হাসি পাপী উঠিল হাসিয়া।
" বীরভোগ্যা বসুন্ধরা যে বলে সে মূঢ় ;
ধরাতলে নহে বীর্য্য বুদ্ধির মতন।
বীর্য্যবলে কে বেঁধেছে প্রমত্ত বারণ ?
যেই জাহ্নবীর স্রোতে মত্ত ঐরাবত
ভেসে গেল, জহ্নু মুনি বুদ্ধির কৌশলে

করিলা উদরে রুদ্ধ ;—জীবন্ত প্রমাণ,
নহে ভুজে, মহাশক্তি মানব উদরে।
মূর্খের ভরসা বীর্য্য, বুদ্ধি পণ্ডিতের।
বুদ্ধিবলে এ কণ্টক উদ্ধারিনু আজি,
নামাইনু এ পাষাণ হৃদয় হইতে।
দাম্ভিক যুবক! যাও মর গিয়া রণে,
চিনিয়াছে ওই শিশু বীর বেঞ্জামিন।
অপমান, রাজ্য-লিপ্সা, করিয়াছে ঘোর
উন্মত্ত তস্কর। পথ নিশ্চয় এবার
হইল কণ্টকশূন্য, শৈশব হইতে
কত যত্ন, ষড়যন্ত্র হয়েছে নিষ্ফল।
বিমাতায় বশীভূত করিয়া কৌশলে
জ্বালাইনু সপত্নীর কলহ-অনল।
না পারি সহিতে, বনে গর্ব্বিনী জননী
পশিল নিশীথে, কিন্তু না মরিয়া বনে
হিংস্র-জন্তু-মুখে, পুত্র করিল প্রসব।
না জানিনু হায় এই রহস্য সংবাদ,
নারিনু অঙ্কুরে শত্রু করিতে নিপাত।
কিছু দিনান্তরে, আশা ভাবিনু সফল,
কাশি-প্রবাসিনী মাতা আসিনু রাখিয়া
শমন মন্দিরে ; কত যত্ন করিলাম

বধিতে শাবক গুপ্ত বিষ দানে, কিন্তু
রমণীহৃদয় হায়! বুঝিতে না পারি,—
হইল বিমাতা মনে দয়ার সঞ্চার।
দেখিলাম অন্ধকার, বিশ্বাস-ঘাতিনী
পাপীয়সী হলাহলে হইল নীরব।
তার পরে কত চেষ্টা; পাপিষ্ঠ শঙ্কর
না জানি কি দৈব শক্তি আছিল তাহার,
বিফল করিল সব। অবশেষে বিধি
হইলেন অনুকূল, কণ্টক যুগল
নিরুদ্দেশ দাক্ষিণাত্যে, পাইয়া সুযোগ
রটাইনু জাতিভ্রষ্ট, নিহত সমরে।
পত্নী-পুত্র-শোকে ভ্রাতা ভাবিনু নিশ্চয়
ত্যজিবেন বৃদ্ধ কায়া. পাইব অচিরে
চট্টলের রাজ্যভার। কিন্তু হরিবোল,
ছাড়িল না প্রাণ-পাখী সে জীর্ণ পিঞ্জর।
কাটাইনু এই "কিন্তু"—সহজে নিরাশ
নহেন মর্ক্কট রায়—ষড়যন্ত্র করি।
ঘোর শিব চতুর্দ্দশী তমিস্র নিশীথে,
মাদকে মোহিত যবে প্রহরীনিচয়
মহোৎসবে, অলক্ষিতে গুপ্ত-দ্বার খুলি
আনিলাম দস্যু-স্রোত দুর্গের ভিতরে।

গেলেন ভাসিয়া ভ্রাতা। বিশ্বাসঘাতক
বেঞ্জামিন, নাহি দিল তথাপি আমারে
সিংহাসন। দুরাচার রণান্তে যখন
হইল মূর্চ্ছিত আজি, বড় ইচ্ছিলাম
এক পদাঘাতে, মৃৎ-কলসীর মত,
বিচূর্ণ করিতে শির, না পারিনু ভয়ে
ভাবিয়া মহিষাসুর মূরতি অন্তরে।
আশা-ইন্দ্রধনু মম মিশিল অম্বরে,
ডুবিল সুবর্ণ ঘট—রাজত্ব স্বপন—
অতল সাগরে,—পুনঃ কাণা চকে ফুটা,
ভ্রাতুষ্পুত্র-রূপী কাল ফিরিল আলয়ে ;
বীরমূর্ত্তি দেখি ভয়ে কাঁপিল হৃদয়।
শুনে যদি দীর্ঘ কীর্ত্তি-কলাপ আমার,
পিতৃ-নির্ব্বাসন-হেতু, ভাবিলাম মনে,
তবে ভবলীলা সাঙ্গ হইবে আমার।
কহিলাম বেঞ্জামিনে, সত্বরে আসিয়া
সংহার এ শত্রু তব সম্মুখ সমরে ;
নতুবা নিশ্চয় পৃষ্ঠ, সিংহ পরাক্রমে,
আক্রমিবে, সৈন্য সজ্জা করিছে গোপনে।
মন্ত্রমুগ্ধ হলো সর্প। আনিলাম তারে
এ বিবরে। পট-গৃহে প্রভাতে বসিয়া

ভাবিতেছি দুই জনে দংশন উপায়,—
মগ পর্ত্তুগীস চমূ গিয়াছে উত্তরে,
ভেটিতে নবাবসেনা। এমন সময়ে
শুনিনু গর্জ্জন ঘোর, শেখরে উঠিয়া
ক্ষত বিপ্র, হত ব্যাঘ্র, দেখিনু অদূরে।
কহিলাম দস্যু দুষ্টে, “ কর আক্রমণ
সহচরগণ সহ, মিলেছে সুযোগ !”
কি যে ঢেঁকী বীর ধর্ম্ম বুঝিতে না পারি,
শুনিল না উপদেশ, যুঝিল একাকী,
হাতে হাতে প্রতিফল পাইল তাহার :
এক মাত্র মন্ত্র আর, বুদ্ধির ভাণ্ডারে
আছিল, দিলাম তাহা ভ্রাতুষ্পুত্র কাণে,
বুদ্ধিহীন-বীর্য্য-বহ্নি উঠিল জ্বলিয়া।
“ কিন্তু এই খানে হায়! অতল সলিলে
ডুবিল রাজত্ব-আশা। অথবা কি কায
রাজত্বে আমার? ভয়ে মার্জার দেখিলে
কাঁপে প্রাণ, সিংহাসনে নাহি প্রয়োজন।
বহু দিন মনে মনে করিয়াছি স্থির,
বীরের বদন গ্রাস লইব কাড়িয়া
বুদ্ধিবলে,—কুসুমিকা হইবে আমার।
পঞ্চদশ সহচর, দস্যু বেঞ্জামিন

রেখে গেল মম করে—মত্ত অপমানে,—
হরিবারে কুসুমিকা, করিতে লুণ্ঠন
মাতুল আলয় তার। কিন্তু বিষধর
দুর্জ্জয় থাকিতে কাছে, কে পারে হরিতে
তার মস্তকের মণি?—তাই এ ভুজগে
প্রেরিল গরুড়ালয়ে মর্ক্কট কৌশলে।
মাতুলের অর্দ্ধ ধন, কুসুমিকা আর—
নারী-রত্ন মহাধন,—হইবে আমার,
হয়েছে স্বীকৃত দস্যু। যাব শীঘ্র কাশী,
প্রক্ষালিব পাপরাশি জাহ্নবীর জলে;
ডুবাইব রাজ্য-লিপ্সা চারু কুসুমের
যৌবন-তরঙ্গ-পূর্ণ রূপের সাগরে।"
রুদ্ধ হলো চিন্তা-স্রোত, পাপের প্রবাহ।
পড়িল নয়ন পত্রে; বিপ্র-রক্ত-সিক্ত
পত্র দেখি পাপিষ্ঠের কাঁপিল হৃদয়;
থর থর কর, পত্র পড়িল খসিয়া।
আবার তুলিয়া পত্র, পড়িয়া সভয়ে
কটি চাপটিয়া পাপী উঠিল নাচিয়া—
"সাবাস। সাবাস!" পাপী বলিতে লাগিল,
আনন্দে বিকটতর, বিকট বদন।
"ঘটনার ঘনঘটা ক্রমে ঘনতর

হইতেছে, মনোরথ পূরিছে বিধাতা।
মর্কটের বুদ্ধিজালে, বীরেন্দ্র-কেশরী
কত হলো দৃষ্টি-হারা, তুমি ক্ষুদ্র মাছি—
তুমি গদাধর বন, যাইবে কোথায় ?
চাহ কুসুমিকা ? বহু অর্থ পুরস্কার ?
হবে উপপত্নী তব ? তুমি গদাধর,
আর বুদ্ধিধর আমি; দেখিব এবার,—
দেখিব গদার বল, বুদ্ধির নিকটে।
ঢেঁকী পঞ্চানন, পত্নী-বিক্রেতা পামর
হবে কুসুমের বর,—রহস্য সুন্দর !
ঘটাব সম্বন্ধ। অর্থ-লোলুপ মাতুল,—
মোহন্ত-স্বীকৃত-অর্থ দিব অর্দ্ধ তারে !
গিলেছে বড়িশ মূর্খ, জাতি-নাশ-কথা
ফুটেছে হৃদয়ে তার মর্কট কৌশলে ;
না দিবে বীরেন্দ্রে কন্যা প্রাণান্তে কখন।
তার পর—কি ভাবনা ? পরিষ্কার পথ !
তুলিব তুমুল ঝড় বিবাহ নিশিতে,
উড়িয়া আসিবে তাহে কুসুমিকা কোলে,
স্তূপাকারে অর্থ এই মর্কট উদরে।
যে হ'ক সে হ'ক রণে, কোন দুঃখ নাই।
হারে যদি পর্ত্তুগীস, প্রতিহিংসা-সুখ

পাইবে মর্কটরায় ; ভ্রাতার বিজয়ে
নাহি ক্ষতি, বীরেন্দ্র ত মরিবে নিশ্চয়
রুক্মিণী-হরণ কাব্যে। দম্ভী শিশুপাল
কলিতে মর্কট-চক্রে হইবে নিপাত।
নাম মম " মরকত, " রাখিলা আদরে
নাম-দাতা গুণ-গ্রাহী, ভাবীদৃষ্টিবলে।
পোড়া গ্রামবাসী যত দেখিয়া আমার
কদাকার খর্ব্বাকৃতি—না বুঝিল হায় !
চিত্র-মৃৎ-পিণ্ড হতে কত মূল্যবান্
ক্ষুদ্র মরকত,—নাম করিল " মর্কট।"
দেখিবে এখন সবে, মর্কটের কাছে
ধন-বল, দস্যুবল, ভীম বাহুবল,—
কদলীর রাশি "—উচ্চ হাসিল দুর্ম্মতি।
" মর্কটের বুদ্ধিবলে সীতার উদ্ধার
ত্রেতায়, কলিতে সীতা হইবে হরণ।"
অতি উচ্চ নরাধম হাসি আরবার
চলিল কানন পথে ; প্রপাত সে হাসি
ডুবায়ে ভীষণ মন্দ্রে, প্রেরিলা পাতালে,
নাহি কলুষিতে সেই পবিত্র কানন—
প্রকৃতির পুণ্যধাম !—
" নিকৃষ্ট নারকি !

জঘন্য নরক-কৃমি!” বৃক্ষ অন্তরাল
হতে বাহিরিল বেগে দস্যু বেঞ্জামিন,
ভীষণ শার্দ্দূলরূপী। নিষ্কোষিয়া অসি
বলিল সক্রোধে চাহি দূর-গত প্রৌঢ়ে,
অদৃশ্য এখন—“পাপি, এখনি করিব
শিরশূন্য তোর ওই পাপ কলেবর।
বেঞ্জামিন-ছিন্ন মুণ্ডে দেখিবি কৌতুক
তুই! ঘোর ষড়যন্ত্রি! প্রপাতের মত
এক লম্ফে পড়ি তোর বক্ষের উপরে,
ইচ্ছা করে বিদারি সে জীবন্ত নরক,—
অসংখ্য-ভুজঙ্গ-বাস। কিন্তু আশু মৃত্যু
তোর নহে প্রতিফল সমুচিত, তোরে
বসাইব শূলে, ঘোর যাতনায় তুই,
ডাকিবি শমনে, মৃত্যু আসিবে না কাছে।”
পিধানে রাখিল অসি—“ভেবেছিস্ তুই,
তোর মন্ত্রণায় ভুলি এসেছিনু আমি
বধিতে বীরেন্দ্রে? হাসি পায়!—পরাইতে
তুই মর্ক্কটের গলে মুকুতার হার।
না জানিলি ওরে মূর্খ কি ঈর্ষা-অনল
প্রজ্বলিত এ হৃদয়ে। কিছু দিন আগে
এসেছিনু এই বনে মৃগয়ার ছলে

পরীক্ষিতে অলক্ষিতে, পার্ব্বত্য অঞ্চল
ধরিবে কি অস্ত্র এই আসন্ন আহবে।
দেখিলাম কুসুমিকা, কানন-কুসুম,
দেবের দুর্লভ ফুল, উজ্জ্বলি কানন,
বসি কক্ষ-বাতায়নে যোগিনীর মত,
উদাসীন-নেত্রে চাহি সায়াহ্ন-গগনে,—
একটী নক্ষত্র যেন চারু সন্ধ্যাকোলে।
সেই দিন কি অনল শমির হৃদয়ে
জ্বলিল, হতেছে ক্রমে দুর্ব্বল শরীর।
যেতেছে বহিয়া শক্তি-স্রোত, স্রোতস্বতী
ভাঁটায় যেমতি। তাই আজি পর্ত্তুগীস
পরাভূত বঙ্গবাসি-করে। সেই দিন
ভাবিলাম এই বনে সসৈন্যে আসিয়া
হরিব রমণী-রত্ন। ফিরিয়া চট্টলে
হলো শিরে বজ্রাঘাত, শুনিনু আতঙ্কে,
প্রবাহে নবাব-সৈন্য আসিছে দক্ষিণে।
হেন কালে শুনিলাম মর্ক্কটের মুখে,
কুসুমিকা চিত্ত-চোর, মুকুট তনয়
বীরেন্দ্র, বীরেশ যুবা, প্রত্যাগত দেশে;
আক্রমিবে পৃষ্ঠ মম ভীষণ বিক্রমে।
নহে অসম্ভব, তাহে ঈর্ষার অনল

জ্বালিল সহস্র শিখা বীরের হৃদয়ে,
আসিনু অঙ্কুরে শত্রু করিতে দাহন
সেই তীব্রানলে।”—
"সেনাপতি! সায়েস্তা খাঁ
সৈন্যের তরঙ্গে রঙ্গে, প্রভঞ্জন বেগে,
প্রায় সমাগত। ফেণী নদীতীরে করি
শিবির নিবেশ, রণ-তরী ব্যূহ সহ
পর্ত্তুগীস বল, মিশি আরাকানি সনে,
অনিশ্বাসে অপেক্ষিছে তব আগমন,—
প্রমত্ত তুরঙ্গ যথা বাহক সঙ্কেত,
ঊর্দ্ধ কর্ণে; আহ্বানিছে অনন্ত কেতন
সচঞ্চল, রণোন্মত্ত”—প্রসারি দক্ষিণ
কর পরশিয়া শির প্রণমিল দূত;
বহিতে লাগিল ঘন নিশ্বাস তাহার
দ্রুত আগমন হেতু। তীব্র তীর বেগে
ছুটিল তস্কর-পতি—মূরতি গম্ভীর।

পঞ্চম সর্গ।

রঙ্গমতী দেবমন্দিরে।

গীত।

জীবন না যায় রে!
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে!
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে!
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে
ছায়াতে মিশায় রে!
সকলি ত যায়, কেবল দুখের
জীবন না যায় রে!

অপরাহ্ণ বেলা; ক্রমে প্রসারিয়া ছায়া
নিদাঘ-আতপ-দগ্ধ বনস্পতিচয়,
জাগাইছে অন্ধকারে পর্ব্বত গহ্বরে,
উঠিতে ভাসিয়া সহ নিশি সীমন্তিনী,—

সন্তাপ-হারিণী। গিরি-জিহ্বা-অগ্রভাগে,
দশভুজা মন্দিরের পশ্চাতে ছায়ায়,
শিলাসনে তরুতলে দুইটী রমণী,—
দুইটী পূজার ফুল, বিশুষ্ক, মলিন,
পড়িয়া অযত্নে যেন। অৰ্দ্ধ চক্রাকারে
বেষ্টি' গিরিমূল কাঞ্চী শোভিতেছে, মরি,
সমুজ্জ্বল মরকত মেখলার মত।
সঙ্গিনীর এক ঊরু পাতিয়া ভূতলে,
শুয়েছিলা কুসুমিকা রাখিয়া বদন—
দিনান্তে নলিনী যেন!—সেই উপাধানে,
কোমলে কোমল! বাম গণ্ড রাখি
বামা অন্য জানূপরি গাইছে সারিঙ্গী
সহ কণ্ঠ মিশাইয়া। রহিয়া রহিয়া
গাইতেছে কুসুমিকা, চারিটী নয়ন
পশ্চিম আকাশ চাহি, সজল, অচল।

১

জীবন না যায় রে!
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে!
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে!

যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে
ছায়াতে মিশায় রে !
সকলি ত যায়, কেবল ছুখের
জীবন না যায় রে !

২

যায় নদী যায়, ফিরিয়া না চায়,
বহিয়া বহিয়া রে !
বনের বসন্ত, সেও চলে যায়,
নিদাঘে জ্বলিয়া রে !
কুসুম শুকায়, সৌরভ লুকায়,
সকলি ফুরায় রে!
স্বজনি, কেবল এই ছুখিনীর
জীবন না যায় রে!

৩

সকলি ফুরায় ;—শৈশবের খেলা,
গলায় গলায় রে !
কৈশোর কাহিনী, নয়নে নয়নে,
অমিয় ধারায় রে !
যৌবনের আশা, হৃদয়ে হৃদয়ে,
সকলি ফুরায় রে !

সকলি ত যায়, সখি, কি কেবল
জীবন না যায় রে?

সখি, স্রোত ধারা, নিলে অন্য পথে,
নদীও শুকায় রে!
নিলে বৃন্তান্তরে, পড়ে বন ফুল,
ঝরিয়া ধরায় রে!
জীবন কুসুম, যেই আশা বৃন্তে
আদরে ফুটায় রে!
ছিঁড়িলে তা হতে, তবু কি স্বজনি
জীবন না যায় রে?

৫

না না, সখি, না না, অবশ্য যাইবে,
যেতেছে নিবিয়া রে!
প্রাণ-দিবা হায়! নিরাশা-ছায়াতে
যেতেছে মিশিয়া রে!
যেতেছে, যাইবে, নাহি যায় কেন,
যাতনা ফুরায় রে!
হায়, সখি, কেন ওই দিবা সনে
জীবন না যায় রে?

৬

এক দিন আর, আশায় আশায়,
আশায় থাকিব রে,
এক দিন আর, জীবনের আশা,
হৃদয়ে বহিব রে,
কা'ল রবি সনে, যদি আশালোক
বিধাতা নিবায় রে,
আশা সহ সখি, দেখিব কেমনে
জীবন না যায় রে !

বিষাদ রাগিণী সহ নয়নের ধারা
বিষাদে বহিতেছিল অধরে, নয়নে,—
ধীরে, অবিরাম ; ধারা মুক্ত, অবারিত !
আঁকিয়া কপোল দুই মুগ্ধা রমণীর
কখনো দুলিতেছিল মুকুতার মত
কপোল সীমায় অশ্রু। কখনো আবার
বিষাদে ঝরিতেছিল মুকুতার মত,
সঙ্গীতের তালে তালে; তানে তানে পুনঃ
উচ্ছ্বাসি উঠিতেছিল নয়ন নির্ঝরে।
নীরবিল যবে বামা মধুরে কাঁদিয়া,
সারিঙ্গা কাঁদিতেছিল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে,

কাঁপাইয়া কল কণ্ঠ। রমণী যুগল
নীরব মোহিত প্রাণে আকাশ চাহিয়া
শুনিতেছে,—মরি যেন দুইটী হৃদয়
প্রবেশি সারিঙ্গী যন্ত্রে মরমের ব্যথা
কহিছে কাঁদিয়া ধীরে, কোমল তরল
কণ্ঠে করুণা লহরী। এ কি! চমকিলা
কুসুমিকা; বহু ঊর্দ্ধ হতে, এ কি বিন্দু?
ফিরায়ে বদন বামা দেখিলা পশ্চাতে,
দাঁড়াইয়া তপস্বিনী কাঁদিছে নীরবে।
ঝরেছিল অশ্রু বিন্দু, কুসুম হইতে
নীহারের বিন্দু যেন কুসুম অন্তরে,
কাঁদে বনদেবী যবে ঊষার বিষাদে।
আলিঙ্গিয়া কুসুমিকা ধরিয়া হৃদয়ে,
উদাসিনী মুছাইলা নয়ন তাহার,
গৈরিক অঞ্চলে; কহিলা কি ধীরে,
বামা চলিলা পশ্চাতে, বিদাইয়া সখী;
পশিলা যোগিনী সহ দেবীর মন্দিরে।
নির্ম্মিত মন্দির শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে,—
সুশীতল, সমুজ্জ্বল। শ্বেত স্তম্ভ সারি
খচিত বিচিত্র ফলে, পুষ্পে, লতিকায়—
সজীব স্বভাব শোভা! ধরিয়াছে শিরে

সুবিস্তৃত, সুচিত্রিত, অর্দ্ধ চন্দ্র সারি,—
ক্রমে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধতর। বিরাজিত শিরে
পঞ্চ-স্বর্ণ-কুম্ভ-চূড় গুম্বেজ সুন্দর।
মন্দির প্রাচীরে শিল্প অপূর্ব্ব কৌশলে,
অধিষ্ঠাত্রী ঈশ্বরীর কীর্ত্তি-ইতিহাস
রহেছে লিখিত। কোথা দশভুজা-মূর্ত্তি
বধিতে মহিষাসুরে সজ্জিতা সমরে।
কোথাও বা চণ্ডমুণ্ড বধিছে চণ্ডিকা,—
রণোন্মত্তা উগ্রচণ্ডা! কোথাও আবার
নাচে মহামেঘপ্রভা, ভীমা, দিগম্বরী
শোণিত-প্রবাহে, শম্ভু-নিশম্ভু নিধনে
খড়গহস্তা মুক্তকেশী! রক্তবীজ্য কোথা
বধিয়া সমরে, মত্তা দানব-দলনী।
যে মূর্ত্তিতে মহামায়া শারদ উৎসবে
বিরাজেন বঙ্গালয়ে, স্থাপিত মন্দিরে
জননীর সেই মূর্ত্তি,—ত্রিদিব-সুন্দর!
অপূর্ব্ব প্রতিমা খানি, নয়ন-রঞ্জন।
নাহি সাধ্য নর শিল্পী করিবে নির্ম্মাণ
হেন অপার্থিব শোভা। শোভে মধ্যস্থলে
জটাজুট সমাযুক্ত, চারু ত্রিনয়নী,
পূর্ণেন্দু-বদনা মাতা, অর্দ্ধেন্দু-শেখরা।

উজ্জ্বল ললাট রত্নে, সগর্ব্ব বদনে,
উন্নত উরসে, দশ সুসজ্জিত ভুজে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গে, রতন কিরীটে,
চারু রত্ন অভরণে, খেলিতেছে, মরি!
কি যে মহিমার ছটা, অচিন্ত্য মানবে।
গৌরাঙ্গিণী সগরবে চাপিয়া হেলায়
কেশরী দক্ষিণ পদে; সদ্য-ছিন্ন-গ্রীবা
ভীষণ মহিষাসুর-প্রসূত দানব,—
ভ্রূকুটি-কুটিলানন, ভীম খড়্গপাণি,—
বামাঙ্গুষ্ঠ মূলে। শক্তি না ধরে অসুর—
কেশরী-বিজয়ী বীর—টলাইতে বলে
একটী চরণাঙ্গুলি। হেন শক্তিধর
তুই যার পদতলে, তার উপাসক—
মহাশাক্ত আর্য্যসুত!—বুঝিতে না পারি
এমন নির্ব্বীর্য হায় হইল কেমনে!
এখনো ত ঘরে ঘরে, জননি, তোমার
মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, মহা আড়ম্বরে
পূজিছে ভারতবাসী, তবে কেন হায়
তব উপাসকে মাতা হইলে নিদয়?
সে সিংহবাহিনী, সেই দানব-দলনী
বল কেন ধাতুময়ী, মৃণ্ময়ী, পাষাণী?

কিন্তু একি বিড়ম্বনা, কল্পনার খেলা,
কি বলিতে কি বলিনু। শোভে মধ্যস্থলে
অষ্টধাতুময়ী দুর্গা! শোভে দুই পার্শ্বে
ভারতী রজতময়ী, কনক কমলা
কনক কমলাসনে,—ত্রিভঙ্গ মূরতি।
হৈম কার্ত্তিকেয়; রক্ত-প্রবাল গণেশ,
রজতের করিমুণ্ড; শোভে ঊর্দ্ধপটে
রজত বৃষভপৃষ্ঠে বৃষভ-বাহন
রজতের; নন্দী ভৃঙ্গী যুগল কিঙ্কর;
শোভে পটতলে জয়া বিজয়া কিঙ্করী।
সুরুচি পূজক বিপ্র নানা জাতি ফুলে,
শিল্প কার্য্য অবসরে, সাজায়েছে, মরি!
সুন্দর প্রতিমা খানি। ধাতু সহ মিশি
রক্ত জবা, সূর্য্যমুখী, গোলাপ, কাঞ্চন,
টগর, অপরাজিতা, অপরাহ্নে এবে
মৃদুল রবির করে, কি পবিত্র শোভা
বিকাশিছে শান্তিপ্রদ, নয়ন-দুর্লভ।
পুষ্পপাত্রে রাশীকৃত রহেছে পড়িয়া
পুষ্প সহ ছাগমুণ্ড। দেশ দেশান্তর
হ'তে কত শত পূজা আসে নিত্য নিত্য,
অপুত্রা পাইলে পুত্র, দরিদ্র সম্পদ,

রোগীর আরোগ্য লাভে, বিপন্ন উদ্ধারে।
দয়াময়ী, কাদম্বিনীরূপে বরিষেণ
সুখ, শান্তি, ধন, জন, পার্ব্বত্য অঞ্চলে,
অজস্র ধারায়। যার যে কামনা, পূর্ণ
করেন কামদা, মাতা সর্ব্বার্থ-সাধিনী।
সলিল-সম্ভূতা দেবী, অযোনি-সম্ভবা।
একদা মুকুট রায় নিশীথ-স্বপনে
শুনিলা ত্রিদিব বাদ্য, দেখিলা সম্মুখে
পূণ্যবান্, দশভুজা জীবন্ত প্রতিমা।
মানব নয়নে কভু দেখে নাই যাহা,
দেখিলা; শুনিলা কর্ণে মৃগেন্দ্র গর্জ্জন,
শিবের বিষাণ, মহা প্রলয় নির্ঘোষ।
মূর্চ্ছান্তে মুকুট রায় দেখিলা বিস্ময়ে
শত শত শারদীয় চন্দ্রের চন্দ্রিকা
ছড়াইছে জননীর বদন চন্দ্রিমা,—
দেবারাধ্য, নরাচিন্ত্য। সেই চন্দ্রালোকে
হাসি' মহিমার হাসি, সুপ্রসন্ন-মুখী—
করিয়া জ্যোৎস্নালোকে জ্যোৎস্না সঞ্চার,—
কহিলা—"মুকুট রায়! কাঞ্চীর গরভে,
গিরি-জিহ্বা-অগ্রভাগে, পাইবে আমারে
প্রভাতে।" মিশিল মূর্ত্তি স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায়;

মিশিল জ্যোৎস্না ক্রমে নিশীথ তমসে,
সাগর সলিলে যথা, যবে নিশানাথ
যান অস্ত, পৌর্ণমাসী রজনী প্রভাতে।
প্রত্যুষে মুকুট রায় মহা আড়ম্বরে
পূজিয়া পার্ব্বতী সেই সাঙ্কেতিক স্থলে,
বহু বলিদানে রঞ্জি কাঞ্চীর সলিল,
বিলোড়িলা নদী-গর্ভ ; কত শত জালে
শৈবাল, কর্দ্দম রাশি উঠাইলা তীরে,
কিন্তু কই দেবমূর্ত্তি ? শম্বুক, মৎস্য,
ক্ষুদ্র জলজীব ক্রমে আসিল উঠিয়া ;—
কিন্তু কই দেবমূর্ত্তি ? ক্রমে সব যত্ন
হইলে বিফল, বসি ভগন হৃদয়ে
নদীতীরে, ধ্যান করি কাঁদিতে লাগিলা।
হেন কালে "নর বলি" হলো দৈববাণী ;
শিহরিল শ্রোতৃগণ। ভীমাজ্ঞা হইলে
পালন, দেখিলা সবে, আতঙ্কে, বিস্ময়ে,
ভাসিছে প্রতিমা এক কাঞ্চীর সলিলে।
ঝাঁপ দিয়া ভক্ত রায়, লইলা মস্তকে
মহানন্দে ধাতুময়ী পবিত্র প্রতিমা ;
নির্ম্মাইয়া এ মন্দির করিলা স্থাপন।
সেই দিন হতে এই চট্টল ব্যাপিয়া

ছড়াইল জননীর প্রতিষ্ঠা প্রভাব
সৌর কর রাশি যেন। প্রভাকর-প্রভা
পশে নাই যে গহ্বরে, নিভৃত কান্তারে,
তথায়ও দশভুজা প্রতিভা উজ্জ্বল,
প্রজ্বলিত,—জলে স্থলে, ভূধরে, কন্দরে !
প্রণমিয়া ভক্তিভরে পর্ব্বত-ঈশ্বরী,
মন্দিরের এক প্রান্তে বসিলা দুজনে
শিলাসনে। আলিঙ্গিয়া স্নেহে বাম করে,
সরাইয়া ধীরে আলুলায়িত কুন্তল,
চুম্বিলেন তপস্বিনী মলিন বদন
কুসুমের, চুম্বে যথা চারু উষা
নব সরোজিনী, ধীরে সরাইয়া কাল
নিশীথিনী ছায়া। কিম্বা দক্ষ চিত্রকর
চারু চিত্র হতে, ধীরে সুকোমল করে
সরাইল যেন সূক্ষ্ম কলঙ্কের রেখা।
স্নেহময়ী তপস্বিনী, স্নেহের উরসে,
রাখিয়া সে বালিকার কুসুম বদন
বিমলিন, স্নেহভরে চুম্বিলা আবার।
জিজ্ঞাসিলা—"কহ বৎস, কেন আজি তব
এমন বিষাদ ছবি ? বিষাদ সঙ্গীত
কেন বা গাইতে ছিলা বসি তরুতলে ?

অপরাহ্ণ রবিকরে বনের কুসুম
হাসিতেছে বৃন্তে বৃন্তে; আনন্দ লহরী
গাইতেছে ডালে ডালে বন বিহঙ্গিনী;
আনন্দ লহরী, ওই নীরবে, মধুরে
বহিছে তরলা কাঞ্চী গিরি ছায়াতলে;
প্রকৃতি আনন্দময়ী মৃদুল কিরণে।
তোমার হৃদয়ে বৎস বিষাদের ছায়া
ঢালিল কি সেই করে? কহ, বৎসে, কহ"—
তপস্বিনী ম্লান মুখ চুম্বিলা আবার,—
"কেন এত বিমলিন, বিশুষ্ক বদন?"
উদাসিনী উরসেতে রাখিয়া বদন
আবেশে, আনত নেত্রে চাহি শিলাসনে,
উত্তরিলা কুসুমিকা—"বলিব কেমনে,
দেবি, সে দারুণ কথা? দুঃখিনীর দুঃখে
হায়! বল কত আর করিব পীড়িত
উদাস হৃদয় তব? এ দুঃখ-নিদাঘে
তোমার পবিত্র ছায়া না পাইত যদি,
নিশ্চয় মরিত এই ক্ষুদ্র বনলতা।
বিশুষ্ক বদন?' দেবি, ভাবি দিবা নিশি,
বিশুষ্ক হইয়া কেন নিরাশ জীবন
মৃত্যুর শীতল অঙ্কে, হায় এত দিনে

না হয় পতন ? কত কত বন ফুল
ফুটিল, ঝরিল, দেবি, এই কত দিনে ;
কিন্তু আমি অভাগিনী, না ফুটি, না ঝরি,
অনন্ত জীবন জ্বালা সহি কি কারণে ?
শৈশবে এ অনাথায় ত্যজিলেন পিতা,—
বড় আদরের ধন ছিলাম তাঁহার,
শুনিয়াছি—পতিশোকে জননী আমার
অৰ্দ্ধ উন্মাদিনী, আমি অভাগিনী, হায়,
অনাথিনী কুরঙ্গিণী শাবকের মত,
পড়িনু কিরাতরূপী মাতুলের করে।
আমারে সুপাত্র করে করিলে অর্পণ
পিতার ঐশ্বর্য্য চ্যুত হইবে মাতুল,—
সেই হেতু এত বিঘ্ন, এত উৎপীড়ন।
শুনিলাম কল্য শুভ বিবাহ আমার,—
পাগলিনী মাতা মম আনন্দে বিহ্বল,—
হইয়াছে পাত্র স্থির ;” ঈষদ হাসিয়া
নিবারিলা বামা ; স্তব্ধ বৃদ্ধা তপস্বিনী,
লক্ষ্যহীন স্থিরদৃষ্টি ;—নীরব দুজন।
কিছুক্ষণ পরে বামা আরম্ভিলা পুনঃ—
“ নাহি হইতাম যদি ঐশ্বর্য্য আকর,
বিদীর্ণ হতো না আজি হৃদয় আমার।

কিন্তু পিতৃ-ধনে মম নাহি আকিঞ্চন ;
জগতের যত রত্ন, যত সুখ, আশা,
সকলি চরণে ঠেলি, পাই যদি, দেবি,
আমার হৃদয়-রত্ন, হৃদয়ে আমার।
এমন দুস্তর স্থান নাহি এই বনে,
যথা নাহি কুসুমিকা ভুঞ্জিবে ত্রিদিব,
সেই রত্ন লয়ে বুকে। বন নির্ঝরিণী
বহু আছে এই বনে যুড়াইতে তৃষা,
আছে তরু অগণন পূরাইতে ক্ষুধা,
প্রসারিয়া সুশীতল শ্যাম চন্দ্রাতপ।
আছে পুষ্প নানা জাতি, নানা বর্ণ লতা,
যোগাইতে অভরণ, নিত্য, সুবাসিত—
কি ছার তাহার কাছে রতন-ভূষণ!
আছে বনে কুরঙ্গিণী, সরলা সঙ্গিনী,
বিহঙ্গিনী কলকণ্ঠা জীবন্ত রাগিণী!
বননিবাসিনী সীতা—কি চিত্র সুন্দর,
কি সুখ, কি শান্তি, কিবা অশ্রান্ত প্রণয়!—
আমার একই ঈর্ষা, একই বাসনা—
সেই বননিবাসিনী, সেই বনবাস!
সেই রূপে, ভগবতি, ভ্রমি বনে বনে
প্রাণেশের ছায়া রূপে ; নির্ঝরিণী কোলে

বসিয়া মনের সুখে গাঁথি ফুলহার
সাজাইতে পরস্পরে; পূজি অম্বিকারে,
ভাসাইয়া রক্ত জবা, টগর, কাঞ্চন,
স্থলপদ্ম, কৃষ্ণচূড়া, নির্ঝরিণী জলে!
মধ্যাহ্নে কাঞ্চীর কূলে শীতল ছায়ায়,
সাদরে অঙ্কেতে রাখি নিদ্রিত নাথের
মুদিত বদন-পদ্ম, নিরখি সে শোভা,
অতৃপ্ত, অশ্রান্ত নেত্রে, প্রেম-মুগ্ধ মনে।
সায়াহ্নে শেখরে বসি, গলায় গলায়,
প্রাণেশের অংসোপরে রাখিয়া বদন,
দূর গিরি অন্তরালে, নিরখি কেমনে
অস্ত যান রবি, রঞ্জি চারু নীলাম্বর,
তরল সুবর্ণে, রঞ্জি পর্ব্বত শেখর।
ভগবতি এ স্বপ্ন কি ফলিবে আমার?
"কি করিব ধনে? বন রাজ্য-প্রকৃতির
অনন্ত ভাণ্ডার। দেখ কত রত্নরাশি
ফলিতেছে, ফুটিতেছে, ঝরিতেছে বনে;
বহিছে নির্ঝর স্রোত, ঢালিছে প্রপাত
অজস্র ধারায়। শুন ওই ক্ষুদ্র শ্যামা,
বকুলের ডালে ডালে নাচিয়া নাচিয়া,
দিতেছে মধুরে, মরি, কি সুখের তান

রহিয়া, রহিয়া,—আছে কি রত্ন তাহার ?
কোন্ রত্ন লভি, নিদ্রা যায় কুরঙ্গিণী
তরুর ছায়ায় সুখে ? চন্দ্রক প্রসারি
নাচে সুখে শিখী নীল কাঞ্চীর সলিলে ?
করে ক্রীড়া সুখে, ওই সায়াহ্ন ছায়ায়,
রজত-নক্ষত্র-নিভ চঞ্চলা সফরী ?
মানবের সুখ মাত্র অর্থের অধীন ?
না, না, ভগবতি নাহি চাহি অর্থ আমি,
সংসারে সর্ব্বার্থ, দেবি, বীরেন্দ্র আমার !
“যে দিন বীরেন্দ্র মম গেলা বারাণসী,—
আজি দুই বর্ষ দেবি দুই যুগ যেন
কুসুমিকা জীবনের,—সেই দিন হতে
তপস্বিনী আমি এই সংসার আশ্রমে,—
কুসুম স্তবকে যেন বিশুষ্ক কুসুম,—
বীরেন্দ্রের ভালবাসা তপস্যা আমার।
প্রভাতে উঠিয়া দেবি, প্রবেশি উদ্যানে
ঊষা সহ, তুলি সদ্য-প্রসূত প্রসূন
সুবাসিত, শিশিরাক্ত ; গাঁথি ফুলদাম
জননীর পুষ্প পাত্রে রাখি সাজাইয়া।
ভগবতি, গাঁথিতে সে কুসুমের হার,
পুষ্পে পুষ্পে ঝরে মম নয়নের জল।

এই রূপে তুই বর্ষ পুষ্পে, অশ্রু জলে,
পূজিলাম দয়াময়ী, হায় রে! তথাপি
না হলো মায়ের দয়া অভাগিনী প্রতি!"
দশভুজা পানে চাহি সজল নয়নে
বলিতে লাগিলা—"দেবি, এত অশ্রু জলে
ভিজিল না পাষাণীর পাষাণ হৃদয়।
ক্ষুদ্রতম বন ফুল পায় যেই স্থান
মায়ের চরণে, নাহি দিলা মাতা এই
ক্ষুদ্র বালিকারে! এইরূপে নাহি বধি,—
দিন দিন, বিন্দু বিন্দু, হৃদয় শোণিত
না শুষি,—মাতুল যদি দিত বলিদান
মায়ের চরণে"—শুনি নর-পদ-শব্দ
মন্দির সোপানে বামা চমকি দেখিলা
তুইটী মানব মূর্ত্তি—উপস্থিত দ্বারে।
"কহ বিপ্রদাস!" অতি ব্যস্তে তপস্বিনী
জিজ্ঞাসিলা আগন্তুকে—"কহ বৎস ত্বরা—
বর্ষুন দেবতাগণ কুসুম চন্দন
তোমার বদনে,—কহ কুশল সংবাদ!
কোথায় পাইলে তুমি বীরেন্দ্র দর্শন?
কেমনে অর্পিলা পত্র? ভাল ত আছেন
তিনি? কহ ত্বরা শুনি কুশল তাঁহার।

আমার পত্রের বৎস দিলা কি উত্তর ?
আসিলা কি তব সঙ্গে ? আছেন কি তিনি
দাঁড়ায়ে বাহিরে ?” গ্রীবা হেলাইয়া দেখি
নির্জ্জন প্রাঙ্গণ, পুনঃ নিরাশ, মলিন,
মুখে জিজ্ঞাসিলা ধীরে—“কেন না আসিলা ?
আসিছেন বুঝি বৎস পশ্চাতে তোমার ?
হয়েছে কি যুদ্ধ শেষ ? কি সংবাদ বল।
আবার কি হিন্দুরাজ্য হইবে স্থাপন
এ বিশাল বনভূমে ? অবশ্য হইবে”—
চাহি দশভুজা পানে কহিলা উচ্ছ্বাসে—
“কে তব প্রতিভা, মাতঃ লাঘবিতে পারে,
দানব-দলনী তুমি ! কহ বৎস কহ,
কেমনে হইল রণ ? সে মহা আহবে
বীরেন্দ্র কি পশেছিলা নির্ভয়ে একক ?
আশঙ্কায় কাঁপে বুক, কহ ত্বরা করি,
এ ভার হৃদয় হতে যাউক নামিয়া।”

যোগিনীর পদধূলি করিয়া গ্রহণ
উত্তরিলা বিপ্রদাস—সুন্দর বনের
কানন-কালীর সেই বিপ্র অধিকারী।

১

"ভগবতি! আমি বনের ব্রাহ্মণ,
কেমনে কহিব সে রণ কথা;
যুদ্ধ-দৃশ্য নহে নিবিড় কানন,
যোদ্ধা নহে দেবি বনের লতা।
সেই ভয়ঙ্কর অনল সমর,
দুই মহা দ্বন্দ্বী প্রচণ্ডানল,
অসংখ্য অসির সে ক্রীড়া কেমনে
সজল রসনা চিত্রিবে বল?

২

"কর্ণে চক্ষে যাহা শুনেছি, দেখেছি,
শ্রবণে নয়নে, লাগিয়া আছে;
ষাটি বর্ষ মম, স্মরিলে তথাপি,
শিরায় শিরায়, শোণিত নাচে।
উত্তরে মোগল হাজারে হাজার,
চন্দ্রার্দ্ধ-কেতন শূন্যেতে হেলে।
দক্ষিণে কেতন হাজারে হাজার
বৌদ্ধ ফিরিঙ্গির মিশিয়া খেলে।

৩

"মধ্যে ফেনী নদী রজতের ফণী
সভয়ে সভয়ে বহিয়া যায়,

উভয় পক্ষের শিবিরের ছবি,
নিরপেক্ষ ভাবে মাখিয়া গায়
পশ্চিম জলধি গর্ভেতে তপন,
বসি রক্তজবা কুসুমাসনে,
নিরখিছে দুই সংহারক ছবি,
নিরপেক্ষ ভাবে অচল মনে।

"উভয়ের পার্শ্বে, বঙ্গ-সিন্ধু-নীরে,
ভাসে উভয়ের সমর-তরী ;
পল্লব বিহীন দুইটী কানন,
সিন্ধুগর্ভে যেন ভাসিছে, মরি !
শুনেছি, এমন সময়ে একক,
অশ্বারোহী এক, নক্ষত্র বেগে,—
ছুটিছে বালুকা করকার মত,
স্বেদাক্ত অশ্বের চরণে লেগে,—

৫

"পশিয়া মোগল ছাউনি ভিতরে,
থামিল নবাব শিবির আগে ;
কহিল গম্ভীরে—'যোদ্ধা এক জন,
নবাবের কাছে দর্শন মাগে।'

দুর্দ্দান্ত নবাব বসিয়া শিবিরে,
সেনাপতি বৃন্দ বসিয়া আগে ;
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল প্রহরী,
'যোদ্ধা একজন দর্শন মাগে।'

৬

"গুরু পদ-শব্দ, অস্ত্র ঝনৎকার,
শুনিলা নবাব মুহূর্ত্ত পরে ;
দেখিলা বিস্ময়ে মুহূর্ত্তেক পরে
বীরমূর্ত্তি এক অদৃশ্য নরে।
বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা আপাদমস্তক,
কটিবন্ধে ঝোলে ভীষণ অসি,
বাম করে শেল, পৃষ্ঠেতে ফলক,
রজতে মণ্ডিত, উজ্জ্বল শশী।

৭

'"জাঁহাপনা! আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ,
মুকুট রায়ের হিতৈষী আমি,
সহায় আমার ত্রিশূলধারিণী,
সম্পদ কেবল কৃপাণ খানি';—
কহে যোদ্ধা গর্ব্বে—'কহ, জাঁহাপনা!
আর কত দিন বসিয়া রবে?
পর্ত্তুগীস জয় ভেবেছ কি মনে,
তাম্রকূট ধূমে সাধিত হবে?'

" সক্রোধে নবাব ফরসির নল
ফেলিয়া ভূতলে, গরজি কহে—
'জানিস্ না মূর্খ কার সঙ্গে কথা ?
তোর ওই শির দুশ্ছেদ্য নহে।'
'জানি এই শির দুশ্ছেদ্য যে নহে,
তবু শিরধারী নির্ভয়ে বহে,'
উত্তরিল গর্ব্বে, 'জানি ততোধিক,
মোগলের শির দুশ্ছেদ্য নহে।

৯

"' জানি ততোধিক দুশ্ছেদ্য, দুর্জ্জয়,
পর্ত্তুগীস গ্রীবা, সুতীক্ষ্ণ অসি ;
জানি সেফালিকা পুষ্পের মতন,
তাহাদের শির পড়ে না খসি।
জানি ফেনী নদী বর্ষা সমাগমে
হইবে দুস্তর, দু'দিন পরে,
আসিবে ভীষণ পর্ব্বত প্রবাহ,
ফিরিবে না তাহা নবাব ডরে।

১০

"' তৃণের মতন মোগলের বীর্য্য,
মোগলের গর্ব্ব, যাইবে ভাসি ;

দেখি সে কৌতুক মগ পর্ত্তুগীস,
উচ্চ করতালি দিবেক হাসি।
ক্ষুদ্র তরীগ্রাম, হংসপাল মত,
ছুটিবেক নদী আচ্ছন্ন করি;
সমুদ্র তস্কর জাতিতে ইহারা,
জল রণক্ষেত্র, বাহন তরী।

১১

'" নাহি কিহে বীর নবাব শিবিরে,
আজি শত্রুব্যূহ বিক্রমে চিরি,
পশে বীর দর্পে, বীর সিংহনাদে,
প্রকম্পিত করি সমুদ্র গিরি ?
না থাকে, নবাব, দেও পঞ্চ শত
অশ্বারোহী, দেও কামান দশ,
না হতে প্রভাত দেখাব নিশ্চয়,
দেখাব, আর্য্যের শিক্ষার যশ।'

১২

'"কি বিশ্বাস!' ধীরে কহিলা নবাব,
'কি বিশ্বাস তুমি নহে শত্রুচর ?'
'বিশ্বাস'—যুবক কহিল হাসিয়া
'বীরের বচন, নৃপতি বর!

নিজে বীর তুমি, তোমাকে কি তাহা
এ বৃদ্ধ বয়সে শিখিতে হবে?
বঙ্গেশ্বর তুমি, না পার চিনিতে
বীর, প্রবঞ্চক ?—হাসিবে সবে।

১৩

"'বিশ্বাস—একক, অসহায়, আমি
ঝাঁপ দিনু দশ কামান-মুখে,
বিশ্বাস,—নির্ভয়ে লইনু পাতিয়া
পঞ্চশত খড়্গ একই বুকে।
হয় হত পঞ্চশত অশ্বারোহী,
যায় শত্রু-হস্তে কামান দশ,
বঙ্গ-সৈন্য-সিন্ধু হবে বিন্দুহীন,
ঘোষিবে ভারত তোমার যশ।

১৪

'"পূর্ব্ব স্মৃতি যদি হৃদয় হইতে
ফেলিয়া না থাক মুছিয়া সব,
মনে কর সেই পুণার শিবির,
মনে কর সেই নিশীথাহব।
মনে কর'—যোদ্ধা সসন্দেহ ভাবে
সেনাপতি-গণে ফিরিয়া চায়;—

সেনাপতিবৃন্দ হইল বিদায়
সকলে আপন শিবিরে যায়।

১৫

"'জাঁহাপনা! সেই সৈনিক যুবায়
আছে কি হে মনে, শিবজী-অসি
লইল যে প্যাতি নির্ভয়-হৃদয়ে,
বীরদর্পে তব কক্ষেতে পশি?'
'তুমি কি সে যুবা?' বিস্ময়ে নবাব
কহিলা—'মুখশ মোচন কর'।
খুলি বক্ষ-বর্ম্ম উত্তরিল যুবা—
'এই খানে দেখ নৃপতি-বর'।

১৬

"ডুবিল তপন জলধি হৃদয়ে,
ছড়াইয়া রক্ত-জবার রাশি,
পঞ্চ শত অশ্ব, গোলন্দাজ দশ,
শিবির সম্মুখে মিলিল আসি।
কৃপাণ আস্ফালি বর্ম্মাবৃত বীর,
কহিল নবাবে সম্ভাষ করি,—
'কালি পুনঃ রবি হইয়া উদয়,
দেখিবে না কোথা, আছিল অরি।'

১৭

"বীর-লম্ফে চড়ি নিজ অশ্বোপরি,
বক্ষস্ত্রাণ হতে লইয়া তূরী
ধ্বনিল, শুনিল পঞ্চশত অশ্ব
ঊর্দ্ধ কর্ণ করি—ছুটিল উড়ি।
অশ্বপদধ্বনি মিশাইলে বনে,
কহিলা নবাব—চিত্রিতাকার!—
'বীরপুত্র-প্রসূ পর্ব্বত বিহনে
এমন কেশরী কোথায় আর!'

১৮

"শুনিয়াছি যোদ্ধা সে ঘোর নিশিতে
বহু ঊর্দ্ধে ফেণী হইল পার;
শুনিলাম, দেবি, চমকি নিদ্রায়,
কামান-গর্জ্জন মেঘমন্দ্রাকার।
সেই সন্ধ্যা-কালে ফেণী-নদী-তীরে
পঁহুছিয়া, শুনি আসন্ন রণ,
ছিলাম শুইয়া; শত বজ্রাঘাতে
কাঁপিল নিশীথে নগর, বন।

১৯

"না শুনিনু, দেবি, সমুদ্র গর্জ্জন;
বধির শ্রবণ, বসিনু জেগে;

ছুটিল তরঙ্গে দ্বিতীয় গর্জ্জন,
নৈশ নীরবতা বিদারি বেগে।
সে তরঙ্গে, দেবি, দিতেছে ঢালিয়া
উৎসাহ-তরঙ্গ; নাচিল মন,
শ্লথ ধমনীতে ছুটিল শোণিত,
ছুটিলাম, দেবি, দেখিতে রণ।

২০

"অহো, দৃশ্য!"—বৃদ্ধ কহিতে লাগিল
প্রাঙ্গণের প্রতি ফিরায়ে মুখ,—
"আলোময়, দেবি, মোগল শিবির,
প্রতিবিম্বময় ফেণীর বুক!
স্তব্ধ পর্ত্তুগীস, স্তব্ধ বৌদ্ধগণ,
নীরব, সজ্জিত দক্ষিণ তীরে।
হঠাৎ সে তীরে, শতেক তপন
পড়িল খসিয়া ফেণীর নীরে।

২১

"হলো ধূমময়, বিরাট গর্জ্জনে
কাঁপিল সমুদ্র, কম্পিতাচল;
ঘোর আর্ত্তনাদে, নিবিড় আঁধারে,
পরিপূর্ণ হলো ফেণীর জল।

ওকি দিকদাহ ?—উঠিল জ্বলিয়া
নিবিড় তিমির ফেণীর নীরে ;
গর্জ্জিল গম্ভীরে বন্দুক হাজার,
শিলাবৃষ্টি হলো দক্ষিণ তীরে।

২২

"এল শত্রু এল, ক্ষিপ্র-করে ছাড়—
গর্জ্জিল জনৈক ফিরিঙ্গী বীর;
ছুটিল বন্দুক সহস্রে সহস্রে;
গর্জ্জিল বজ্র মেঘ গম্ভীর।
উত্তরিল দ্রুত, দুর্দ্দান্ত মোগল
নদীগর্ভ হতে,—বহু অগ্রসর ;
ভাসিল স্তবকে, রণক্ষেত্র শিরে,
জ্বলন্ত জলদ বিস্ময়কর !

২৩

"যতই মোগল যুঝিয়া, ভাসিয়া,
হতেছে নিকট, নিকটতর ;
তত পর্ত্তুগীস ক্ষিপ্রতর করে
বর্ষিছে অজস্র অনল-শর।
মৃত্যু-বরিষণ না পারি সহিতে,
ফিরিল মোগল শিবির পানে,

গর্জ্জি পর্ত্তুগীস, গর্জ্জি আরাকানী,
ছুটিল পশ্চাতে অসংখ্য যানে।

২৪

"ওকি অকস্মাত! ওকি পূর্ব্বদিকে!
নিবিড় তিমির উঠিল জ্বলি!
'বিশ্বাস-ঘাতক দস্যু পর্ত্তুগীস,'
গর্জ্জিল ভীষণ সমর-স্থলী।
'দস্যু আরাকানি, অসভ্য কৃতঘ্ন!'—
গর্জ্জি পর্ত্তুগীস ক্রোধান্ধ মন,
আক্রমিল মগে প্রচণ্ড প্রতাপে;
মগ-পর্ত্তুগীসে বাজিল রণ।

২৫

যেমন হিংস্রক সমুদ্র-তস্কর,
হিংস্রক তেমনি অসভ্য মগ;
জ্বলি হিংসানলে যুঝিতে লাগিল,
যেন দুই মত্ত প্রচণ্ডোরগ।
তরুরাজি, মহা প্রভঞ্জন বলে,
পরস্পরে যথা আঘাতে রনে;
তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাতে যেমতি,
প্রতিদ্বন্দ্বী ঝড়ে, সলিলী রণে;

২৬

"মগে পর্ত্তুগীস, পর্ত্তুগীসে মগ,
কাটে যে যাহারে সম্মুখে পায়;
পঞ্চশত অশ্ব হ্রেষি উচ্চৈঃস্বরে
সেই হত্যাক্ষেত্রে ছুটিয়া যায়;
'জয় মা ভবানী!'—'জয় বঙ্গেশ্বর!'—
ছাড়ি সিংহনাদ সমরে মাতি,
কাটে অশ্বারোহী মগ, পর্ত্তুগীস,
ছুটে উল্কা বেগে বিপক্ষঘাতী।

২৭

'ওরে মূর্খগণ না বুঝি চাতুরী,
কেন আত্মহত্যা করিস বল?
দেখিস না, অন্ধ, চাতুরী করিয়া
পশিল শিবিরে অরাতি-দল।'—
কহি সেনাধ্যক্ষ পর্ত্তুগীস-পতি,
তরণী হইতে পড়িল তীরে
এক লম্ফে, সেই লৌহ-বৃষ্টি মাঝে,
বিশাল ফলকে আচ্ছাদি শিরে।

২৮

"একেবারে, দেবি, শতেক শিবির
উঠিল জ্বলিয়া দাবাগ্নি মত,

দেখিলাম তাহে কি ভীষণ দৃশ্য—
সেই রক্ত-ক্ষেত্র, আহত, হত,
সেই অস্ত্রাঘাত, সেই প্রতিঘাত ;
বন্দুক-সন্ধান, কৃপাণ-খেলা,
অশ্ব-সঞ্চালন, চর্ম্ম-আস্ফালন,
মৃত্যুতে নির্ভয়, জীবনে হেলা !

২৯

"গগন পরশি সেই অগ্নি-শিখা,
নাচি প্রতিবিম্বে ফেণীর জলে,
দ্বিগুণ ভীষণ হলো রণস্থল,
জ্বলি সেই বহ্নি জলে ও স্থলে।
'জয় দশভুজা—জয় মা ভবানী !'
বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা গরজি ঘন,
নক্ষত্রের মত ভ্রমে রণস্থলে,
ঘুরায়ে, ফিরায়ে, তুরঙ্গগণ।

৩০

"বৃদ্ধ আমি; কিন্তু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী
ছিলাম যৌবনে ; এ শ্লথ কর
ছিল এক দিন সজ্জিত কৃপাণে,
ছিল এক দিন শকতি-ধর।

এ বৃদ্ধ বয়সে দেখি বীরপণা,
রণোল্লাসে, দেবি, মাতিল মন ;
ভুজ আস্ফালিয়া কহিনু ডাকিয়া—
'জয় মা ভবানী ! বীর রতন !'

৩১

"ছল-পলায়ন ছাড়ি বঙ্গসেনা
দ্বিগুণ বিক্রমে ফিরিল পুনঃ ;
প্রচণ্ড প্রতাপে জলে স্থলে, দেবি,
জ্বলিয়া উঠিল সমরাগুণ।
পদ্মার প্রবাহে, দুই স্রোত মাঝে,
ভগ্নশীল উপদ্বীপের মত,
দুই সেনা মাঝে, পর্ত্তুগীস চমূ,
হলো ছায়াপ্রায় হইয়া হত।

৩২

"রণে ভঙ্গ দিয়া, সেই সৈন্য-ছায়া
ছুটিল সমর তরণী মুখে ;
ছাড়ি সিংহনাদ, বিজয়ী মোগল
ছুটিল পশ্চাতে ফেণীর বুকে।

৩৩

"গগন বিদারি উঠিল গরজি,
সেই বর্ম্মধারী বীরের ভেরী ;

উত্থিত ক্ষেপণী আবদ্ধ মুষ্টিতে,
থামিল মোগল, বিস্ময়ে হেরি।
সমুদ্র-গরজে সেই ভেরী-নাদ
পাইল উত্তর প্লাবিয়া তীর ;
বঙ্গ-রণতরী গর্জ্জিল কামানে,
আস্ফালি উঠিল সমুদ্র-নীর।

৩৪

"তীরে শত্রু-ত্যক্ত যতেক কামান,
হইল মুহূর্ত্তে সমুদ্র-মুখ,
এক তানে সবে গর্জ্জিল অনল,
আঘাতিয়া শত্রু তরণী-বুক।
'ধন্য বীরবর—ধন্য রণ-নীতি !'—
শত শত যোদ্ধা কহিল ডাকি।
'ধন্যরে তস্কর ! যুঝিলি রে আজি
তস্করের মত লুকায়ে থাকি'—

৩৫

"পর্ত্তুগীস-পতি, মাটি কাটি যেন
উঠিয়া সম্মুখে, সরোষে কহি,
হানিলেক বর্ষা বর্ম্মধারী বুকে ;
মুহূর্ত্তেকে যোদ্ধা পড়িল মহী।

মুহূর্ত্তে সম্বরি, মুহূর্ত্তে হানিল
নিজ তীক্ষ্ণ শেল, হন্তার বুকে ;
পড়িলেক যোদ্ধা, মেঘ-খণ্ড যেন,
কহিয়া চীৎকারে মৃত্যুর মুখে—

৩৬

"'তস্কর বীরেন্দ্র ! চিনিয়াছি তোরে,
পাবি প্রতিফল অন্যথা নয় !'
'ধন্য বীরবর !'—হলো জয় ধ্বনি—
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্র জয় ।'

৩৭

"' জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয় !'—
প্লাবি রণস্থল উঠিল ভাসি;
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'—
উত্তরিল সিন্ধু-তরঙ্গ-রাশি ।
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়'—
হলো প্রতিধ্বনি পর্ব্বতময় ;
গাইলাম আমি করতালি দিয়া,—
'জয় সেনাপতি বীরেন্দ্রের জয়' ।

৩৮

"পূর্ব্বাচল-শৃঙ্গে, ঊষা শান্তিময়ী,
দেখা দিলা যবে প্রভাতে আসি,

আছিল যথায় দস্যুর শিবির,
রয়েছে তথায় শবের রাশি।
ভূপতিত খৃষ্ট বুদ্ধের কেতন,
রক্ত অর্দ্ধ-চন্দ্র আকাশে হাসে ;
সমুদ্রের ত্রাস দস্যু-তরী-গ্রাম,
ভগ্ন, দগ্ধ, সিন্ধু-সলিলে ভাসে।

৩৯

"তুষ্ট বঙ্গেশ্বর খুলি কণ্ঠহার,
সহ সভাসদ মুকুট রায়,
আসিলা প্রভাতে, বরিতে বীরেন্দ্রে
সেনাপতি পদে, প্রফুল্ল-কায়।
কোথায় বীরেন্দ্র ?—রাজ পারিষদ
খোঁজে রণ-স্থল, সকল ঠাঁই;
আছে অশ্ব সব, মৃত কি জীবিত,
সেই অশ্ব, সেই বীরেন্দ্র নাই।"

দর দর অশ্রুধারা মুছি তপস্বিনী,
স্নেহ তরলিত কণ্ঠে কহিলা ব্রাহ্মণে,—
"তপস্বিনী আমি, চির বন-নিবাসিনী,
তথাপি শুনিয়া এই বীরত্ব কাহিনী,
ভরিল হৃদয় মম। ধন্য ভাগ্যবতী
সেই নারী, হেন বীর-প্রসূন-প্রসূতি !

কহ, বৎস, কহ শুনি রণান্তে কোথায়
চলি গেলা বীরমণি! পাইলা কি তুমি
উদ্দেশ তাহার?"
"হায়, দেবি! কি কহিব,
দিনান্তে ভাস্কর যথা, রণান্তে বীরেশ
কোথায় কি মতে গেলা না জানিলা কেহ।
বিলোড়ি, বিভাসি শূন্য, দম্ভোলি যেমতি
মিশায় আকাশ-অঙ্গে, মিশাইলা শূর,
উজ্জ্বলিয়া রণস্থল নৈশ অন্ধকারে।
ছুটিল নবাব দূত দিগ্‌দিগন্তরে
অন্বেষিতে বীরবরে; নিরাশ হইয়া
দেবি, ফিরিলাম আমি।
"আসি সীতাকুণ্ডে
পথশ্রমে বসিয়াছি অবসন্ন কায়,
ব্যাস-সরোবর তীরে বটবৃক্ষ মূলে,
সম্ভাষিল বৃদ্ধ এক প্রণমি আমারে।
শুনি মম সমাচার নীরবে প্রাচীন,
প্রসারি দক্ষিণ কর, কহিল আমারে—
'না পারি কহিতে সেই যোদ্ধার সন্ধান
কিন্তু পত্র তব যদি দেও এ দাসেরে,
প্রদানিব যথাকালে সেই বীর-করে।'

না দেখি উপায়ান্তর ভাবি কিছুক্ষণ,
আসিনু প্রাচীনে পত্র করিয়া অর্পণ”।
যোগিনী অচল নেত্রে প্রাঙ্গণের পানে
নীরবে রহিলা চাহি, যেন চিন্তাস্রোতে
রমণী জীবন মন গিয়াছে ভাসিয়া।
নিঃশব্দ চরণে বিপ্র হইল অন্তর,
নীরবে প্রণমি সেই নীরব যোগিনী।
চিন্তা অন্তে তপস্বিনী ফিরায়ে বদন
চমকিলা—একি মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি যেন?
স্থির বিস্ফারিত নেত্রে, উন্নত গ্রীবায়
চেয়ে আছে কুস্থমিকা—অনিশ্বাস নাশা—
দেবীর চরণ-প্রান্তে রক্ত-জবা পানে!
‘বর্ষাবাতে বীরেন্দ্রের ভূতলে পতন’—
করি কর্ণে বজ্রনাদ, তড়িতের মত
পশিয়া অন্তরান্তরে, করিল বামায়
অচেতন, যেন স্বর্ণ প্রতিমার মত।
দেখিলা যুবতী, সেই ক্ষুদ্র রক্ত-জবা,
দেখিতে দেখিতে ক্রমে প্রসারিয়া দল,
লোহিত সমরক্ষেত্রে হলো পরিণত।
দেখিলা ভীষণ রণ, রণ-বিভীষিকা
শত শত নৈশ রণে; শুনিলা শ্রবণে

কামান গর্জ্জন ; সেই অস্ত্র ঝনৎকার।
দেখিলা বিস্ময়ে, সেই মহারণ-স্থলে
বীরেন্দ্র বিদীর্ণ-বুক রহেছে পড়িয়া—
অনির্ব্বাণ উল্কা যেন, অ-শিখ অনল,—
অচল দর্পণ-নেত্রে কুসুমিকা পানে
চাহিয়া কাতর-দৃষ্টি। মূর্চ্ছাগতা বালা
ঢলিয়া পড়িতেছিলা, ধরিলা যোগিনী
প্রসারিয়া ভুজদ্বয়। কহিলা কাতরে—
"কেন বাছা কেন এত হইলে অধীরা?
নিশ্চয় বীরেন্দ্র মম পেয়েছে লিখন;
এ মুহূর্ত্তে আগমন নহে অসম্ভব।
যাও, বৎসে, যাও গৃহে, ওই সন্ধ্যা দেবী
আসিছেন শান্তিছায়া লইয়া কাননে,
বর্ষিবেন শান্তি তব কোমল শয্যায়।"
এত বলি তপস্বিনী চুম্বিয়া বদন
বিদাইলা দুঃখিনীরে। নীরবে যুবতী
চলিলা যন্ত্রের মত, দেখিতে দেখিতে
বিশাল নয়নে সেই রণ-প্রতিকৃতি
গোধুলী-আকাশ-পটে। মুক্ত কেশরাশি
ঝুলিছে অসাবধানে অঞ্চলের সনে,
খেলিয়া খেলিয়া, চারু সন্ধ্যার তিমিরে,

লহরী তিমিরাতর। ক্রমে এই চিত্র
যবে হলো নেত্রান্তর আঁধারিয়া সন্ধ্যা,
বিগলিত অশ্রুধারা মুছি তপস্বিনী,
মায়ের প্রতিমা প্রতি ফিরাইলা মুখ।
দেখিলা সে ললাটেন্দু,—কিরণ যাহার
সহস্র হীরক-প্রভা করিয়া হরণ
ভাস্বর সতত,—এবে পাংশু-বিমলিন ;
মিশিয়া গিয়াছে যেন গোধুলি আঁধারে।
মায়ের অশিব মূর্ত্তি করি দরশন,
একেবারে যোগিনীর ভাঙ্গিল হৃদয়।
ভূতলে আঘাতি শির কাঁদিতে কাঁদিতে
কহিলা—" হে দয়াময়ি, দেহ পদ-ছায়া
অভাগিনী যুবতীরে, আহত যুবায়।
তোমার চরণাশ্রিতা এই বন লতা,
ছিঁড়িও না, আঁধারিয়া এই বনস্থলী
হরিও না অরণ্যের অমূল্য কুসুম।
কত বর্ষ বনে বনে জননি তোমার
পূজিনু চরণাম্বুজ, দেও ভিক্ষা আজি,
হে বরদে, এ দাসীরে, পূরাও বাসনা।"
দেও দাসে, কুলমাতা, দেও পদছায়া।
শারদ অষ্টমী আজি, এই চন্দ্রালোকে,

বিশাল পদ্মার তীরে বসিয়া বিষাদে,
ডাকে মাতা নির্ব্বাসিত তনয় তোমার।
পদ্মার স্রোতের মত অদৃষ্টের গতি—
কি সাধ্য ফিরাব তারে? চলেছি ভাসিয়া,
কুটিল সংসারার্ণবে তরঙ্গের ক্রীড়া!
কেমনে পাইব কূল, কুল-মাতা তুমি,
নাহি দেও কূল যদি অকূল সাগরে।
জীবনের যত আশা,—একে, একে, একে,
যেতেছে ভাসিয়া হায়! যেতেছি ভাসিয়া,
ইচ্ছা-হীন, লক্ষ্য-হীন, ভগ্ন তরী মত।
আশার কমল বন, অকূল অর্ণবে,
সৃজি, মায়াময়ি, আজি দেখা দেও দাসে
কমল-কামিনীরূপে। অথবা তুলিয়া
আকাশে কঙ্কণ তব—অষ্টমীর শশী—
অদৃষ্টের অমাবস্যা কর জ্যোতির্ম্ময়,
তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা! কঙ্কণ-বিভায়
বনভূমি **রঙ্গমতী** কর আলোকিত।
দেও শক্তি, দয়াময়ি, ক্ষুদ্র তূলিকায়,
চিত্রিব মা চিত্রাতীত সুন্দর কানন।

ষষ্ঠ সর্গ ।

গিরি শেখরে ।

মধ্যাহ্ন-আতপ-দগ্ধ পথিক যুগল
বসিয়া অশ্বত্থ-পত্র-চন্দ্রাতপ তলে,
যুড়াইছে পথশ্রান্তি । দেখিছে বিস্ময়ে
সেই মহা বৃক্ষ শোভা,—প্রকৃতি কেমনে
অনুকারী চারু শিল্পী, রেখেছে সাজায়ে
মনোহর অট্টালিকা নিবিড় কাননে ।
শাখা হতে উপ-শাখা, পল্লব বিহীন,
নামিয়া ভূতলে, তরুমূলে চারি দিকে
সাজায়েছে কত কক্ষ, কত অবয়ব !
আলিঙ্গিয়া প্রেমানন্দে সেই শাখাচয়,
উঠিয়াছে কত চারু কানন-বল্লরী,
শাখাবৃন্দে অবিরল করিয়া বেষ্টন ।
কতবর্ণ বন-পুষ্প লতায় লতায়
ফুটিয়াছে, গুচ্ছে গুচ্ছে, পত্রের বিচ্ছেদে ;
স্তবকে স্তবকে তলে রয়েছে পড়িয়া,—
বন-রত্ন রাশি যত ।

এই রঙ্গভূমে,
'জুমিয়া'* রমণীগণ মধ্যাহ্নে বসিয়া,
কানন-কার্পাসে বুনে বিচিত্র বসন।
বিনায় বিচিত্র বেণী বন গৌরবিণী,
বিচিত্র কুসুম-দামে সাজায় কবরী।
সায়াহ্নে শ্রমান্তে পতি আসিলে নিকটে,
ভেটে নাথে বনবালা বন সুরা করে,—
স্বকর-নিস্থত; সুরা নয়ন কোণায়
তীব্রতর; তীব্রতম অলক্ত অধরে।
সেই সুরা, সেই কর, নেত্র, রক্তাধর,
রবেকর সমুজ্জ্বল গৌরাঙ্গ উজ্জ্বল,
সেই অনাবৃত ভুজ—সুগোল বল্লরী—
আবেশে আলিঙ্গি গ্রাবা, অলক্ত বসনে
অর্দ্ধ অনাবৃত সেই পূর্ণ বক্ষঃস্থল;—
বিহ্বল জুমিয়া, ধরি প্রণয়িণী-কর
নাচে সুখে বন-নাচ, গায় বন-গীত,
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে গায় প্রতিধ্বনি,
নাচিয়া নাচিয়া গিরি শেখরে শেখরে।
দূর হ'তে বোধ হয় নাচিছে সমীরে
রক্ত-জবা-হার উচ্চ পর্ব্বত শেখরে।

---

* বন্য-জাতির সাধারণ নাম।

এই বনদেব, এই অশ্বত্থ পাদপ,
কাননের কল্পতরু। ইহার ছায়ায়
অপুত্রা বসিয়া থাকে পুত্র কামনায় ;
ঝরিলে একটী ফুল, একটী পল্লব,
পূর্ণ মনস্কাম, যেন সদ্য পুত্রবতী,
যায় ঘরে ফিরে বামা প্রফুল্ল অন্তরে।
কাননের সুখ-দুঃখ-সাক্ষী তরুবর,—
পুত্রহীনা মাতা, পতি-বিহীনা ভামিনী
যুড়ায় দারুণ শোক কাঁদি তরুমূলে।
ইহার ছায়ায় বসি ভাবী দম্পতীর
প্রথম প্রণয় কথা, প্রথম চুম্বন—
মানব জীবনে সেই সুখের বিজলী,
মুহূর্ত্ত,—মুহূর্ত্ত মর্ত্তে স্বর্গের প্রকাশ !
এই তরু সমাশ্রিতা পবিত্র লতায়,
এই খানে পরিণামে প্রণয় বন্ধনে,
বাঁধে পরস্পরে সুখে। যদি প্রেমাকাশে
অবিশ্বাস কাল মেঘ দেখা দিলা আসি,
এই খানে সে বন্ধন হয় বিমোচন।
উদ্বাহ উৎসবে, তরু কত পুষ্প দাম
পরেন গলায় ; কত পতাকা সুন্দর—
বিচিত্র বিবিধ-বর্ণ !—শোভে ডালে ডালে ;

কত শত দীপমালা, শুভ্র অভ্রাধারে
পাতায় পাতায় শোভে জোনাকীর মত।
কুঞ্জে কুঞ্জে, শাখা-স্তম্ভে, শোভে দীপ-হার;
দীপাধিক সমুজ্জ্বল শোভে গৌরীগণ,
সজ্জিত কুসুম দামে,—কুসুম-কোমলা।
উৎসবে উন্মত্ত হাসি, কলকণ্ঠ ধ্বনি,
মধুর পঞ্চমে ভাসে নৈশ সমীরণে
প্লাবিত করিয়া শৃঙ্গ সঙ্গীতে, সুরায়।
   দিবসে উৎসব স্রোত শেখর হইতে
নামে **কালিন্দীর** নীরে, প্রশস্ত গহ্বরে।
বেষ্টিত বিশাল উচ্চ পর্ব্বত প্রাচীরে,
শোভিছে কালিন্দী, যেন ক্ষুদ্র পারাবার,
গভীর নীলিমাময়ী, শূন্য অবয়ব।
নামিছে পূরবে এক সলিল-প্রপাত,
বিকাশি স্ফাটিক ছটা পশ্চিম ভাস্করে,
উত্তরে নির্ম্মল স্রোতে যাইছে বহিয়া।
আসলিল গিরি-মূলে আছে প্রসারিত,
দুর্ব্বার গালিচাখানি—শ্যামল, কোমল।
অবগাহে পতি পত্নী, যুবক যুবতী,
বালক বালিকা,—ছোট বড় নানা ফুল,
শোভে কালিন্দীর নীরে ডুবিয়া, ভাসিয়া।

কেহ পান করে, কেহ জলে দেয় ঝাঁপ,
সাঁতারিয়া তীরে উঠি পুনঃ করে পান ;
পুনঃ স্নান, পুঃন পান ; মরি আকর্ষণ,—
তীরে শৈল-সুরা, নীরে শৈল-সুতা গণ !
কামিনীর কল নাদ ; উচ্চ বাঁশী রবে,
ক্রীড়া-শীল, সুমধুর, শিশুর চিৎকার ;
স্থবির গম্ভীর কণ্ঠ ;—মিশি একতানে,
করে কালিন্দীর বক্ষ প্রতিধ্বনিময় !
প্রমোদ তরণী কত, রঞ্জিত কেতনে
ছুটে বিদারিয়া বক্ষ ; কোথায় রূপসী
বসি কর্ণ করে, রক্ত বক্ষ-বাস বাহি
ঝুলিতেছ সদ্য-স্নাত বিমুক্ত কবরী।
 যবে কোন প্রতিবাসী বন্যজাতি সহ
মাতে এ পর্ব্বতবাসী ভীষণ আহবে,
পূজি বন-দেবগণে এই তরুতলে,
বন-পশু রক্তে শৃঙ্গ করিয়া রঞ্জিত ;
তখন ধরেন তরু শোভা অন্যতর—
বীর-বেশ। ডালে ডালে ঝোলে তরবার,
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, শেল, ভীষণ কুঠার,
ভীমাস্ত্র বিবিধ জাতি ; রণ- ঢক্কারাবে,
হয় গিরি বিকম্পিত, গর্জ্জিত, শঙ্কিত ;

আতঙ্কে বিবরে পশে বন-পশু-গণ।
সদ্য-হত বন-মৃগ অর্পি হোমানলে
পূজান্তে, সশস্ত্র সুরা-মত্ত যোদ্ধৃদল
করে প্রদক্ষিণ বহ্নি, একে, একে, একে;
করে উদ্‌যাপন এই সঙ্কল্প ভীষণ,—
" না বিনাশি যদি শত্রু এই মৃগ মত,
এই মৃগ মত যেন হই রণে হত।
অনন্ত কালের তরে, হৃদয় শোণিত,
বহে এইরূপে, দহে হৃদয় সহিত।"
ছাড়ি সিংহনাদ এই তরুমূল হতে
ছোটে যোদ্ধৃদল, যেন পর্ব্বত প্রবাহ,
অরাতি উদ্দেশে। ফিরি রণান্তে আবার,
এরূপ যজ্ঞান্তে উষ্ণ মৃগের শোণিতে
এই তরুমূলে সন্ধি হয় প্রতিশ্রুত।
আজি সেই তরুতলে যুগল পথিক,
পথ-ক্লান্ত, বিকলাঙ্গ। মধ্যাহ্ন তপন,
তরল অনল রূপে গেছে মিশাইয়া
আকাশের সনে, যেন প্রকাণ্ড কটাহ
পালটি ঢালিছে কেহ তরলাগ্নি রাশি,
দহিতে বসুধা। "অহো কিবা সুশীতল"—
বলিলা বীরেন্দ্র—"অহো! কিবা সুশীতল

এই তরু-মূল, এই শেখর-সমীর।
কি অমৃত দগ্ধ দেহে দিতেছে ঢালিয়া।
শঙ্কর, বারেক দেখ, মরি, কি সুন্দর
প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি! কিবা ছার বল
মানবের নাট্যশালা ইহার তুলনে।
একটী রাজ্যের উপকরণ সুন্দর
রয়েছে পড়িয়া!” যুবা রহিল চাহিয়া
বহুক্ষণ স্থির নেত্রে; শৈল প্রকৃতির
লইতেছে ছায়া-চিত্র মানসের পটে,
নীরবে তুলিয়া যেন। “ওই শৃঙ্গোপরি
ধরিবে কি চারু শোভা উচ্চ দেবালয়,
বিদারি জীমূত রাজ্য পবিত্র ত্রিশূলে!
বাজিবে সায়াহ্নে শঙ্খ কেমন গম্ভীরে,
কাংস্য, করতালী, ঘণ্টা, মৃদঙ্গের সহ!
চক্রে চক্রে কি সুন্দর কালিন্দীর নীরে
নামিবে সোপানাবলি! আনন্দে প্রভাতে
গাইবেক গঙ্গাষ্টক যবে বিপ্রগণ,
অবগাহি কালিন্দীর সুশীতল নীরে,
কিবা ভক্তি রসে মন হইবে মগন।
মায়ের বাসন্তী কিম্বা শারদ উৎসবে,
কি শোভা নগেন্দ্র-বৃন্দ করিবে বিকাশ

আসিবেন যবে মাতা নগেন্দ্র-নন্দিনী,
অকৃত্রিম পিত্রালয়ে! ভাবিতে না পারি
বাসন্ত শারদ চন্দ্র কি শোভা বিস্তার
করিবেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে, কালিন্দীর নীরে!
ওই শৃঙ্গে তমালের, কদম্বের, তলে
দোলায় দোলাবে যবে, ঘুরাইবে রাসে,
আনন্দে জুমিয়া বালা, প্রেমিক যুগলে,
কি শোভা হইবে বল! কিবা শোভা বল,
কালিন্দী উত্তর তীরে, ওই শৃঙ্গে যদি,
বিরাজে কেতন-শীর্ষ নৃপতি-ভবন!
ধর্ম্মাধিকরণ শোভে যদি অন্য তীরে,
রক্ষিত ভীষণ দুর্গে! ভেরীর ঝঙ্কারে,
দিবসের অষ্ট যাম করিবে জ্ঞাপন;
ভাঙ্গিবে নৃপতি-নিদ্রা, মধুর নিনাদে,
কালিন্দীর বক্ষ বাহি বীর-বৈতালিক!
সায়াহ্নে, প্রভাতে, যবে মৃদুল কিরণ
হাসিবে ব্যসনে রত সৈনিক কৃপাণে,
রক্ত বস্ত্রে, রণ অস্ত্রে, তুরঙ্গের গায়ে,
কি শোভা হইবে বল! এই শৃঙ্গে যদি
হয় সুরচিত এক বিলাস-উদ্যান।
সঙ্গীতের তানে তানে নাচে শিশুগণ;

হাসে উচ্চ হাসি যুবা ; যুবতী মধুরে ;
সঙ্গীতের তালে তালে, প্রেম আলাপনে
বিমুগ্ধ ; সংসার চিন্তা হয় বিস্মরণ।
অহো কিবা কাল্পনিক চিত্র মুগ্ধকর !”
নীরবিলা যুবা। বৃদ্ধ বলিল তখন—
“কল্পনার চিত্র কেন ? সাধ হয় যদি
এই খানে রাজধানী কর না স্থাপন।
আসিছেন বঙ্গেশ্বর বরিতে তোমায়
পিতৃ-রাজ্যে, শুনিয়াছি”—“যবনের দান’
সগর্ব্বে বলিলা যুবা—“বাঁধিয়া গলায়
বরং উপল খণ্ড, কালিন্দীর নীরে
দিব ঝাঁপ। শুনিয়াছ নিজ কর্ণে তুমি,
করিয়াছি কি প্রতিজ্ঞা শিবজীর কাছে।
নাহি বহু দিন আর, জ্বলেছে আবার
দাক্ষিণাত্যে শিবজীর সমর অনল।
পুড়িছে পতঙ্গ মত বিধর্ম্মী যবন।
ভারত-দাসত্ব-পাশ ভস্মশেষ প্রায়
সে তীব্র অনল তাপে,—বিধি অনুকূল !
নাহি বহু দিন আর, সেই বহ্নিশিখা
বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে দেখা দিবে যবে,
ভস্মিয়া মোগল রাজ্য, জ্বালি ভীমানল

পূরব অচল শিরে, দিব আবাহন
সেই বীর বৈশ্বানরে। দুই মহানল
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে নিবিবে যখন,
বঙ্গের যবন রাজ্য হইবে স্বপন।
সেই দিন—সেই দিন বলিও, শঙ্কর—
'এই খানে রাজধানী করহ স্থাপন'
কিন্তু সেই মহাব্রত, কবে সমাপন
হবে বল? হইবে কি?—অবশ্য হইবে।
হইবে না? নাহি জানি কত দিন হতে,
এই অমঙ্গল ছায়া হৃদয়ে সঞ্চার
হইল কেমনে। কত চাহি ভাসাইতে,
কিন্তু ভগ্ন তরী মত নিরাশা সাগরে,
ক্রমে ক্রমে এ হৃদয় যেতেছে ডুবিয়া।
কি দুর্ব্বার অবস্থার স্রোত ভয়ঙ্কর,
কি গতি অপ্রতিহত, বুঝিতে না পারি!
আশৈশব বক্ষ পাতি বীরের মতন,
যুঝিলাম; নারিলাম ফিরাইতে তবু।
চলেছি ভাসিয়া বেগে, না জানি কোথায়!
ভবিষ্যত অন্ধকার। মানস আকাশে
ঘোর ঘনঘটা। কোন ভীষণ রাক্ষস
আসিছে গ্রাসিতে যেন হৃদয় আমার।

যেই দিন সেই পত্র দিলা তুমি করে,
সেই দিন হতে, বৎস, কে যেন আমার
হরিয়া মানস-রাজ্য, গিয়াছে রাখিয়া
নিবিড় তামসরাশি। ‘ অষ্টমী নিশিতে’
লিখেছিল কুসুমিকা —‘অষ্টমী নিশিতে
নাহি দেখা দেও যদি, দেখিবে না আর
অভাগিনী কুসুমেরে।’—শিহরিলা যুবা—
“আজি সে অষ্টমী নিশি ! মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত,
যত যাইছে বহিয়া ; যাইছে শুষিয়া
জীবন শোণিত মম। দেখিতে দেখিতে
পড়িছে ঢলিয়া রবি অস্তাচল শিরে।
চল, বৎস, চল ; কিন্তু চলিতে চরণ
নাহি চলে, অচলাঙ্গ অমঙ্গল ভারে।
সংখ্যাতীত শত্রু মধ্যে পশিতে একাকী,
একটী,—একটী কেশ কাঁপে নাই যার,
আজি তার এই দশা। চল, বৎস চল !”
“এ কেমন উন্মত্ততা”—বলিল শঙ্কর,
“কেমনে চলিবে পদ ? সপ্ত দিবা নিশি
ক্ষত বক্ষে জ্বরাচ্ছন্ন আছিলা মূর্চ্ছিত।
কুলমাতা অনুকূল, শিখিয়াছিলাম
অমোঘ প্রলেপ যত শিবজী শিবিরে,

নতুবা নিশ্চয় হ'ত জীবন সংশয়।
দুই দিন মাত্র আজি পেয়েছ চেতন,
নিষেধিনু কত, তবু উন্মত্তের মত
চলিলে এ দীর্ঘ পথ। কাঁদিছেন বৃদ্ধ
পিতা তব, নাহি দিলে জানাতে তাঁহারে।
পিতৃ-স্নেহ, রাজ্য-আশা, দুর্ল্লভ জীবন,
সকল সংসার, নাহি বুঝিনু কেমনে,
একটী বালিকা তরে দিলে বিসর্জ্জন।
ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু এখনো ললাটে
রহিয়াছে, তিল মাত্র না করি বিশ্রাম,
এই দীর্ঘ পথ বল চলিবে কেমনে?"
আত্ম-হারা যেন যুবা বলিলা অস্ফুটে,
মৃদু কণ্ঠে—"উন্মত্ততা!—বালিকার তরে!"
কলিন্দীর পানে চাহি রহিলা নীরবে।
চাহিয়া চাহিয়া যুবা বলিলা—"শঙ্কর!
আমার জীবন যদি মানব জীবন,
না জানি স্রষ্টার ইহা সৃজিয়া কি ফল।
কি ফল অর্পিয়া তৃণ সমুদ্রের স্রোতে;
নিক্ষেপিয়া শুষ্ক পত্র, প্রভঞ্জন আগে।
আশৈশব মাতৃহীন, মায়ের আদর
মায়ের মধুর নাম, কল্পনা তাঁহার,

কি যে স্বরধুনী ধারা ঢালে এ হৃদয়ে
বলিতে না পারি। ভাবি মনে মনে, যদি
মুহূর্ত্ত দেখিতে পাই জননীর মুখ,—
সেই শান্তি, সেই সুখ, সেই পবিত্রতা,
দুঃখের জীবনে হায় সেই দুর্গোৎসব।
সে বদন-চন্দ্রের সে স্নেহ-চন্দ্রিকায়,
বারেক যুড়াতে পারি তাপিত পরাণ!
একবার মা বলিতে সেই মুখ চাহি,
জীবনের যত দুঃখ, হৃদয় হইতে
যাইত নামিয়া, যেন তিমিরের রাশি
সুধাংশু বিভায়। সেই পবিত্র চন্দ্রিকা
মুছিয়া ছিলেন বিধি শৈশবে আমার।
"মা মা" ডাকিতাম দশভুজায় যখন,
ভাবিতাম সত্য সেই জননী আমার।
নিরখি হীরকোজ্জ্বল সেই ক্ষুদ্র মুখ,
পাইতাম কত সুখ; কত ভক্তি ভরে,
নমিতাম, চাহিতাম লইবারে বুকে,
সেই ক্ষুদ্র প্রতিমায়। গিয়াছে শৈশব;
জননী-অভিন্ন-জ্ঞান সেই প্রতিমায়
এখনো রহেছে, বৎস, হৃদয়ে আমার।
"মাতৃহীন শৈশবান্তে, দিলাম কৈশোরে

বিদেশ সমুদ্রে ঝাঁপ,—ছাড়িয়া জনকে,—
পতঙ্গ, অনলে যথা ; তাপিত, সলিলে !
সেই দেব-নেত্র হতে কি যে অশ্রুধারা
ঝরিল সে যাত্রা-কালে ; কি যে স্নেহ ভরে
চুম্বিলা জনক বক্ষে ধরিয়া আমারে,
প্লাবিয়া বদন মম নয়ন ধারায় !
কত যে কাঁদিলা পিতা, কত নিষেধিলা !
সেই অশ্রু-সিক্ত মুখ, সেই স্নেহ-ভাষা,
সেই স্নেহপূর্ণ বক্ষ,—চলিলাম তবু
বারাণসী নিরখিতে সে মহা শ্মশান।
চলিলাম, ঘুচাইয়া কোমল বেষ্টন
সেই ক্ষুদ্র বল্লরীর, এক মাত্র সুখ
কৈশোরের নিক্ষেপিয়া নিবিড় কাননে।
ঘোর দুরাকাঙ্ক্ষা-স্রোতে গেলাম ভাসিয়া,
কোথায় ? কতই দুর্গ করিনু নির্ম্মাণ
আকাশে, কতই স্বপ্ন দেখিনু জাগিয়া,
জান তুমি সব। কিন্তু যথায় যখন,
এই তিন মূর্ত্তি সদা হৃদয়ে স্থাপিত—
জনক, জননী,—আর বালিকা কুসুম !
ধরাতলে এই তিন দেবতা আমার।
এ তিনের উপাসনা তপস্যা আমার,—

নাহি জানি অন্য ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে আমি
নাহি পাই শান্তি ; মম না ভরে হৃদয়।
দৃঢ় পৌত্তলিক আমি, প্রতি প্রতিমায়,
দোলে, দুর্গোৎসবে, রাসে ; লক্ষ্মী পূর্ণিমার
নিরমল চন্দ্রালোকে ; মহালয়া মহা
নিশীথ আঁধারে, আছে মিশাইয়া মম
জননীর স্নেহ-স্মৃতি, পিতার আদর,
বালিকার মুখ খানি। শঙ্কর ! এখনো
সপ্তমী প্রভাতে যবে আনন্দ আরতি
বাজে, কর্ণে করি কিবা সুধা বরিষণ ;
নিদ্রান্তে নিরখি নব প্রতিমার মুখ ;
কি যে স্মৃতি হৃদয়েতে হয় উচ্ছ্বসিত,
কাঁদি আমি অবিরল বালকের মত।
নিশা পূজা কালে সে যে অষ্টমী নিশিতে,
মায়ের কোলেতে বসি, শৈশবে বিস্ময়ে
দেখিতাম প্রতিমার শোভা অপার্থিব,—
শত দীপালোকে গৌরী মৃণ্ময়ী কেমন
হাসিতেন চারু হাসি ; হাসিত কেমন
তপ্ত কাঞ্চনের বিভা ; কাঁপিত করের
কৃপাণ, ত্রিশূল, চারু কিরীটের ফুল ;
পাইতাম ভয় দেখি বিকট অসুর ;

কেশরী ভীষণতর, দেখিতাম যেন
ঘুরিছে নয়ন তারা, ফাটিছে ধমনী।
নীরব মণ্ডপে সেই গভীর নিশীথে
পূজকের মন্ত্র-ধ্বনি, কেমন গম্ভীর,
মধুর ঝঙ্কার পূর্ণ, কত সুললিত,
লাগিত বালক কর্ণে! শঙ্কর এখনো
দেখিলে সে অপার্থিব দৃশ্য মনোহর,
শৈশব স্মৃতিতে ভরে উন্মত্ত হৃদয়;
কাঁদি বালকের মত। সেই স্মৃতি স্রোতে
আত্ম-হারা কত দিন ভাবিয়াছি মনে
জনক জননী মূর্ত্তি করিব স্থাপন,
নির্ম্মাইয়া মনোহর পবিত্র মন্দির।
নিত্য নিত্য গৃহে মম হইবে পূজিত
যুগল প্রতিমা, সেই মন্দির ছায়ায়
ক্ষুধার্ত্ত পাইবে অন্ন, বিদ্যার্থী তেমন—
দরিদ্র, পিপাসাতুর—পাবে অধ্যয়ন।
কিন্তু ফলিল না স্বপ্ন! পবন-তাড়িত
ওই কালিন্দীর ক্ষুদ্র হিল্লোলের মত,
সব আশা আজি যেন যাইছে মিশিয়া।
মায়ের নিষ্ফল স্নেহ, পিতার বিষাদ,
প্রণয়িনী পরিতাপ”—

কি দৃশ্য সম্মুখে !
কালিন্দীর নীলিমায়, পশ্চিম তপন
ছড়াইছে ক্রমে ক্রমে, কিবা সমুজ্জ্বল
তরল অনল বিভা। তরল অনলে
খেলিছে হিল্লোলমালা, ঝলসি নয়ন,
যেন সংখ্যাতীত তপ্ত কাঞ্চন সফরী।
স্থানে স্থানে শোভে ক্ষুদ্র ধীবরের তরী,
ঈষদে নাচিয়া সেই অনল হিল্লোলে।
ঈষদে নাচিয়া শোভে, শৈলজার চারু
মৃণ্ময় কলসী, স্বর্ণ কর-পদ্ম ভারে
নিমজ্জিত গ্রীবা। চরে তীরে স্থানে স্থানে
গোপাল, মহিষপাল, বনপশুচয়,
স্থলচর পক্ষী নানা। স্থানে স্থানে বসি
বিশাল তরুর মূলে, প্রশস্ত শাখায়,
খেলিছে রাখাল শিশু; কভু উচ্চ হাসি,
কভু উচ্চ করতালি, ভাসিছে নির্জ্জনে।
একটী অশোক মূলে বসি একাকিনী
বুনিছে বিচিত্র বাস, রহিয়া রহিয়া
গাইছে বিষাদে, এক জুমিয়া রমণী।

গীত।

১

ভুলিলে কেমনে ?
এত আশা, ভালবাসা, ভুলিলে কেমনে ?
এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরু তলে, এই নিবিড় কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী কলে,
বলেছিলে কত কথা,—ভুলিলে কেমনে ?

২

যথা ওই গিরিবর,
ঢালিতেছে নিরন্তর,
সরসী হৃদয়ে বারি ; ভুলিলে কেমনে
তেমতি হৃদয়ে মম,
ওই বারি-ধারা সম,
ঢালিলে যে প্রেমধারা প্রেম-প্রস্রবণে ?

৩

সেই প্রেম প্রবাহিণী,
আজি কূল বিপ্লাবিনী,
প্লাবিয়া হৃদয় সর বহিছে নয়নে ;

ওই স্রোতস্বতী মত,
বহিতেছে অবিরত,
অশ্রুধারা অবিরল প্রণয় প্লাবনে।

৪

যে দেশে রয়েছ তুমি,
নাহি কি আকাশ ভূমি
সে দেশে, সলিল নাহি, নাহি রবি শশী ?
আকাশে নীলিমা নাই,
ভূমে বৃক্ষ লতা নাই,
সলিলে তরল শোভা, নিশি কণ্ঠে শশী ?

৫

দিনে দিবাকর নাই ?
প্রদোষ, প্রভাত নাই ?
নরের হৃদয় নাই, হৃদয়েতে স্মৃতি ?
থাকিলে এ দুঃখিনীরে,
ভাসায়ে বিস্মৃতি-নীরে,
কেমনে রয়েছ ছাড়ি আশ্রিতা ব্রততী ?

৬

যখন যে দিকে চাই,
কেবল দেখিতে পাই,
অঙ্কিত তোমার মুখ,—শূন্য, ধরাতল !

ঝর ঝর নিরঝরে,
নিত্য প্রেম গীত ঝরে,
অনন্ত প্রেমের কাব্য গগন ভূতল।

৭

কিম্বা বল, প্রাণনাথ!
তথায় কি পারিজাত
ফুটে ধরাতলে, সে কি নন্দন কানন?
পেয়ে পারিজাত ফুল,
দুঃখিনীর আশামূল
ছিঁড়িলে কি, ভুলিলে কি দরিদ্র কুসুম?

৮

সব আর কত কাল,
এই স্মৃতি-শরজাল,—
রবি, শশী, তারা, এই সরসী, কানন?
বাণমুখে অবিরল,
জ্বলিছে নিরাশানল,
কানন-কুসুম কলি ঝরিবে এখন।

৯

এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে,

পড়ি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী কলে,
বনের কুসুম কলি শুকাইবে বনে।

১০

ভুলিলে কেমনে
এত আশা, ভালবাসা, ভুলিলে কেমনে ?

পার্ব্বতীর পৃষ্ঠ-বাহী মুক্ত কেশরাশি
পড়িয়াছে শিলাতলে ; সেই কৃষ্ণ পটে
শোভিতেছে গৌরাঙ্গিণী চিত্রার্পিতা প্রায়।
কখন বুনিছে বাস। রহিয়া রহিয়া
চাহি কালিন্দীর পানে দৃষ্টি উদাসীন,
কখন গাইছে গীত। সে স্বর-লহরী,
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি গিরির শেখরে,
শৈল শৃঙ্গে সুধা বর্ষি যাইছে মিশিয়া।
শেষ তানে যুবকের মন প্রাণ যেন,
অজ্ঞাতে ভাসিয়া গেল শৈল সমীরণে,
কিছুক্ষণ, মন্ত্রমুগ্ধ, রহিলা বসিয়া।
দেখি কালিন্দীর বক্ষে সৌর-কর-ক্রীড়া,
যুবার ভাঙ্গিল ধ্যান ; চমকি উঠিয়া
বলিলা—"অতীত বেলা তৃতীয় প্রহর,
শঙ্কর, সত্বর চল।" উন্মত্তের মত

ছুটিলা কানন পথে,—আত্মহারা গতি!
উভয়ে নীরবে চলি গেলে বহুদূর
বলিলা বীরেন্দ্র ধীরে—"শঙ্কর, যখন
আছিলা সুন্দরবনে, দেখিলা কি কভু
কানন কালীর সেই পবিত্র মন্দির?
মন্দিরবাসিনী এক বৃদ্ধা তপস্বিনী?"
"বলেছি কেমনে সেই নদীর সৈকতে,
বহুদূরে মৃতপ্রায় পাইয়া আমারে,
বাঁচাইল বহু যত্নে কাঠুরিয়া এক।
বৃদ্ধের আবাসে আমি ছিলাম যখন,
সুন্দরবনের কত বিচিত্র কাহিনী
শুনিয়াছি তার মুখে। শুনিয়াছিলাম
কানন কালীর কত কীর্ত্তি অনুপম।
কিছু দিন থাকি সেই কালীর মন্দিরে,
শুনিলাম যবে, তুমি আসিয়াছ দেশে,—
মনে না মানিল আর—আকুল পরাণ
দেখিতে তোমার মুখ, আসিলাম আমি।
শুনিলাম ত্রিপুরায় রণের বারতা।
আসিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে; ভাবিলাম মনে
পিতার শিবিরে তব পাব দরশন।
আসিতে আসিতে পথে শুনিনু সভয়ে

নৈশ-রণ-কথা, ছদ্ম-বীরের বীরতা।
কেবল আমার মন কহিতে লাগিল—
‘শঙ্কর! এ ছদ্ম-বীর বীরেন্দ্র তোমার,
যাও শীঘ্র, অস্ত্রাহত রয়েছে পড়িয়া।’
চম্পক-অরণ্য তব আদরের স্থান
জানিতাম, আসি তথা দেখিনু বিস্ময়ে,
মূর্চ্ছিত, মোহন্ত-গৃহে রহেছ পড়িয়া।”
ক্ষণেক নীরব বৃদ্ধ, বলিল আবার—
“লইও না নাম সেই কানন কালীর।
জান কি বীরেন্দ্র তুমি, পূর্ব্ব রাজ্য তব,
ছিল সে সুন্দর বনে বলেশ্বর তীরে?
এখনো ভীষণ দুর্গ, ভীম অট্টালিকা—
অতীত-গৌরব-সাক্ষী—আছে দাঁড়াইয়া।
তোমার স্বর্গীয় পূর্ব্ব পুরুষের নাম,
এখনো কাননে আছে পুণ্য-শ্লোক মত।
বীরপণা, গুণপণা, কত কীর্ত্তিরাশি,
কাননের অঙ্কে অঙ্কে আছে বিরাজিত।
বলেশ্বর তীরে, কালী মহা-বলেশ্বরী
স্থাপিলা যে দিন তব বীর পিতামহ,
শুনিয়াছি বৃদ্ধ মুখে, হলো সেই দিন
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত; মহা কোলাহলে

ডাকিল দিবসে শিবা ; রক্ত বরিষণ
হ'ল রাজ্যে ; মহামারী দিল দরশন।
কালের করাল ছায়া, সেই দিন হতে
ছাইল রাজ্যের শির। মহামারী গ্রাসে,
ততোধিক ভয়ঙ্কর পর্ত্তুগীস ত্রাসে,
আজি সেই ছায়াতলে নিবিড় কানন।”

“বুঝিলাম কেন বক্ষ কাঁপিত আমার,
দেখিতে সে ভগ্ন-শেষ অট্টালিকা পানে।
বুঝিলাম এত দিনে—কেন অজানিত
সেই বিষাদের ছায়া, কোমলতাময়,
ছাইত হৃদয়াকাশ; আকুলিত প্রাণ,
রহিয়া রহিয়া কেন উঠিত কাঁদিয়া,
গৌরব-সমাধি দুর্গ করি দরশন।”
ক্ষণেক নীরবে রহি বলিতে লাগিলা,—
“বৃথা নিন্দ দেবে, বৎস ; দেবের কি দোষ ?
আপনার কর্ম্ম-হ্রদে আপনি মানব
ডুবে, ভাসে, এ সংসারে,—দেবের কি দোষ ?
শুনিয়াছ রামায়ণ, শুনেছ ভারত ;
যেই মহাশক্তীশ্বরী পূজিলা লঙ্কেশ,
পূজি সেই মহামায়া নেত্র নীলোৎপলে,
বিনাশিলা লঙ্কানাথে রাঘবেন্দ্র বলী।

পুরুরাজ মহাবংশ করিলা স্থাপন
পূজি যেই দেবে, বৎস! সেই দেবতায়
পূজিতা একই ভাবে কৌরব, পাণ্ডব;
সে দেব কি কুরুকুল করিলা বিনাশ?
সে দেব কি পুরুবংশ ফেলিলা মুছিয়া
ভারতের বক্ষ হতে, জলরেখা মত?
ভারত-পশ্চিম-প্রান্তে স্থাপিলা যে দেব
যাদবের সিংহাসন, সে দেব কি, বল,
ঘটাইলা হত্যাকাণ্ড প্রভাসের তীরে,
সিন্ধুগর্ভে দ্বারবতী দিলা বিসর্জ্জন?
না, না, বৎস, বৃথা তুমি নিন্দিলে দেবীরে।
মানবের কর্ম্মক্ষেত্র মহা পারাবার,
জাতীয়-তরণী-ব্যূহ তাহে নিরন্তর
ভাসিতেছে যথা ইচ্ছা। পথ প্রদর্শক
সর্ব্বত্রে সমান আছে অদৃশ্যে বিবেক,—
দেবতার প্রতিবিম্ব, মানব হৃদয়ে।
হেলিয়া সগর্ব্বে, বৎস, সেই প্রদর্শন
চলিবে যে তরী, মনে জানিবে নিশ্চয়,
তুমুল ঝটিকাগ্রস্ত হইবে অদূরে,
হবে নিমগন কিম্বা তীরে নিপতন।
দেবের কি দোষ, বল? একাদশ বার

যবনের পরাক্রম যে দেব কৃপায়
বিমুখিলা মহাবীর্য্য হস্তিনার পতি,
হায় রে ! দ্বাদশ বারে, সে দেব কি, বল,
ডুবাইলা আর্য্য-রাজ্য পাপ **থানেশ্বরে** ?
অন্তর-বিগ্রহে, বৎস, ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতিছত্রে এই বহ্নিশিখা
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেব চক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথমে।
মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত-প্রবাহে
নিবিলে সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।
এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
সেই দেব অভিনেতৃ, সম্বরিলা লীলা
সিন্ধু-প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে, আততায়ী-করে।
সদ্য মহারাজ্য ক্রমে পড়িল খসিয়া
শত খণ্ডে, পদাহত অনার্য্য পরশে,
বালকের হস্তচ্যুত পুতুলের মত।
পরাক্রান্ত পৃথুরাজ এই খণ্ড চয়

বিক্রমে গাঁথিতে ছিলা ; বিধর্ম্মী-কেতন,
উড়াইল অর্দ্ধচন্দ্র সিন্ধু-নদ-তীরে।
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি, জোনাকীর মত,
জ্বলিল ; ভারত-রবি গেল অস্তাচলে।
কিম্বা এত দূরে কেন ? দক্ষিণ বঙ্গের
নৃপতি সমাজ, যদি বলেশ্বর মত
এক স্রোতে বিমুখিত তস্কর-বিপ্লব,
সে সুন্দর রাজ্য ব্যূহ হইত না আজি,
নিবিড় সুন্দর বন। কি করিবে বল
কালী মহাবলেশ্বরী ? ভারত সন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষা পরে শিখিল না আজি,
জাতিত্বের মহামন্ত্র, সর্ব্ব-শক্তি-মূল—
একতা ! উপল খণ্ড দেখিছ নয়নে,
হয় ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু ঝরি ;
কিন্তু যবনের দৃঢ় সুতীক্ষ্ণ অসির
অনন্ত আঘাতে, হায় ! না পারিল তবু
লিখিতে এ মহামন্ত্র ভারত-হৃদয়ে।
ভারত-সন্তানগণ বুঝিল না হায়,
সমষ্টি করিলে, ক্ষুদ্র যষ্টি কত শক্তি
পারে ধরিবারে ; সূক্ষ্ম সূত্র বাঁধিবারে
পারে করিবরে ; ক্ষুদ্র বারি-বিন্দু-চয়

পারে ভাসাইতে এই বিশ্বচরাচর।
"'অন্তর-বিগ্রহ কালে পঞ্চ আর শত,
পঞ্চোত্তর শত ভাই আক্রমিলে পরে'—
এই মহা ঋষি-বাক্য, ইতিহাস-গত,
বুঝিবে কি এত দিনে ভারত সন্তান?
ওই শুন, ওই শুন নীলাচল শিরে,
বাজিছে সমর ভেরী, এই মহামন্ত্র
পঞ্চশত বর্ষ পরে করি বিজ্ঞাপন।
অন্তর-বিদ্বেষ ভুলি সেই ভেরী-নাদে
আবার কি **রাজ-স্থান** উঠিবে নাচিয়া,
ফাল্গুনীর পাঞ্চজন্যে পাণ্ডব যেমতি?
তুলিবে কি প্রতিধ্বনি পঞ্চনদ তীরে,
গুরু নানকের বীর শিষ্য সম্প্রদায়?
চরণে দলিত বঙ্গ-নৃপতি নিচয়
আবার তুলিবে শির সে ভেরী ঝঙ্কারে?
সমগ্র ভারতবর্ষ আসমুদ্র গিরি,
'জয় মা ভবানি!' বলি উঠিবে গর্জ্জিয়া?
উল্লাসে উড়িছে ওই নীলাচল শিরে
রতন ত্রিশূল-বক্ষ রক্তিম কেতন
বীরবর শিবজীর। ত্রিশূল বিভায়
মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র পাংশুল মলিন

হইতেছে ক্রমে ক্রমে। নাহি বহু দিন,—
দস্যুদের বীর্য্য-বহ্নি, বাড়ব অনল,
নিবেছে সমুদ্র-গর্ভে ফেণীর সমরে ;
নাহি অন্য শক্র দ্বারে, জাতীয় উত্থান—
এ নব বিপ্লব স্রোত,—রাখিতে ঠেলিয়া।
আসে যদি ঐরাবত, নিব ভাসাইয়া
জননী জাহ্নবী মত ; নাহি বহুদিন,
যবনের অর্দ্ধ-চন্দ্র হবে অস্তমিত ;
উড়িবে দিল্লির দুর্গে ত্রিশূল-কেতন।
ভারতের দুর্গে দুর্গে, অচলে অচলে,
মায়ের ত্রিশূল-জ্যোতি ঝলসি নয়ন
উজলিয়া দশ দিশ"——চলিতে লাগিলা
চাহি আকাশের পানে. চিন্তা-মুগ্ধ যুবা।

ভবিষ্যত-অন্ধ নর ! জানিলে না, হায়,
পশেছিল বঙ্গদেশে যে ক্ষুদ্র হিল্লোল
ভাগীরথী স্রোত সনে, দেখিতে দেখিতে
বিশাল তরঙ্গে ক্রমে হয়ে পরিণত,
নিবে ভাসাইয়া আর্য্য-বিপ্লব-অঙ্কুর,
হিমাদ্রি শেখরো তাহে যাইবে ভাসিয়া !

সেই ত্রিশূলের চিহ্ন আকাশের গায়ে
চাহিয়া চাহিয়া যুবা চলিতে লাগিলা।

ক্রমে অষ্টমীর সন্ধ্যা ছাইল কানন,
তিমিরে ত্রিশূল ক্রমে গেল মিশাইয়া।
বাড়িতে লাগিল নিশি ; বীরেন্দ্র তখন
দেখিলা বিস্মিত নেত্রে, তমোরাশি হতে
ভাসিয়া উঠিল, কালী মহাবলেশ্বরী।
ভীষণ মূরতি শ্যামা ! ঝরে ঝর ঝরে
সদ্য-ছিন্ন-শির, নর-কর-কাঞ্চী হতে,
উষ্ণ রুধিরের ধারা। লেলিহান জিহ্বা
আনন্দে সে রক্তধারা, ছিন্ন গ্রাবা হতে,
করিতেছে পান ; ভীমা হাসে খল্ খল্।
সৃক্কণী বাহিয়া সদ্য শোণিতের ধারা
ঝরিতেছে ; ঝরিতেছে মুণ্ড-মালা হতে,
শ্যামাঙ্গে বিজলি-ছটা করিয়া বিকাশ।
কাঁপিল যুবার বুক, বলিলা—"শঙ্কর।
দেখ এ কি ভয়ঙ্কর !" দাঁড়াইলা যুবা
সত্রাসে,—করাল মূর্ত্তি গেল মিশাইয়া।
ভ্রমান্তে হাসিয়া যুবা চলিলা আবার।
অষ্টমীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কানন ;
অন্ধকারে বৃক্ষে বৃক্ষ গেছে মিশাইয়া।
কেবল নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া আকাশে,
কেবল ঝিল্লীর রব ঝঙ্কারি কাননে,

সৃষ্টির অস্তিত্ব মাত্র করিছে জ্ঞাপন।
সুদূর ক্রন্দন-ধ্বনি সেই ঝিল্লী-রবে
পশিল যুবার কর্ণে। চমকি শঙ্করে
বলিলা বীরেন্দ্র—"শুন, কিসের ক্রন্দন।"
কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়ায়ে উভয়ে
শুনিলা,—কেবল ঝিল্লী হইল শ্রবণ।
আবার বুঝিলা ভ্রম, চলিলা দুজন
নীরবে কানন পথে। মানস-আকাশ
উভয়ের সমাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে।
কতই অজ্ঞাত ভয়, চিন্তা অমঙ্গল
উঠিতে লাগিল মনে। কিছু দূরে পুনঃ,
বীরেন্দ্র শুনিলা সেই রোদন-নিনাদ
সুদূর-বাহিত,—ধ্বনি শুনিল শঙ্কর।
জানিলা এবার ভ্রম নহে কদাচিত;
ঊর্দ্ধশ্বাসে, দ্রুতপদে, চলিলা দুজনে।
কাহার ক্রন্দন ধ্বনি না জানিলা কেহ,
তথাপি সে অমঙ্গল করুণ নিনাদে,
কাঁপিতে লাগিল বুক— না জানিলা কেন
কৃষ্ণা নিশীথিনী-বক্ষে সে শোক সম্বাদ
ভাসিয়া উঠিল ক্রমে। ঘুচিল সন্দেহ,
কোথা হতে এ রোদন আসিছে কাননে

বুঝিলা, ছুটিলা যুবা উন্মত্তের মত।
সম্মুখে বিবাহ সভা। বরবেশে বসি
উপাধানে হেলাইয়া ঢেঁকী পঞ্চানন।
রমণী রোদনধ্বনি গৃহান্তর হতে
প্লাবিতেছে সভাস্থল ; ক্ষিপ্তবৎ যুবা
সেই গৃহে ঊর্দ্ধশ্বাসে করিলা প্রবেশ।
পড়ে আছে কক্ষতলে—সুষমার ছবি—
অচেতন কুসুমিকা, কৌমুদী প্রতিমা।
একটী বীণার তান নিশীথ বিপিনে
মূর্ত্তিমতী যেন ! এক খণ্ড চন্দ্র রশ্মি
পড়ে আছে যেন কোনো আঁধার কুটীরে
উন্মত্তের মত সেই অচল বিজলী
লইলা হৃদয়ে যুবা। রহিলা চাহিয়া—
অচল রমণী মুখ। অচল যুবার
বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়—অস্পন্দ শরীর।
প্রতিমার কোলে যেন শোভিছে প্রতিমা
মুক্তকেশী ! আলুলায়িত কবরী
যুবকের ভুজ বাহি পড়েছে শয্যায়,
পড়িয়াছে কামিনীর গৈরিক বসনে।
মণিমুক্তা অভরণ অঙ্গে যুবতীর
শোভে নাই বহু দিন। রণের বারতা

শুনিলা যে দিন বামা, সেই দিন হতে,
যোগিনীর বেশে সদা ভ্রমিতা কাননে
নির্জ্জনে, পরিতা অঙ্গে পুষ্প-অভরণ
কখনো, কি ভাবি মনে। সেই বনলতা
এখনো রয়েছে অঙ্গে—বিশুষ্ক, মলিন।
কষ্টের স্বপন-ছায়া যেন পুষ্পাননে
পড়েছে বামার, যুবা রহেছে চাহিয়া,—
জীবন-সর্ব্বস্ব যেন সেই মুখ খানি।
গভীর নিশীথ; কক্ষ নীরব এখন।
থেমেছে রোদন-ধ্বনি। যতেক রমণী
নেত্র-জল, কণ্ঠ-ধ্বনি, গিয়াছে ভুলিয়া
যুবার জীবন্ত শোক করি দরশন।
"কুসুম!"—নির্জ্জন কক্ষে কার কণ্ঠ ধ্বনি?
নহে কণ্ঠ বীরেন্দ্রের, নহে যুবকের,
নহে প্রণয়ীর, কণ্ঠ নহে মানবের,—
চমকিল সবে। যুবা বলিলা,—"কুসুম!
জীবনের এত আশা, এত ভালবাসা,
ফুরাল কি এইরূপে? এইরূপে হায়!
বনে উঠি, বনে ফুটি, ঝরিল কি বনে?"
আর না,—একটী, এই একটী উচ্ছ্বাস!
ক্ষত বক্ষ হতে বেগে ছুটিয়া শোণিত

ভেসে গেল উরস্ত্রাণ। মূর্চ্ছিত হইয়া
বীরেন্দ্র পড়িতেছিলা, কে কক্ষে প্রবেশি
ধরিলা সে শ্লথ দেহ ?—সেই তপস্বিনী !
কুসুমিকা অকস্মাত ছাড়িয়া চীৎকার,
উঠি আলিঙ্গিয়া সেই শ্লথ কলেবর
কহিলা কাতরে—“ নাথ! কুসুমিকা তব
মরে নাই ; অভাগিনী ছিল মূর্চ্ছাগতা
এড়াইতে হায় এই সমূহ বিপদ,
ঘ্রাণি' তপস্বিনীদত্ত মোহ-পত্রাবলী।
হায় নাথ ! এ কি ?”—বামা চমকিলা দেখি
শোণিতাক্ত বক্ষ-বাস—“ অকরুণ বিধি
এই কি লিখিলা শেষে কপালে আমার ?
প্রাণনাথ ! দেখ তব খেলার সঙ্গিনী,
কৈশোরের উপাসিকা, যৌবনের দাসী,
আদরের কুসুমিকা ডাকিছে তোমায়।
চেয়ে দেখ একবার মেলিয়া নয়ন
অনাথা বালিকা কাঁদে পদতলে তব।
মুছাও আদরে তার নয়নের জল,
তুমি না মুছালে তাহা কে মুছাবে আর ”-
ধীরে ধীরে কষ্টে যুবা মেলিলা নয়ন,
দুই ধারা অশ্রু বেগে ছুটিল দুদিকে।

চাহিলা তুলিতে কর, মুছাতে নয়ন,
পারিলা না। উচ্চারিলা অস্ফুটে—"কুসুম!'
"আমার জীবনারাধ্যে"—উচ্ছ্বাসিয়া বালা
বলিলা কাঁদিয়া—"দাসী চরণে তোমার।
বেড়াইলে দেশে দেশে যে মায়ের খেদে,
শিয়রে বসিয়া সেই জননী তোমার
অভাগিনী! নরাধম পিতৃব্য তোমার
পতি-বিবর্জ্জিতা বলি সতী সাবিত্রীরে
এসেছিলা বিসর্জ্জিয়া নিবিড় কাননে।"
স্নেহ দর দর নেত্রে সেই মুখ পানে
বারেক দেখিলা যুবা; বারেক ফুটিল
অস্ফুট "মা" কথা। রহিল নয়ন
চাহি সেই অধোমুখ; দেখিলা কুসুম
নয়নে পলক নাহি পড়িল আবার।
চাহিতে চাহিতে ধীরে অনাথা বালার
পড়িল অবশ শির বক্ষে প্রণয়ীর,—
পূরিল জীবন আশা; নয়ন পল্লব
আসিল মুদিয়া ধীরে; ধীরে সন্ধ্যাগমে
নীরবে মুদিল দল যুগল কমল;
নিদ্রা গেলা কুসুমিকা। হায়! এক বৃন্তে
ফুটে ছিল দুটী ফুল সংসার কাননে;

এক সঙ্গে দুটী ফুল পড়িল ঝরিয়া।
এমন পবিত্র ফুল, এমন নির্ম্মল,
এমন সুন্দর, যদি থাকিত ফুটিয়া,
জগতের ইতিহাস হতো রূপান্তর ;
হইত না এ সংসার কণ্টক কানন।
অধোমুখে তপস্বনী দেখি বহুক্ষণ,
অবিচল নেত্রে এই প্রতিমা যুগল,
পুত্রের অবশ শির ক্রোড় হতে ধীরে
রাখিয়া শয্যায়, ধীরে উঠিয়া দুঃখিনী
দাঁড়াইলা, বহুক্ষণ রহিলা চাহিয়া.—
অচল শরীর, নেত্র, অনিশ্বাস নাশা।
অকস্মাৎ অট্টহাসি উঠিলা হাসিয়া,
এক লম্ফে সাপটিয়া কক্ষের মশাল,
বসাইলা দৃঢ় করে মর্কটের বুকে,
রাক্ষসীর মত তারে ফেলিয়া ভূতলে।
হেনকালে পাপিষ্ঠের চীৎকারের সহ,
দস্যুর চীৎকার ধ্বনি উঠিল ভাসিয়া
বিদারিয়া নিশীথিনী। কোলাহল ময়
হইল সমস্ত পুরী। ছাড়িয়া চীৎকার
উন্মাদিনী তপস্বিনী, আস্ফালি মশাল,
ছুটিলা সে কোলাহলে—একে, একে, একে

জ্বলিয়া উঠিল গৃহ, হলো অগ্নিময়।
বাজিল ভীষণ রণ, উলঙ্গ কৃপাণে,
পর্ত্তুগীস দস্যুগণ আক্রমিছে পুরী।
নাচিছে মশাল করে সেই রণাঙ্গনে
উন্মাদিনী তপস্বিনী। হুঙ্কারি ভীষণ
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ; নৈশ অন্ধকারে
অবলেপি ভীম জীহ্বা ; দেব বৈশ্বানর
বাহু প্রসারিয়া ক্রমে ছাইয়া শেখর,
আরম্ভিলা মহা ক্রীড়া, নাচিতে লাগিল
শৃঙ্গে শৃঙ্গে অগ্নি-শৃঙ্গ ; অনল সাগরে
খেলিতে লাগিল যেন অনল লহরী।
বজ্রনাদে বংশবন ফুটিয়া, ফাটিয়া,
নীরব নক্ষত্র-লোকে ক্ষেপিতে লাগিলা
অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি। দিগ্-দিগন্তরে
ছুটিলেক প্রতিধ্বনি লহরে লহরে।
গেল যবে অগ্নিশিখা মিশিয়া আন্ধারে ;
স্থানে স্থানে মহাবাহু মহীরুহচয়,
অগ্নি রাক্ষসের মত ছিল দাঁড়াইয়া
সমস্ত সর্ব্বরী ; নিশি পোহাল যখন
স্বপ্ন শেষ **রঙ্গমতী**, সুন্দর কানন।

সমাপ্ত।